Double entree system

IN BENGALEE

তকরারীসেরেস্তানবীশ

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

REVISED BY

SARAT CHANDRA CHAKRAVARTTY B.

বর্দ্ধমান, বুণপুর হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত

সন ১৩২০ সাল।

কলিকাতা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার খুল্লতাত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেসার্স বিহচাঁদ রামদয়াল দে মহাশয় দিগের গদীতে রেওয়ার কার্য্য প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া উপযুক্ত পুস্তকের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও সফল মনোরথ হইতে পারি নাই, তদবধি এ বিষয়ে ১ খান পুস্তক প্রণয়নের ইচ্ছা আমার অন্তরে বলবতী ছিল, দারুণ অসুস্থতা নিবন্ধন কিছু বিলম্ব হইয়াছে। আমার প্রিয় বন্ধু শরৎ এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা অভিজ্ঞ মহোদয়গণের বিবেচ্য।

বঙ্গের স্বারস্বতকুঞ্জ নিত্য নবনব কোকিলকুল কূজনে মুখরিত হইতেছে সত্য কিন্তু ইহাতে বাণিজ্যবিষয়কশক্তিসম্প্রসারণমূলভস্বররাগিনীসংযোগ একান্ত বিরল বলিয়া বোধ হয়। আশাকরি অতঃপর কমলানুগৃহীত বাণীবরপুত্রগণ। এবিষয়ে অবহিত হইবেন।

এই প্রসঙ্গে আমি বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, ইংরাজী বুককীপীং শিক্ষার ব্যবস্থার ন্যায়—কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা করিলে দেশীয় ব্যবসাদারগণেরও সুবিধা হয়, পরন্তু অনেক স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি সহজে "ডবলএন্ট্রি" প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারেন। মহাত্মাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বিষয় বিবেচনা করিবেন এই প্রার্থনা। ইতি তারিখ ১০ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩২ সাল।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রন্থকার।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

কয়েকটা ভুল শুদ্ধিপত্রে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল অতঃপর যদি কেহ কোনরূপ ভ্রম লক্ষ করেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। পরবর্ত্তী সংস্করণ যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় সে পক্ষে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। ইতি তাং ১১ই অগ্রহায়ণ সন ১৩২০ সাল।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে,

প্রকাশক।

ভ্রম সংশোধন।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
বিপণী	বিপণি
শিরোণামা	শিরোনামা

৭২ পৃষ্ঠায় জমার জের ও মুনফা খাতার যোগফল ৩৮৯৬৸৶১০ হইবে। ২০শে চৈত্রের একজায় খতিয়ানে হরগুরু দাস ঠাকুর দাসের দেনা ১৬৬৪৸৶১৫ (কো° নাং তৈল খরিদ দ্রষ্টব্য)।

২১ চৈত্রের একজায় খতিয়ানে দেনা পাওনার কৈফিয়তের নিচে মনভা খাটতী স্থলে মুনফা ঘাটতী হইবে।

বাণিজ্য কাহাকে বলে ও তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

লাভের আশায় নানাবিধ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় কার্য্য—
বাণিজ্য অথবা খরিদ বিক্রয় কারবার নামে
অভিহিত হয়।

বাণিজ্য দুই শ্রেণীর। যথা—পাইকারী ও খুচরা।

এককালে বহু পরিমাণ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করাকে পাইকারী কারবার বলে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়া অল্প পরিমাণে বিক্রয় করাকে খুচরা কারবার বলে।

উক্ত দুই শ্রেণীর কারবারের মধ্যে পাইকারী কারবারের হিসাব রক্ষণ প্রণালীর আদর্শ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

বাজার কাহাকে বলে,—বহু বণিকের বিপণী অথবা বিপণী পরিচালনার্থ কার্য্যালয় (গদী আফিস) স্থাপিত স্থানকে বিপণী পথ অথবা বাজার বলে।

বাজার দর,—এইরূপ বাজারে যখন যে দ্রব্য যে দরে ক্রয় বিক্রয় হয়, তখন সেই দরকে সেখানকার সেই দ্রব্যের বাজার দর বলা যায়।

বিপণী,—(দোকান, আড়ত, হাউস ইত্যাদি) বণিকগণ যে স্থানে পণ্য দ্রব্য সহ থাকিয়া ক্রয় বিক্রয় করেন, তাহাকে বিপণী বলা যায়।

বাণিজ্যের হিসাব রাখিবার আবশ্যকীয় কাগজ পত্র।

পাইকারী অথবা খুচরা যে কোনও প্রকার কারবারের হিসাব রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েক প্রস্থ খাতা আবশ্যক যথা,—

জাব্দা বহি, খতিয়ান বহি, রোকড় বহি, গুদাম বহি, আয় বহি, সওদা বহি, বিল বহি, চালান বহি, ভ্যালুপেবল পার্শেলের হিসাব বহি, চিঠি পত্র, রসিদ, হুণ্ডী ইত্যাদির নকল বহি, চেক বহি প্রভৃতি।

উল্লিখিত খাতা পত্রের মধ্যে পাইকারী ও খুচরা খরিদ বিক্রয়ের অবস্থা অনুসারে কোন কোন বহি বাদ দেওয়া যাইতে পারে, অথবা আরও ২।১ খানি বাড়াইতে হয়, সে কথা ক্রমশঃ আবশ্যক মত বলা যাইবে।

জাব্দা বহি ও তাহার খসড়া।

মোটের উপর বাঙ্গালা হিসাব রাখিবার কারণ যে সকল খাতা পত্র ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে জাব্দা বহি এবং খতিয়ান বহি প্রধান। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য খাতা পত্র কার্য্যের সুবিধার জন্য রাখা হয়। এই জাব্দার ও খতিয়ানের লিখন প্রণালী সাধারণতঃ সর্ব্বত্র একরূপ হইলেও আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করা আয়াস সাধ্য নহে, জমা, খরচে, অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, যে কোন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাব এই জাব্দা ও খতিয়ানের সাহায্যে সুন্দররূপে রাখা যাইতে পারে। পরন্তু এই জাব্দা ও খতিয়ান লিখন প্রণালী জমা খরচে জ্ঞানলাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আজ পর্য্যন্ত সভ্য জগতে যত প্রকার উৎকৃষ্ট হিসাব সংরক্ষণ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে "জাব্দা" তাহার মধ্যে অন্যতম। বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে এই প্রণালীতে হিসাব রক্ষিত হইতেছে কার্য্যতঃ ইহা ইংরাজী "ডবল এণ্ট্রি"রই অনুরূপ। কেবল মাত্র লিখন প্রণালীর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জাব্দা বহি দুই প্রস্থ রাখিতে হয়, কাঁচা জাব্দা বহি বা খসড়া বহি ও পাকা জাব্দা বহি।

প্রথমে খসড়া বহিতে লিখিয়া ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করতঃ পাকা পাতা লিখিতে হয়। খসড়া বহিতে লিখিত মাল ফেরৎ হইলে ঐ খাতার জমা খরচ কাটীয়া দেওয়া চলে। কিন্তু পাকা খাতায় লিখিত কোন মাল ফেরৎ লইবার সময় অথবা দিবার সময় পাল্টা জমা খরচ করিতে হয় এবং যে কারণে ফেরৎ হয়, তাহার কৈফিয়ৎ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া রাখিতে হয়।

জাব্দা বহি লিখন প্রণালী ফিরিস্তী কি ?

জাব্দা বহি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রথম দিকের দুই তিন খানি পৃষ্ঠা বাদ রাখিয়া একখানি পৃষ্ঠাতে "ফিরিস্তী" আঁটিয়া লইতে হয়। "ফিরিস্তী" আঁটিবার উদ্দেশ্য :—কারবারের মালিক নির্ণয় "ফিরিস্তি" কাগজ জাব্দা জমা খরচ রূপেয়া" উপরে এই পাঠটী লিখিয়া এবং নিম্নাংশে একটু ফাঁক রাখিয়া বাম দিকে "আসামী" এই শব্দ লিখিবে। তাহার পর "আসামী" শব্দের ডানদিকে একটু ফাঁক দিয়া "হিস্যা" এই শব্দটী লিপিবদ্ধ করতঃ আসামী শব্দের নিম্নে কারবারের অংশীগণের বা মালিকগণের নাম এবং হিস্যা শব্দের নিম্নে অংশের পরিমাণ (কোন্ আসামীর কি পরিমাণ অংশ) ইহা লিখিতে হয় তৎপরে সমুদয় অংশের পরিমাণ ঠিক দিয়া নিম্নে "জমূল জমা" এই শব্দটী লিখিয়া সমুদয় অংশের সমষ্টি (এক টাকা বোল আনা) লিখিতে হয়, ইহাকে ফিরিস্তি আটা বলে।

জেলা কাহাকে বলে ?

"জেলা"—প্রথমতঃ খাতার পাতাগুলি সমানভাবে ভাঁজ করিয়া লইতে হয়। অর্দ্ধ তা বা সিকি তা আকারের খাতার পাতা সমূহের চারি ভাঁজ করা হয়। এইরূপ ভাঁজ করিলে যে ঘর তৈয়ারী হয়,—তাহাকে

জেলা বলে। সাধারণতঃ ভাঁজের বাম দিকের ঘর সমূহ জমার জেলা ও ডান দিকের ঘর সমূহ খরচের জেলা বলিয়া কথিত হয়।

শিরোণামা কাহাকে বলে ও তাহার উদ্দেশ্য।

শিরোণামা—যে তারিখের লিখন যে পাতা হইতে আরম্ভ হয়, সেই পাতার উর্দ্ধাংশে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ যথাবিহিত রূপে লেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বোপরি কোনও দেবতার নাম তন্নিম্নে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সন তাহার নিম্নে ফাঁক রাখিয়া উপরে যে দেবতার নাম লেখা হয়; তাঁহার প্রসাদাৎ "এই কারবার করিতেছি" এইরূপ একটী পাঠ পরে তাহার নিম্নে তারিখ লিখিয়া এবং আরও একটু স্থান ফাঁক রাখিয়া "দিনার রোজ নামা সেহা রূপেবা" এইরূপ আর একটী পাঠ ও তাহার নিম্নে প্রত্যেক বাম দিকের জেলার উপরি ভাগে "জমা" এবং ডান দিকের জেলার উপরি ভাগে "খরচ" লিখিতে হয়। এই সকল জমা খরচের উর্দ্ধলেখ্য বিষয়কে জমা খরচের শিরোণামা বলা যায়।

প্রত্যেক তারিখেই প্রথম পাতার উর্দ্ধাংশে উল্লিখিতরূপে শিরোণামা লিখিতে হয় এবং অন্যান্য পাতার উর্দ্ধাংশে কেবল মাত্র সংক্ষেপে "তারিখ" ও "জমা" "খরচ" লিখিত হইয়া থাকে।

শিরোণামা লিখিবার উদ্দেশ্য—সর্ব্বোপরি যে দেবতার নাম লেখা হয় তাহা লেখক কর্ত্তৃক দেবতার স্মরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তৎপরে **সন** লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে খাতার কোন একটী তারিখ খুলিলেই উহা কোন্ বৎসরের কাগজ প্রথমেই তাহা দৃষ্ট হইবে। তাহার পর কোনও দেবতার প্রসাদাৎ "এই কারবার করিতেছি" এরূপ পাঠ লিখিলে কারবারের সততা সম্বন্ধে (অর্থাৎ লিখিত জমা খরচের মধ্যে কোনরূপ প্রবঞ্চনা বা মিথ্যা বিবরণ থাকিবে না তদ্বিষয়ে) শপথ গ্রহণ করা হয়। তন্নিম্নে

তারিখ লিখিবার সময় অগ্রে "বিতারিখ" এই শব্দটী লিখিয়া তাহার ডান দিকে যে তারিখের জমা খরচ লিখিত হইবে সেই তারিখ লিখিতে হয় এবং "বিতারিখ" শব্দের নিম্নে বারের নাম ও তারিখের নিম্নে ইংরাজী তারিখ লিখিতে হয়। তৎপরে দীনাদ রোজ নামা সেহা রূপেয়া লিখিবার অর্থ—উল্লিখিত তারিখের মুদ্রার জমা খরচের দৈনিক লিখিত বিবরণী; তৎপরে জেলার উপরি ভাগে লিখিত "জমা" ও "খরচ" শব্দ দুইটী যথাক্রমে নিম্নবর্ত্তী লিখিত বিষয় সমূহের পরিচয় জ্ঞাপক।

জের কাহাকে বলে ও তাহার উদ্দেশ্য।

শিরোনামায় লিখিত "জের":—

উল্লিখিত রূপে শিরোণামা লিখিবার পর প্রথম দিকের একটী জমা ও একটী খরচের জেলার পরবর্ত্তী যতগুলি জমা খরচের জেলা লিখিত হয় তাহার উপরিলিখিত প্রত্যেক "জমা" ও "খরচ" শব্দের নিম্নে "জের" এই শব্দটী লিখিতে হয়।

"জের" লিখিবার উদ্দেশ্য—

এক জেলার জমা খরচের যোগফল অন্য জেলার জমা খরচের যোগ ফলের সহিত যোগ করিবার কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী জেলার যোগফল পরবর্ত্তী জেলার উপরিভাগে লিখিত হয়—ইহাকেই জমা খরচের "জের" লইয়া যাওয়া বলে। এবং এইরূপে জের লইয়া যাইবার নিমিত্ত "জমা" এবং "খরচের নিম্নে "জের" এই শব্দটী লিখিত হইয়া থাকে।

(জমা খরচ কাহাকে বলে ও জমা খরচ লিখন প্রণালী)

প্রথমে শিরোণামা লিখিয়া তাহার পর যথাক্রমে জমার জেলায় জমা ও খরচের জেলায় খরচ সমূহ লিখিত হয়।

জমা (প্রাপ্ত বস্তু) যাহা পাওয়া গেল; বিয়োজন।

খরচ (প্রদত্ত বস্তু) যাহা দেওয়া হইল; বিয়োষ্য।

কারবার সম্পর্কে যে কোনও বস্তু যে কোন ব্যক্তির নিকট লওয়া হয় তাহা জমার জেলায় জমা করিয়া লইতে হয় এবং যে কোনও বস্তু দেওয়া হয় তাহা খরচের জেলায় খরচ লিখিয়া লইতে হয়।

জমা খরচ কয় প্রকার ও তাহার বিবরণ।

জমা খরচ দুই প্রকার যথা নগদান ও মাল।

নগদান জমা খরচ দুই ভাগে বিভক্ত যথা নগদ খরিদ বিক্রয় ও নগদ আসামী হার বা আসামী হার নগদান ও খরিদ বিক্রয় নগদান যে সমস্ত দ্রব্য নগদ মূল্যে ক্রয় করা অথবা বিক্রয় করা হয়, তাহা সেই দ্রব্য "বিক্রয়খাতে" জমা বা "খরিদখাতে" খরচ লিখিয়া লইবার সময় দরুণ নগদ এইরূপ উল্লেখ করতঃ জমা খরচ করিতে হয় ইহাকে খরিদ বিক্রয় নগদান জমা খরচ বলা যায়। আর কোন ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নিকট টাকার আদান প্রদান কালে সেই ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নামে জমা খরচ লিখিয়া আদান প্রদান করিতে হয় এইরূপ ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নামে যে সকল নগদ টাকার জমা খরচ হয় তাহাকে **আসামীহার** নগদান জমা খরচ বলা যায়।

মাল জমা খরচ ও দুই ভাগে বিভক্ত—যথা—

আসামীহার নগদান তকরারী, ও আসামীহার দেনা পাওনা তকরারী।

আশামীহার নগদান তকরারী যথা—কোনও ব্যক্তির নিকট নগদ মূল্যে মাল ক্রয় করিলে অথবা বিক্রয় করিলে যদি ঐ ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নামে ঐ মাল জমা খরচ করিবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে—খরিদ বিক্রয়ে "নগদান" না লিখিয়া—ঐ ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নামে যে মাল জমা খরচ করা হয় তাহাকে আশামীহার নগদান তকরারী জমা খরচ বলা যায়।

আসামীহার দেনা পাওনা তক্‌রারী—কোনও ব্যক্তির নিকট ধারে মাল ক্রয় অথবা বিক্রয় করিয়া ঐ ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নামে যে জমা খরচ করা হয় তাহাকে আসামীহার দেনা পাওনা তক্‌রারী জমা খরচ বলা যায়।

তক্‌রার কাহাকে বলে ও তাহার উদ্দেশ্য এবং তক্‌রার প্রণালী কয় প্রকার।

"তক্‌রার" শব্দের অর্থে পুনরুল্লেখ করা বুঝায়, কোনও ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নামে মাল জমা খরচ করিয়া ঐ জমা খরচের পরিমাণ, সংখ্যা, ইত্যাদীর পুনরুল্লেখ করতঃ যে খরিদ বিক্রয় ঠিক করা হয় তাহাকে তক্‌রার করা বলে।

এই "তকরার" প্রণালী দুই প্রকার—যথা খরিদ বিক্রয় তকরার ও হিসার তকরার।

খরিদ বিক্রয় তক্‌রার—যে সকল আসামীহার দেনা পাওনা ও আসামীহার নগদান তকরারী মাল জমা খরচ হয় সেই সমস্ত জমা খরচ খরিদ বিক্রয়ে পাল্টা জমা খরচ করিয়া লইলেই খরিদ বিক্রয় তকরার করা হয়। এই প্রণালী অবলম্বন করতঃ দৈনিক জমা খরচের মধ্য হইতে তহবিল ঠিক করা হয় এবং খরিদ বিক্রয় হিসাবে দৈনিক মোট কত মাল ও কত টাকা আদান প্রদান করা হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় পরন্তু ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নামে যে সকল মাল জমা খরচ হয় তাহা সেই তারিখেই তক্‌রার করিয়া খরিদ বিক্রয় লিখিয়া লওয়ায় ঐ ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নামে জমা খরচ কৃত অর্থের সংখ্যা সমূহ দেনা পাওনা দাঁড়াইয়া যায়। কেননা মাল খরিদ বিক্রয় করা হইল অথচ তাহার মূল্য দেওয়া বা লওয়া হইল না, এরূপ যে সকল খরিদ বিক্রয় হয় তাহাই ধারে খরিদ বিক্রয়। ধারে ক্রয় করিলে ঐ ক্রীত মালের মূল্য অবশ্য দিতে হইবে যেহেতু তাহা দেনা হয় সেইরূপ

ধারে বিক্রয় করিলে ক্রেতার নিকট বিক্রীত মালের মূল্য পাওনা হয়। মোটের উপর তহবিল মিল এবং কোন মাল কত টাকার খরিদ বিক্রয় হইল তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য খরিদ বিক্রয় তক্‌রার করিয়া মাল জমা খরচ সমূহ ক্রেতা বিক্রেতার দেনা পাওনা স্বরূপ সাব্যস্ত করা হয়।

তাহার পর যখন ঐ সকল ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নিকট হইতে সেই সমস্ত টাকা আদায় হয় বা দেওয়া হয় তখন সেই সেই নামে আসামীহার নগদান জমা খরচ করিয়া দিলেই বা লইলেই ঐ সমস্ত দেনা পাওনা সোধ হইয়া যায়।

"হিসাব তক্‌রার"—জমা খরচের মধ্যে ইহাই বুঝিবার বিষয়;—হিসাব মিটাইবার কারণ যে সকল পাল্টা জমা খরচ করা হয় তাহাই "হিসাব তক্‌রার" প্রণালী, যেমন কোনও একটী কারবারের বাৎসরীক খরিদ বিক্রয় হইতে লাভ লোকসান নির্ণয় করা হইল এই লাভ লোক্‌সান ঐ কারবারের মালিকের নামে অবশ্য জমা খরচ করিতে হইবে কেননা এই লাভ লোকসানের জন্য ঐ ব্যক্তিই দায়ী। এইরূপ অবস্থায়—খরিদ বিক্রয়ের লাভ লোক্‌সান ঐ ব্যক্তির নামে জমা খরচ করিতে হইলে—তাহা প্রথমতঃ খরিদ বিক্রয়ে জমা খরচ করতঃ লাভ লোক্‌সান হিসাবে (মুনফাখাতায়) তক্‌রার করিতে হয়। এবং পরে মুনফা খাতায় (লাভ লোকসান হিসাবে) জমা খরচা করতঃ "মালিকের" নামে তক্‌রার করিতে হয় এইরূপ উপায়ে খরিদ বিক্রয়ের হিসাব মিটিয়া তাহা লাভ লোক্‌সানের (মুনফা খাতার) হিসাবে পরিণত হয়। এবং তৎপরে লাভ লোক্‌সানের হিসাব মিটিয়া ঐ মালিকের হিসাবের দেনা পাওনাতে পরিণত হয়। অর্থাৎ লোক্‌সান হইলে ঐ ব্যক্তির (কারবারের মালিকের) দেনা হইয়া যায় (মালিকের নিকট কারবারের পাওনা হয়। এবং লাভ হইলে তাহা কারবারের নিকট ঐ ব্যক্তির পাওনা হয়। এইরূপ যে সকল পাল্টা পালটী জমা খরচ হয় তাহাকে হিসাব তক্‌রার প্রণালীর জমা খরচ বলে।

খরিদ বিক্রয় তকরার প্রণালী—যে মহাজনের নামে যে মাল জমা করা হয় সেই মাল খরিদ খাতায় সেই মহাজনের "মার্ক্‌ৎ" দিয়া সেই মালের মূল্য সংখ্যা ও পরিমাণ খরচ লিখিয়া লইতে হয়। এবং যে খরিদ্দারের নামে—যে মাল খরচ পড়ে সেই মাল বিক্রয় খাতে সেই খরিদ্দারের মার্ক্‌ৎ দিয়া সেই মালের মূল্য সংখ্যা অথবা পরিমাণ জমা করিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক দিবসের মাল জমা খরচ সমূহ এইরূপ উপায়ে খরিদ বিক্রয় তক্‌রার করিয়া লইতে হয়। ইহাকে চলিত কথায় "খরিদ বিক্রয় ভাঙ্গা" বলে।

খরিদ বিক্রয় তক্‌রার করিবার উদ্দেশ্য প্রথম তহবিল মিল করা দ্বিতীয় এক তারিখে নগদ ও ধারে কোন মাল মোট কত টাকার করিয়া খরিদ বিক্রয় হইল তাহা স্থির করা।

মজুত টাকা নোট রেঁজকী ইত্যাদি মুদ্রার সমষ্টি বা মজুত তহবিল স্থির করিবার উপায়।

এক তারিখে নগদ এবং ধার উভয় প্রকার জমা খরচ যদ্যপি একই খাতায় লিখিত হয় তবে ঐ তারিখের মোট নগদ টাকার সংখ্যা ঐ খাতা হইতে বুঝিতে হইলে, ক্রেতা অথবা বিক্রেতার নামে যে সকল মাল জমা খরচ হয় তাহা খরিদ বিক্রয় তক্‌রার করিয়া লইলেই ঐ সকল মালের মূল্য ও সংখ্যা জমা এবং খরচ উভয় দিকেই সমান হইয়া যায় তাহার পর পূর্ব্ব কথিত উপায়ে জের আনিয়া সমস্ত জমার রাশী এবং খরচের রাশী সমূহ পৃথক ভাবে একত্র যোগ করতঃ মোট জমার যোগফল হইতে মোট খরচের যোগফল বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা নগদ টাকার সংখ্যা, বা মজুত তহবিল কেন না মাল জমা খরচ সমূহের "খরিদ বিক্রয় তক্‌রার" করিয়া; সমানুপাত সাধিত হইয়াছে (যেমন জমা তেমনি খরচ যেমন

খরচ তেমনি জমা হইয়া গিয়াছে যেহেতু তাহার বিয়োগফল হইতে পারে না) ;—প্রথম জমা খরচের দিন মজুত তহবিল এইরূপে স্থিরীকৃত হইল এখন দেখিতে হইবে যে তাহার পরবর্ত্তি দিবস সমূহে এইরূপ উপায়েই মজুত তহবিল স্থির করিতে পারা যায় না তাহার সহিত আরও কিছু করিতে হয় :—

প্রথম দিন পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তহবিল মিল করিয়া তাহার পর অন্যান্য দিবসের মজুত তহবিল স্থির করিবার সময় প্রথমতঃ জমা খরচের মোট যোগফল ঠিক করিয়া তাহার পর মোট জমার যোগ ফলের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দিনের মজুত তহবিলের সংখ্যা যোগ করিতে হয়। কেন না ? প্রথম দিন জমার টাকা হইতে খরচের টাকা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহাই সেই দিনের মজুত তহবিল হইল, তাহারপর পরবর্ত্তী দিবসে যাহা পাওয়া গেল তাহা ঐ তহবিলে যুক্ত হইল এবং যাহা দেওয়া গেল তাহা ঐ তহবিল হইতেই বাদ গেল। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তি দিবসের মজুত তহবিলের সংখ্যা পরবর্ত্তি দিবসের জমার যোগ ফলের সহিত না ধরিলে ঐ দিবসের তহবিল মিল হইতে পারে না।

উল্লিখিত উপায়ে মোট জমার যোগ ফলের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দিবসের মজুত তহবিলের সংখ্যা যোগ করতঃ তাহা হইতে মোট খরচের যোগফল বাদ দিয়া যে মজুত তহবিল ঠিক করা হয় তাহাকে "কৈফিয়ৎ" কাটা বলে। প্রত্যেক দিন জমা খরচের শেষে ঐ সকল যোগ বিয়োগ লিখিয়া রাখিতে হয়।

জমার মোট যোগ ফলের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দিবসের মজুত তহবিলের সংখ্যা যোগ করতঃ তাহা হইতে খরচের মোট যোগফল বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, প্রথম দিবসের পরিবর্ত্তী প্রত্যেক দিবসে তাহাই মজুত তহবিল। তহবিলের টাকা গণিয়া দেখিলে ঐ সংখ্যার সহিত মিলিয়া যাইবে যদি না মিলে তবে বুঝিতে হইবে যে, হয় জমা খরচ করিতে ভুল হইয়াছে আর না হয় খরিদ বিক্রয় তকরার করিতে ভুল হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলেই ঐ

ভুল বাহির হইয়া পড়িবে। অনুসন্ধান করিলেও যদি ভুল না পাওয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে হয় কোন টাকা কোনও কারণে কাহাকেও দিয়া খরচ লেখা হয় নাই অথবা লইয়া জমা করা হয় নাই। যদি জমা খরচের বিয়োগ ফলের সংখ্যা বেশী হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে খরচ লেখা হয় নাই। আর যদি তহবিলে মুদ্রার সংখ্যা বেশী হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে জমা করা হয় নাই। কোন মতে ভুলের কারণ নির্ণয় না হইলে মজুত তহবিলের কমতা অথবা বাড়তা সংখ্যা জমা খরচ করিয়া তহবিল মিল করিয়া রাখিতে হয় ইহা অতিশয় অন্যায় অতএব এরূপ ভুল যাহাতে না হয় তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা ব্যবসায়ী মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে দিন যাহা মজুত তহবিল থাকিবে তাহার "কৈফিয়ৎ" (বিবরণ) জমা খরচের শেষাংশে "কৈঃ" এইরূপ সাঙ্কেতিক কৈফিয়ৎ শব্দ লিখিয়া তাহার নিম্নে "নোট" "রোক" "রেজকী" "পয়সা" ইত্যাদি যে মুদ্রা যত সংখ্যক থাকে তাহা বক্র ভাবে পর পর লিখিতে হয়। বক্রভাবে লিখিবার উদ্দেশ্য কোন দিন কত টাকা মজুত আছে তাহা সহজেই দৃষ্ট হইবে বলা বাহুল্য মজুত তহবিল ঠিক করিয়া কৈফিয়ৎ আঁটিয়া লওয়ার পর সে তারিখে আর কোনও জমা খরচ করা চলে না।

খরিদ বিক্রয় ও হিসাব তকরারের নাম করণ।

যে মাল খরিদ অথবা বিক্রয় লেখা হয় সেই মালের নাম লিখিয়া "বিক্রয় খাতে" জমা ও "খরিদ খাতে" খরচ লিখিতে হয়।

কোনও তাগাদাদার (আদায়কারী কর্ম্মচারী) বিদেশে তাগাদা করিয়া তাহার মধ্য হইতে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলেন এরূপ ক্ষেত্রে ঐ তাগাদাদার প্রত্যাবর্ত্তণ না করা পর্য্যন্ত ঐ টাকার যথাযথ জমা খরচ করিতে না পারিলে তাহা "অনামৎখাতে" জমা করিয়া রাখা হয়। পরে ঐ টাকা যখন যথাযথ খরচ লিখিবার সুবিধা হয় তখন "আনামৎ খাতে" খরচ লিখিয়া পাল্টা জমা

খরচ করিয়া লইতে হয়। কোনও নম্বরী নোট দিয়া টাকা লইলে তাহা "বদলাই খাতে" জমা খরচ করিতে হয় এইরূপ গালাই খাতে" ঢালাই খাতে, "প্রেশ খাতে" "কল খাতে" "বাটা খাতে" বানি খাতে" "ভাড়া খাতে" "বেতন খাতে" "বাসা খাতে" বাজে খাতে" "আগুলাৎ খাতে" ইত্যাদি যখন যে কারণে জমা খরচ করিবার আবশ্যক হয় তখন সেই মত হিসাবের নামকরণ করিয়া জমা খরচ করিতে হয়। একই কারণের হিসাবের প্রত্যেক বার নূতন নূতন নাম করণ অবিধেয়, প্রথম যে হিসাবের যে নাম করণ করিয়া জমা খরচ করা হয় সেই হিসাবে যত'দিন যত জমা খরচই হউক সেই প্রথম নাম করণ অনুসারেই লেখা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা একই কারণের হিসাব একাধিক স্থানে লিখিত হয়।

জমাখরচের উৎপত্তি—মূলধন হইতে প্রথম তহবিলের উৎপত্তি হয় তহবিল হইতে খরিদ ও খরচ হয়, খরিদ হইতে গুদামের সৃষ্টি হয়। এবং গুদাম হইতে বিক্রয় হয়, নগদ খরিদ ও খরচ হইতে তহবিলের হ্রাস হয়; নগদ বিক্রয় হইতে তহবিলের টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ধার খরিদ হইতে দেনা হয়, ও ধার বিক্রয় হইতে পাওনা হয়। এউরূপ নানা অবস্থা প্রাপ্ত মূলধন ও নগদ দেনা এবং নগদ পাওনার হিসাব রাখিবার জন্য জমা খরচ লিখন প্রণালীর উৎপত্তি হইয়াছে।

জমা খরচে ব্যবহার্য্য কয়েকটী জ্ঞাতব্য শব্দ ও বিষয়।

জমা খরচ লিখিবার সময় কি কি বিষয় লিখিতে হয়—প্রথম ক্রেতা অথবা বিক্রেতা, দাতা অথবা গ্রহীতার এবং খরিদ অথবা বিক্রয়ের নাম লিখিয়া বাম দিকে একটু ফাঁকদিয়া "জমা" অথবা "খরচ" লিখিতে হয়। নগদ খরিদ অথবা বিক্রয় হইলে দরুণ নগদ এবং কোনও ব্যক্তির নিকট ক্রীত অথবা বিক্রীত হইলে তাহার নাম

লিখিয়া মালের সংখ্যা পরিমাণ এবং মূল্য সমূহ লিখিতে হয়। আর যে সকল আসামীহার জমা খরচ করা হয় তাহার প্রথমে নাম লিখিয়া নিম্নে মোকাম লিখিতে হয়; মোকামের নিম্নে বাম্ দিকে একটু ফাঁক রাখিয়া জমার জেলায় "জমা" এবং খরচের জেলায় খরচ যথাক্রমে এই দুইটী শব্দ লিখিতে হয়। তাহার নিম্নে "গুজরৎ" ও তৎপরে যদি কোনও বিষয় উল্লেখ করিয়া রাখা আবশ্যক হয় তাহা লিখিতে হয়; এইরূপ বিষয় বিশেষের উল্লেখ করাকে কৈফিয়ৎ লেখা বলে। তাহার নিচে নগদ টাকা হইলে "কোং" (কোম্পানী) অথবা "রোক," নোট হইলে "নোট" এইরূপ লিখিয়া তাহার ডান দিকে সংখ্যা লিখিতে হয়। আর মাল হইলে কি মাল তাহার নাম লিখিয়া তাহার নিচে সংখ্যা-পরিমাণ এবং তন্নিম্নে দর ও দরের ডান দিকে "হিসাবে" এইরূপ লিখিয়া দাম ফেলিতে হয়। তৎপরে মাল প্রেরণ করিবার অথবা গ্রহণ করিবার কারণ যে সকল খরচ পত্র হয় তাহা লিখিতে হয়। দালালের দালালী জমা খরচ করিতে হইলে যে মালের দালালী সেই মাল জমা খরচের নিচেই করিতে হয়।

মাল জমা খরচ করিবার সময় যে সকল গাড়ী, মুটীয়া প্যাকীং, ইত্যাদী খরচের সংখ্যা তাহার সহিত জমা খরচ করা হয় তাহাও যথা রীতি তকরার করা উচিৎ তবে ঐ গুলী কিরূপ ভাবে তকরার করা আবশ্যক তাহা একটু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হয় দালালের দালালী ও এইরূপ আবশ্যকমত তকরার করিতে হয়। এবং যগুপি কোনরূপ কমিশন্ বা হিসাবানা জমা খরচ করিতে হয়, তবে ঐ কমিশন্ বা হিসাবানার সংখ্যা যাহার নিকট গ্রহণ করিতে হইবে বা যাহাকে দিতে হইবে তাহার নামে জমা খরচ করতঃ কমিশন্ খাতে "হিসাব তকরারী" জমা খরচ প্রণালীতে লিখিয়া লওয়া আবশ্যক। আর যগুপি কমিশন্ স্বরূপ নগদ আদান প্রদান করিতে হয় তবে হিসাবানা বা "কমিশন্ খাতে" জমা অথবা খরচ লিখিয়া দরুণ নগদ এইরূপ উল্লেখ করতঃ জমা খরচ করিলেই চলে।

মোটের উপর যে কোনও করেণেই আদান প্রদান করা হউক প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, যে যাহার আদন প্রদান করিতে হইবে, তাহা দেনা পাওনা সাব্যস্ত আছে কিনা অথবা আদান প্রদান করিয়া জমা খরচ করিলে যথার্থ দেনা পাওনা সাব্যস্ত হইবে কিনা, যদি তাহা হয়, অথবা থাকে তবে আদান প্রদান কালে যথারীতি জমা খরচ করিলেই চলিবে আর যদি না থাকে তবে "হিসাব তকরারী" প্রণালীতে সঙ্গে সঙ্গে দেনা পাওনা সাব্যস্ত করিয়া তবে জমা খরচ করিতে হইবে।

খতিয়ানের কার্য্য প্রণালী অবগত হইলেই "দেনা পাওনা" র বিষয় বুঝিতে পারা যায় অতএব যথা স্থানে তাহা সন্নিবেশীত করা হইল।

জমা খরচ লিখিবার সময় যেন লিখিত বিষয় ভাঙ্কের দাগ অতিক্রম না করে এই জন্য ডান দিকে বরং একটু ফাঁক রাখিয়া লেখা আবশ্যক ইহাতে জমা খরচ "মোট" করিবার সুবিধা হয়। ডান দিকে যে ফাঁক টুকু থাকে, লাইন (কসি) টানিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিলেই চলে।

জমা খরচে মোকাম লিখিবার উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত নামক কারবার কোন স্থানে অবস্থিত অথবা পূর্ব্বোক্ত নামক ব্যক্তি কোথায় বাস করেণ তাহা অবগত হওয়া —— "একই নামের অনেক লোক থাকিতে পারেন অথবা কারবার থাকিতে পারে কিন্তু একাধিক নামক কারবার একই স্থানে থাকিতে পারে না। থাকিলে একটু না একটু পার্থক্য থাকিবেই।

হাসদ বেরীজ কাহাকে বলে ও তাহার উদ্দেশ্য।

মোকামের নিম্নে বাম দিকে একটু ফাঁক দিয়া, যে "জমা" অথবা "খরচ" লেখা হয়, তাহাকে "বেরিজ" বলে। প্রত্যেক জমা খরচের টাকার মোট সংখ্যা এই বেরিজের ঘরে (উক্ত জমা খরচ শব্দের ডান দিকে)

তুলিয়া প্রত্যেক জেলার সমস্ত জমা খরচের সংখ্যা একত্রিত করা হয়। প্রত্যেক জমা খরচের নিম্নে জমা অথবা খরচের যে মোট সংখ্যা হয় তাহাকে "হাসদ" বলে। প্রথমে "হাসদ" ঠিক করিয়া তাহার পর সেই সংখ্যা বেরিজে তুলিতে হয়।

মোটের উপর প্রত্যেক জমা খরচের নিয়াংশে বামদিকে লিখিত রাশীকে "হাসদ" এবং উর্দ্ধাংশের ডানদিকের লিখিত রাশিকে বেরিজ বলে। এইরূপ "হাসদ" বেরিজ" করিবার উদ্দেশ্য এই যে, "মোট" ঠিক দিবার সুবিধা করা ; এবং একস্থানে ভূল ভ্রান্তি 'কাটাকাটী' হইলে, অন্যত্র তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকে।

গুজরং লিখিবার উদ্দেশ্য যাহাদ্বারা প্রেরিত অথবা যাহার হস্ত হইতে, গ্রহীত হয় তাহার নাম উল্লেখ করিয়া রাখা, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য কেন না জমা খরচ সম্বন্ধে সেই ব্যক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং প্রাপ্ত অথবা প্রেরিত বস্তুর গোল যোগের জন্য আংশীকদায়ী।

কৈফিয়ৎ লিখিবার সময় দরুণ" (কারণ) "বাবদ" (জন্য) "বরাবর" (নিকট সমীপে) "বিমর্জীম্" (অনুযায়ী) ইত্যাদি শব্দের আবশ্যক হয় জমা খরচ করিবার সময় উল্লিখিত বাক্য সমূহের নিম্ন লিখিত রূপে সাংকেতিক শব্দ ব্যবহৃত হয় যথা—

জমা খরচে ব্যবহার্য্য সাঙ্কেতিক শব্দ সমূহ !

মোকাম———	মোং———	গুজরৎ———	গুং—
মারফত———	মাঃ———	দরুণ———	দং—
বরাবর———	বঃ———	বিমর্জ্জিম———	বিঃ-
দং———	দঃ———	হিসাব———	হিঃ—

কোম্পানী—কোং—কৈফিয়ৎ—কৈঃ ইত্যাদি * এই সকল * শব্দের অর্থ তালিকাতে দ্রষ্টব্য।

মজুত মাল জমা খরচ।

মজুত জমা খরচ:—বৎসরের শেষে অথবা যখন লাভ লোকসান ঠিক করিয়া খাতা মিটাইবার আবশ্যক হয় এবং নূতন করিয়া জমা খরচ সুরু করিতে হয় তখন যে দিবস খাতা মিটান আবশ্যক সেই দিবস দৈনিক খরিদ বিক্রয় কার্য্য শেষ হইবার পর (রাত্রে) যাহা মজুত মাল ও মজুত তহবিল থাকে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে খরচ লিখিয়া পরবর্ত্তী হিসাবে জমা করিয়া লইতে হয়। ইহাকে "মজুত জমা খরচ" বলে, পূর্ব্ববর্ত্তী খাতায় "হাল খাতা হিসাবে" এইরূপ নাম করণ করিয়া খরচ লিখিতে হয়। এবং পরবর্ত্তী খাতায় "সাবেক খাতার হিসাবে" এইরূপ নামকরণ করিয়া জমা করিতে হয় কেহ কেহ "মজুত মাল খাতা" ইত্যাদি অসংলগ্ন বাক্য সকল লিখিয়া থাকেন ইহা অতীব অন্যায় কারণ মজুত মাল ও মজুত তহবিল এক হিসাবে খরচ লিখিতে হয়।

মনে করুণ গোপালচন্দ্র রায় নামক—একজন মহাজন সন ১৩১৮ সালের ২০ শে চৈত্র তারিখে ৩৫।৩৬ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীটে একখানি পাইকারী তৈলের দোকান খুলিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক বাঙ্গালা বৎসরের শেষে, বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী স্থির করিয়া লাভ লোকসান জমা খরচ করতঃ নব বর্ষারম্ভে নূতন করিয়া জমা খরচ আরম্ভ করা হয়। তাঁহার কার্য্যারম্ভের ১২ দিবস পরে ১৩১৯ সাল আরম্ভ হইল ১৩১৮ সাল শেষ হইল এরূপক্ষেত্রে সন ১৩১৮ সালের ঐ ১২ দিনের লাভ লোকসান স্থির করিয়া জমা খরচ করা আবশ্যক এস্থলে উক্ত মহাজনের ঐ বার দিবস কার্য্যের "জাবদা বহির" দ্বারা হিসাব রক্ষন প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে।

জাব্দা বহি লিখিবার আদর্শ।

প্রথমতঃ ফিরিস্তি আঁটীয়া তাহার পর যথারীতি দৈনিক জমা খরচ করতঃ মাল জমা খরচ সমূহ খরিদ বিক্রয়ে তকরার করা হইল এবং তাহার পর মজুত তহবিল ঠিক করিয়া কৈফিয়ৎ আঁটা হইল।

উক্ত গোপাল চন্দ্র রায়ের ষোল আনা অংশ অর্থাৎ ঐ কারবারের লাভ লোকসান প্রভৃতির সম্পূর্ণ দায়ীত্ব একমাত্র গোপাল চন্দ্র রায়ের এরূপ অবস্থায় গোপাল চন্দ্র রায়ের জাঁবদার ফিরিস্তি লিখন প্রণালী নিম্নে—প্রদর্শিত রূপে—লেখা উচিত যথা ;—

ফিরিস্তি কাগজ বাবদে জাবদা জমা খরচ রূপেয়া তহবিলদার শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র রায় (একমাত্রমালেক)

আসামী——	হিস্যা——
গোপাল চন্দ্র রায়	১৲

জমুলতঙ্কা——১৲

এইরূপ উপায়ে যে কারবারে যতজন অংশী থাকেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম ও অংশের পরিমাণ লিখিয়া ফিরিস্তি আঁটীতে হয় "ষোল আনা" (১৲) সমুদয় অংশের আনুমানিক সমষ্টি ধরিয়া তদনুসারে অংশের পরিমাণ ফেলিতে হয়।—আইনানুসারে রেজেষ্টারী করা কোনও কারবারের খাতায় ফিরিস্তি আঁটীবার আবশ্যক হয় না।

-১ /৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

জয়তীয়——

সন ১৩১৮ সাল——

ইঃ ১৯১২ সাল——

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি—

বিতারিখ————শুভ ২০শে চৈত্র॰

মঙ্গলবার————ইঃ ২ রা এপ্রেল॰

দিনায়—রোজ—নামা—সেহা—রূপেয়া——

জমা——————

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

জমা——৻১।

———

কোং নাং তৈল বিক্রয় খাতে————

জমা————১২৮৲

দং নগদ————

২॥০ ৫০৲

———

দং আসামীহার———

মাঃ রাম দুলাল ঘোষ—

৪/০ ৭৮৲

——————

৬॥০ ১২৮৲

//১

১২৮৲

দাং জের—

খরচ——————

কোং নাং তৈল খোরিদ খাতে——

খরচ————২৬৮৩৵০

দং নগদ

দং হরসুক রায়ঠাকুর দাসের—

১৫ পিপা তৈল আইসে তাহার—

গাড়ী ও মুটে নগদ————৯।৵০

দং আসামী হার————

মাঃ হরসুক রায় ঠাকুরদাস—

১৫ পিপা

১৪০।০ ॥০ ২৬৬৪৸৶১৫

———

মাঃ ভানীরাম দালাল——৮৸৫

১৫। ১৪০।০ ॥ ২৬৮৩৵০

//১

দাং জের— ২৬৮৩৵০

জমা	খরচ
জের——————১২৮৲	জের——————২৬৮৩৶০
হরসুক রায় ঠাকুর দাস——	রাম দুলাল ঘোষ——
মোং—এজরাষ্ট্রীট——	মোং—দাসপুর——
জমা—২৬৬৪৸৴১৫	খরচ——৭৮৲
শুঃ ভানীরাম দালাল——	শুঃ খোদ——
কোচিন নারিকেল তৈল—	কোং নাং তৈল——
১৫ পিপা	৪/০ ১৯॥০——৭৮৲
১৪০।০।০	// ২
দং ১৯৲ হিঃ——	বাসা—খাতে——
২৬৬৪৸৴১৫	খরচ——৸৶০
//৬	দং নগদ——
ভানীরাম দালাল——	মাঃ বদন ঠাকুর——
মোং নিজবাজার—	বাজার খরচ বাবদ——৸৶০
জমা——৮৸৫	//২৩
দং হরশুক দাস ঠাকুর দাসের	বাজে খাতে——
১৫ পিপা তৈলের দালালী	খরচ——৶০
ফিঃ মন /০ হিঃ ৮৸৫	দং তামাক ইত্যাদি
//৭	নগদ— ৶০
	// ২৪
২৮০১৸০	২৭৬২৶০
দাং জের—	দাং জের—

জমা——————————

জের——————২৮০১৸০

গোপালচন্দ্র রায়————

মোং নিজগদী————

জমা——১০০১৲

গুঃ খোদ——

খুচরা নোট—

১০০ কেতা—১০০০৲

রোক————১৲

//৫ ১০০১৲

রাম দুলাল ঘোষাল——

মোং—দাসপুর————

জমা——৫০৲

গুং খোদ——

রোক——৫০৲

//১২ ৩৮৫২৸০

৩৮৫২৸০

দাং জের——

খরচ——————————

জের——————২৭৬২৶/০

হরসুক রায় ঠাকুর দাস——

মোং—এজরাষ্ট্রীট————

খরচ——৮৫১৲

গু ধনীশীং জমাদার—

নোট ৮০ কেতা——৮০০৲

রোক————৫১৲

//৬ ৮৫১৲

৩৬১১৶/০

দাং জের——

জমা—————— খরচ——————

জের——————৩৮৫২৸০ জের——————৩৬১৩৶০

তু টান ওয়ালা——

মো নিজ বাজার——

জমা——২৫৲

তু হরিয়া মুটে——

ান ১০০ শত——

ং ।০ হিং ২৫৲

/ঃ১

৩৮৭৭৸০

দাং জের——

আওলাত খাতে——

খরচ——১০৫॥৵০

মাঃ বদন ঠাকুর——

দং বাসার জন্য ব'সন——

খরিদ——

নগদ——১৫॥৵০

মাঃ শিবু মুটে——

২টী কাটা খরিদ——

রোক——৪৫৲

মাং ভুপেন্দ্র নাথ দে——

ইন্দর বাটখারা——

ইত্যাদি খরিদ——

রোক——৩৫৲

দুটী বাক্স খরিদ——

রোক——১০৲

//ঃ৫ ১০৫॥৵০

৩৭১৮৸৶০

দাং জের——

জমা——————

জের——————৩৮৭৭৸৹

খরচ——————

জের——————৩৭১৮৵৹

কানাস্তারা খরিদ খাতে——

খরচ——২৫,

দং আসামী হার—

মাঃ যদু টীনওয়ালা—

১০০ টীন——২৫,

//৪

আওলাত খাতে——

খরচ——৮৫।৹

দ' নগদ——

মাঃ গনেশচন্দ্র রায়

গদীর জন্য

মাদুর খরিদ—১॥৹

শতরঞ্জ কেনা ১১,

লোহার আলমারী খরিদ

১টা—৬০,

ঘড়ী ১টা—১২,

//২৫ ৮৫॥৹

৩৮২৯।৵৹

/৭ শ্রীশ্রী৺কালী মাতা—

ভরসা—

সন১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১২ সাল—

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি—

বিতারিখ——২১ শে চৈত্র——

বুধবার——ইং ৩রা এপ্রেল——

দিনায়——রোজ——নামা——সেহা——রূপেয়া——

জমা——————————খরচ——————————

জমা	খরচ
/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা— জমা—— ৫।।	শরিষার তৈল খরিদ খাতে—— খরচ——৬১২৲
কোং নাং তৈল বিক্রয় খাতে—— জমা——৫০৫৲	দং নগদ———
দং নগদ—— ১৫।।০ ৩১০৲	দং গোয়াবাগান হইতে তৈল আইসে তাহার গাড়ী মুটে— ২ গাড়ী————ই৷৷০
দং আসামী হায়—— মাঃ কেশবলাল দাস—— ১০/০ ১৯৫৲	দং আসামী হায়—— মাঃ মহম্মদ ইশাখাঁ—— ২ গাড়ী ৪০৷৷০ ৬০৭৷৷০
	মাঃ কুঞ্জ বিহারী দাস দালাল— ২৲
২৫৷৷০ //১ ৫০৫৲	৪০৷৷০ //২ ৬১২৲
৫০৫৲	৬১২৲
দাং জের—	দাং জের—

জমা	খরচ
জের—————৫০৫৲	জের—————৬১২৲

মহম্মদ ইশাখাঁ——
মোং গোয়াবাগান——
জমা——৬২৩৷৷৹
গুং শিবু মুটে——
দালাল কুঞ্জবিহারী দাস——
শরিষার তৈল ২ গাড়ী——
৮ পীপা ৪০৷৷০ মোন——
দঃ ১৫৲ হিঃ——৬০৭৷৷
পীপা—
৮ টী ২৲ হিঃ——১৬৲

//৮ ৬২৩৷৷

কুঞ্জবিহারী দাস দালাল——
মোং নিজবাজার——
জমা——২৲
গুং খোদ——
দং শরিশার তৈলের
দালালী ——
২ গাড়ি———২৲

//৭

১১৩০৷৷০

দাং জের—

কেশল লাল দাস——
মো রামপুর——
খরচ——১৯৬৵০
গুঃ ই, আই রেল—
বিঃ গত রোজের——
বরাতী চিটি——
কোং নাং তৈল—
১০৴০ মোণ
দঃ ১৯৷৷০ হিঃ—১৯৫৲
দং নগদ——
হাবড়া ষ্টেসনে মাল
পাঠাইবার গাড়ী ভাড়া
ও মুটে———৸৵০
রসিদ———৴০

//১৩ ১৯৬৵০

পীপা খরিদ খাতা——
খরচ———১৬৲
দং আসামীহার——
মাং ইশাখাঁ——
৮টী ২৲ হিঃ ১৬৲

//১৪

দাং জের— ৮২৪৵০

জমা	খরচ
জের——————১১৩০॥০	জের——————৮২৪৵০
কেশব লাল দাস——	বাসা খাতে——
মো রামপুর——	খরচ——১৲
জমা——১০০৲	দং নগদ——
গুঃ রেজেষ্টারী ডাক——	মাং বদন ঠাকুর——
খুচরা নোট ১০ কিতা——	বাজার দীং——
১০৲ হিঃ——১০০৲	১৲
//১৩	//২৩
১২৩০॥০	বাজে খাতে——
দাং জের——	খরচ——।০
	দং নগদ——
	পান তামাক দীং।০
	//২৪
	৮২৫৵০
	দাং জেং——

জের——১২৩০॥০	জের——৮২৫।৵০
গোপাল চন্দ্র রায়——	৺পূজাখাতা——
মো নিজগদী——	খরচ——১৫৲
জমা——১৫৲	মাং গণেশচন্দ্র রায়—
শুং গণেশচন্দ্র রায়	দঃ গত রোজের দোকান
দং গত রোজের খাতা—	ঘরে খাতা পূজা করিবায়—
পূজা খরচ নিজ রোজ—	কারণ নানা বাবদে খরচ জন্য
৺পূজা খাতে জমা খরচী—	নগদ——১৫৲
নগদ——১৫৲	
॥৫	/১৬
১২৪৫॥০	৮৪০।৵০

কৈঃ ——

জমা নিজ রোজ——১২৪৫।০

সাবেক দঃ গত রোজ——৪৮।৶০

১২৯৩৸/০

বাদ খরচ নিজ রোজ——৮৪০।৵০

মজুত—— ৪৫৩৷৴

শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

ভরসা——

সন ১৩১৮ সাল——

ইং ১৯১২ সাল——

/৭শ্রীশ্রী৺কালীমাতার শ্রীচরণ প্রসাদে এই কারবার করিতেছি-

বিতারিখ——২২ চৈত্র——

বৃহস্পতিবার——ইং ৪ এপ্রেল——

দিনাং——রোজ——নামা——সেহা রূপেয়া

জমা——

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

জমা——

——১।

কোং নাং তৈল বিক্রী খাতে——

জমা——

৪৩২।৵০

দং নগদ——

১।৫ ৩২॥৵০

দং আসামী হায়——

মাং নন্দরাম হালদার——

২ পীপা——

২০/ ৪০০৲

১১॥৫ //১ ৪৩২।৵

৪৩২॥৵০

দাং জের—

খরচ——

আওলাতে খাতে——

খরচ——৩০৲

মাঃ গণেশচন্দ্র রায়—

দং তৈল ঢালিবার লোহার—

গামলা খরিদ ২টী——

রোক্——

৩০৲

//২৫

৩০৲

দাং জের—

জমা—————————

জের————————৪৩২॥৵০

শরিষার তৈল বিক্রী খাতে—

জমা——

৩৩৯৲

দং নগদ————

১॥০ ২৪৲

দং আসামী হার——

মাঃ নন্দরাম হালদার—

১০/ ৩১৫৲

২৷॥০ ৩৩৯৲

//২

দং জের ৭৭১॥৵০

খরচ—————————

জের————————৩০৲

হরসুক রায় ঠাকুর দাস—

গোঃ এজরা ষ্ট্রীট———

খরচ————৯০০৲

গুঃ ধনসিং জমাদার———

গঃ কাঃ নোট——

(আর, এ,

————২১৩১১৫৯০ ।*

৪০১

ঐ কেং————

৫০০৲

রোক————

৫০০৲

৯০০৲

//৬

বাসা খাতে————

খরচ————১৲

দং নগদ————

মাঃ বদন ঠাকুর———

বাজার দীঃ————১৲

//২৩

দং জের ৯৩১৲

* নম্বর নোট সকল এইরূপ নম্বর লিখিয়া জমা খরচ করিতে হয়—গঃ—গবর্ণমেণ্ট, কাঃ—কারেন্সী—.

জমা- ———————

জের- ———৭৭১।৴০

গোপালচন্দ্র রায়——

মোং নিজগদী————

জমা————৮০০৲

গুঃ খোদ————

রোব————

৩০০৲

গঃ কাঃ নোট————

আর, এ,

————২১৩১১৫নং

৪০১

১ কেতা————

৫০০৲

//৫ ৮০০৲

১৫৭১।।৴০

দাং জের—

খরচ-

জের- ৯৩১৲

নন্দরাম হালদার————

মোং হরিগঞ্জ————

খরচ————৭১৮৵০

গুঃ ষ্টীমার যোগে—

বিঃ গত রোজের বরাতী চিঠী—

কোং নাং তৈল——

২ পীপা————

২০/০

দঃ ২০৲ হিঃ————

৪০০৲

সরিষার তৈল————

১০ টীন————

২০/০

দঃ ১৫৵০ হিঃ————

৩১৫৲

দং ইঃ ঘাটে মাল———

পাঠাইবার কারণ———

গাড়ীভাড়া নগদ————

২।০

মুটে খরচ নগদ————

১।০

রসিদ খরচ নগদ————

/০

//১৪ ৭১৮৵০

১৬৪৯৵০

দাং জের-

জমা——————————

জের————————১৫৭১॥৵০

সিবু সর্দ্দার মুটে————

মোং নিজ দোকান———

জমা——————১।০

দং নন্দ হালদারের

মাল ঝাড়াই বোঝাই মজুরী

বাবদ————

১।০

————

।/১১

————————

১৫৭২৸৵০

খরচ——————————

জের——————১৬৪৯৸৵০

বাজে খাতে-

খরচ-

দং তামাক পান ইত্যাদি———

নগদ————

৶০

————————

।/১৪

————————

১৬৫০১

কৈঃ।

জমা নিজরোজ-

সাবেক দং গত রোজের

৫৭২৸৵০

তহবিল মজুত————৪৫৩॥০

————————

২০২৬৷৵০

বাদ খরচ নিজ রোজ——১৬৫০১

————————

মজুত

৩০৬।৵

/৭শ্রীশ্রী৺দুর্গা——

সন ১৩১৯।——

ইং ১৯১২।——

/৭শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি

বিতারিখ——————২৩শে চৈত্র——

শুক্রবার——————ইং ৫ এপ্রেল——

দিনায়——রোজ——নামা——সেহা——রূপেয়া-

জমা·

/৭শ্রীশ্রী৺কালীমাতা-

জমা——

কোং নাং তৈল বিক্রয় খাতে——

জমা—— -৫২৫৲

দং নগদ——

৫/০ ১০৫৲

দং আসামীহার——

মাঃ রামদাস নন্দী

২ পীপা ২০/০ ৪২০৲

৫/০ ৫২৫৲

//১

৫১৫৲

দাং জের-

খরচ——————

বাদাম তৈল খরিদ খাতে——

খরচ——————২৪২৭॥০

দং আসামীহার——

মাঃ প্রেমচাঁদ ভগবান দাস——

২০ পীপা ২০০/ মোং-

২৪০০৲

মাঃ ভাগীরাম দালাল-

১২॥০

২৪১২॥০

দং নগদ——

২০ পিপা বাদাম তৈল আইসে-

তাহার গাড়ী মুটে খরচ——

১৫৲

২০০/০ ২৪২৭॥০

//৩

দাং জের—— ২৪২৭॥০

জমা——————————

জের——————————৫২৫৲

সরিষার তৈল বিক্রয় খাতা—

জমা——————

১৮৲

দং নগদ——————

১/০ ১৮৲

দং আসামীহার——————

:

————————————

১/০ ১৮৲

//২

প্রেমচাঁদ দাস ভগবান দাস—

মোং—মুরগীহাটা——

জমা————২৫০০৲

গুঃ ভানীরাম দালাল——

বাদাম তৈল ২০ পীপা—

২০০/০ মোণ——————

দঃ ১২৲ হিঃ——————

২৪০০৲

পীপা ২০টী——————

দঃ ৫৲ হিঃ——————

১০০৲

//৯ ২৫০০৲

৩০৪৩৲

দাং জের——

খরচ——————————

জের——————————২৪২৭॥০

রামদাস নন্দী——

মোং বীরনগর——

খরচ——৪২৩৷৷০

গুঃ সি, এস, এন, কোংর—

ষ্টিমার যোগে——

বিঃ বেতি ১৬ তারিখের

বরাতী চিঠি——

কোচিন নারিকেল তৈল—

২ পীপা ২০/ মোণ—

দঃ ২১৲ হিং——৪২০৲

ষ্টেশন ঘাটে পাঠাইবার—

গাড়ী মুটে খরচ——

নগদ——————৩৲

রসিদ খরচ——

নগদ————॥০

//১৫ ৪২৩৷৷০

২৮৫১৲

দাং জের

জমা	খরচ
জের—৩০৪৩৲	জের—২৮৫১৲
ভানীরাম দালাল—	পিপা খরিদ খাতে—
মোং নিজবাজার—	খরচ—১০০৸৹
জমা—১০৸৶৹	দং আসামী হার—
দং প্রেমচাঁদ ভগবান দাসের	মাঃ প্রেমচাঁদ ভগবান দাস—
২০ পিপা বাদাম তৈলের দালালী—	২০টী ১০০৲
২০০/ ফিঃ মন—	দং নগদ—
দং /০ হিঃ—১২৷৹	৪টা পীপা মেরামতী মজুরী—৸৹
বাদ হিঃ আনা—১৷/৹	১০০৸৹
//৭ ১০৸৶৹	//.২
হিসাবানা খাতে—	বাসা খাতে—
জমা—১৷/৹	খরচ—১/৹
মাঃ ভানীরাম দালাল—	মাঃ বদন ঠাকুর—
//২৬	দং বাজার খরচ—
	নগদ—১/৹
	//২৩
৩০৫৫৷৹	২৯৫২৮/৹
দাং জের	দাং জের—

জের- ———৩০৫৫॥০

রামদাস নন্দী—
মোং—বীরনগর-
জমা— ১০০৲
শুঃ মণিঅর্ডার যোগে—
খুচরা নোট ১০ কেতা—১০০৲

//১৫

৩১৫৫॥০

খরচ———

জের———২৯৫১৮/০

বাজে খাতে-

খরচ-
দং তামাক পান ইত্যাদি——
নগদ——
।/০

//২৪

২৯৫৩৵০

শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

ভরসা——

সন ১৩১৮ সাল——

ইং ১৯১২ সাল——

/৭শ্রীশ্রী৺কালীমাতার শ্রীচরণ প্রসাদে এই কারবার করিতেছি-

বিতারিখ———২৪ চৈত্র———

শনিবার———ইং ৬ এপ্রেল——

দিনায়——রোজ——নামা——সেহা রূপেয়া

জমা——	খরচ——
/৭শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——	কোং নাং তৈল খোরিদ খাতে——
জমা——	খরচ——১৯১৩৶০
।০।	দং আসামী হার——
কোং নাং তৈল বিক্রী খাতে——	মাঃ প্রেমচাদ ভগবান দাস—
জমা——	১০ পিপা ১৯০০্
৭০০্	১০০/০ মণ
দং নগদ——	
২৫/০ ৫০০্	মাঃ ভানীরাম দালাল—৬।০
	১৯০৬।০
দং আসামী হার——	দং নগদ——
মাঃ জগচ্চন্দ্র পাল——	১০ পিপা তৈল আইসে ভাহার-
১ পীপা——	গাড়ী ও মুটে নগদ——৭॥০
১০/ ২০০্	
৩২/০ ॥১ ৭০০্	॥২৫ ১৯১৩৶০
৭০০্	১৯১৩৶০
দাং জের—	দাং জের-

জমা-

জের-

সরিষার তৈল বিক্রয় খাতা—

জমা——————

১০২,

দং নগদ——————

১/০ ১৭,

দং আসামীহার

মাঃ জগচ্চন্দ্র পাল

৫/০ ৮৫,

৬/০ ১০২,

//২

প্রেমচাঁদ দাস ভগবান দাস—

মোং—মুরগীহাটা———

জমা———১৯০০,

গুঃ ভানীরাম দালাল———

কোং নাং তৈল———

১০ পীপা ১০০/০ মণ—

দঃ ১৯, হিঃ——————

১৯০০,

//৯ ১৯০০,

২৭০২,

দাং জের-

খরচ-

জের—————— ২৯১৩৸০

জগচ্চন্দ্র পাল-

মোং আনরপুর————

খরচ———২৮৬।৵০

গুঃ নৌকা যোগে———

বিঃ উক্ত নৌকার মাঝী—

স্বরূপচন্দ্র মণ্ডলের মার্ফৎ

প্রাপ্ত বরাতী চিঠী———

কোচিন নারিকেল তৈল———

১ পীপা ১০/ মোণ—

দঃ ২০, হিঃ———২০০,

শরিষার তৈল—

৫/০

দঃ ১৭, হিঃ——————

৮৫,

দং নগদ-

জগন্নাথ ঘাটের গাড়ী ভাড়া ও

মুটে খরচ——————

১।৵০

//১৬ ২৮৬।৵০

২২০০৵০

দাং জের-

জের——————————২৭০২৲

———

ভানীরাম দালাল————

মোং নিজবাজার———

জমা———৬।০

দং প্রেমচাদ ভগবান দাস—

১০ পিপা কোং নাং তৈল—

১০০/০ মোণ—

ফিঃ মণ—

/০ হিসাবে———

৬।০

//৭

২৭০৮।০

দাং জের———

খরচ-

জের——————————২২০০৶০

———

বাসা খাতে————————

খরচ——————৸৶০

দং নগদ———

মাং বদন ঠাকুর—

বাজার দীং———

৸৶০

————————

//২৩

বাজে খাতে-

খরচ——————।/০

দং নগদ——————

পান তামাক দীং ।/০

————————

//২৪

২২০১।/০

দাং জের———

জমা—		খরচ—	
জের—	—২৭০৮।০	জের—	—২২০১।৵০

জগৎচন্দ্র পাল—

মোং আলমবাজার——— ২২০১।৵০

জমা———২০০

গুঃ স্বরূপচন্দ্র মণ্ডল মাজী—

২০ কেতা নোট————

// ১৬

২০৮।০

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

ঘৃতীয়——

সন ১৩১৮ সাল——

ইঃ ১৯১২ সাল——

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি—

বিতারিখ————শুভ ২৫শে চৈত্র-

মঙ্গলবার————ইঃ ৭ এপ্রেল—

দিনায়—রোজ—নানা—সেহা—রূপেয়া——

জমা————

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

জমা——৫৲

বাদাম তৈল বিক্রী খাতে—

জমা——

১৩০০৲

দ° নগদ————

০

দ° আসামী হার——

মাঃ গোপীলাল দা——

১০। ১০০/০ ১৩০০৲

//৩

১৩০০৲

দাং জের—

খরচ————

শরিষার তৈল খরিদ খাতে——

খরচ——৩০১৸৵০

দ° নগদ————

দ° গোয়াবাগান হইতে ১ গাড়ী তৈল আইসে তাহার গাড়ী মুটে————৸৵০

দং আসামী হার-

মাঃ মহম্মদ ইশাখাঁ——

৪। ২০/০ ৩০০৲

মাঃ কুঞ্জ বিহারী দাস দালাল—

১৲

৪। ২০/০ ৩০১৸৵০

//২

৩০১৸৵০

দাং জের—

তাং——২৫শে চৈত্র——

জমা——————————

জের————————১৩০০৲

কোং নাং তৈল বিক্রয় খাতে—
জমা————৩০৲

দং নগদ—————
১॥০ ৩০৲

দং আসামী হার————

১॥০ ৩০৲
//২

শরিষার তৈল বিক্রয় খাতে—
জমা————১৬০৲

দং নগদ————
১০/০ ১৬০৲

দং আসামীহার————

//২ ১৬০৲

মহম্মদ ইশাখাঁ———
মো° গোয়াবাগান———
জমা——————৩০০৲

গুঃ শিবু মুটে———
দালাল কুঞ্জবিহারী দাস———
৪ পীপা শরিষার তৈল———
২০/০ ১৫৲ হিঃ ৩০০৲

//৮

খরচ——————————

জের————————৩০১৷৵০

গোপীলাল দাঁ————
মোঃ হাটখোলা———
খরচ————১৩০০৲

গুঃ রামলাল পাল—
বাদাম তৈল———
১০ পীপা ১০০/০ মোন———
দঃ ১৩৲ হিঃ———১৩০০৲

//১৭

বাসা খাতে————

খরচ—

দং নগদ————
মাঃ বদন ঠাকুর—
দং বাজার———
১৲

//২৩

১৭৯০৲ দাং জের—

১৬০২৷৵০ দাং জের—

তাং——২৫শে চৈত্র——

জমা	খরচ
জের——১৭৯০৲	জের——১৬০১৸৵০
কুঞ্জবিহারী দাস দালাল—— মোং নিজবাজার—— জমা——৸৵০ দং মহম্মদইশা খাঁ—— বরিশাল তৈলের দালালী—— ১ গাড়ি——১৲ বাদ ছুট——৵০ —— //৭ ৸৵০ হিসাবানা খাতে—— জমা——৵০ দং কুঞ্জবেহারী দাস——৵০ //২৬ ১৭৯১৲ দাং জের—	মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক—— মোং লালবাজার—— খরচ——১৩০০৲ গুঃ পান্নালাল রায়— দং গোপীলাল দাঁ— মোং হাটখোলা হইতে প্রাপ্ত উক্ত ব্যাঙ্কের ৫৩৬নং চেক—— জমাখরচী রোকড়—— ১৩০০৲ —— //১১ —— ২৯০১৸৵০ দাং জের—

জমা—

জের—১৭৯১৲

গোপী লাল দা—

মোং হাটখোলা—

খরচ—১৩০০৲

শুঃ রাম লাল পাল—

বঃ মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক—

৪৩৬নং চেক—

১ কেতা—

১৩০০৲

//১৭

৩০৯১৲

খরচ—

জের—২৯০২৸৶০

বাজে খাতে—

খরচ—।৶০

দং তামাক ইত্যাদি

নগদ—

।৶০

//২৪

২৯০৩।০

/৭ শ্রীশ্রী৺কালী মাতা—

ভরসা—

সন১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১২ সাল—

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি—

বিতারিখ——২৬ শে চৈত্র——

বুধবার——ইং ৮ এপ্রেল——

দিনায়——রোজ——নামা——সেহা——রূপেয়া——

জমা—

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

জমা—— ৫৲।

কোং নাং তৈল বিক্রয় খাতে——

জমা——২২৫৲

দং নগদ——

২৷৷৲

দং আসামী হায়——

মাঃ মদনমোহন দে——

১। ১০/০ ২০০৲

//১ ১১।০ ২২৫৲

২২৫৲

দাং জের—

বাদাম তৈল খরিদ খাতে—

খরচ——১৸৵০

দং নগদ——

পীপা মেরামতীর জন্য—
হাল খরিদ ২ খানা——৸০
ঠোকাই মিস্ত্রী খরচ—।৵০

১/০

দঃ মদনমোহন দের—

২ পীপা তৈলের দস্তরী
দেওয়া হয়—
মাঃ হরেন্দ্র পাল——৸০

//৩ ১৸/০

১৸৵০

দাং জের—

জমা	খরচ
জের—————————২২৫৲	জের—————————১৸৴৹
	মদনমোহন দে————
	মোং ঈশবপুর———
	খরচ———৪৮৫৴৹
বাদাম তৈল বিক্রয় খাতে—	গুঃ ই, বি, এস, রেল—
জমা————২৮০৲	বিঃ বরাতি চিঠী——
	মাঃ হরেন্দ্রনাথ পাল——
দং নগদ————	কোঃ নাং তৈল——
দঃ আসামী হার——	১ পীপা ১০৴৹ মোণ—
মাঃ মদনমোহন দে—	দং ২০৲ হিঃ——২০০৲
২০৴৹ ২৮০৲	বাদাম তৈল——
	২০৴৹ মোণ—
	দঃ ১৪৲ হিঃ———২৮০৲
	গাড়ী মুটে—————৸৹
	রসিদ খরচ————।৴৹
	রেলমাশুল————৪৲
//৩	//১৮ ৪৮৫৴৹
নন্দরাম হালদার———	বাসা খাতে————
মোং হরিগঞ্জ————	খরচ———॥৵৹
জমা———৪০০৲	দং নগদ——
গুঃ রেজেষ্টারী ডাকযোগে—	মাঃ বদন ঠাকুর—
ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের	বাজার দীঃ——॥৵৹
৪১৩নং চেক্—	
১ কেতা————	
৪০০৲	
//৬	//১
৯০৫৲	৪৮৭॥৹
দাং জের——	দাং জের——

জমা—

জের——————২০৫৲

আমানত খাতে———

জমা———৪৫০৲

গুঃ রেজেষ্টারী ডাকযোগে—

দঃ ভূপেন্দ্রনাথ দের নিকট

হইতে মফস্বলের তাগাদা

[illegible]বদী টাকা নিজ রোকে

আইসে খুচরা নোট—

৪৫ কেতা——৪৫০৲

//২৭

খরচ—————

জের——————৪৮৭॥০

বাজে খাতে———

খরচ————।৵০

দং নগদ—

পান তামাক দীঃ—৵০

খয়রাতী————।০

//২৪ ।৵০

৪৮৭৸৶০

১০৩৫৫৲

/৭শ্রীশ্রী৺দুর্গা—

সন ১৩১৯।—

ইং ১৯১২।—

/৭শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি

বিতারিখ—২৭শে চৈত্র—

শুক্রবার—ইং ৯ এপ্রেল—

দিনায়—রোজ—নামা—সেহা—রূপেয়া—

জমা—

/৭শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

জমা—

৫৲।

—

কাং নাং তৈল বিক্রয় খাতে—

জমা—২১৲

দং নগদ—

৵০ ২১৲

//১

বাদাম তৈল বিক্রয় খাতে—

জমা—২৭৲

দং নগদ—

৵০ ২৭৲

—

//৩

—

৪৮৲

দাং জের—

খরচ—

পীপা খরিদ খাতে—

খরচ—৫০

দং নগদ—

মাং গোপী দাস দে—

মোং রাজার চক—

বড় পীপা ১০টী—

দঃ ৫৲ হিঃ—

৫০

//৪

দাং জের—

জমা- —

জের— ৪৮৲

নন্দরাম হালদার-

মোঃ হরিগঞ্জ—

জমা- -১০০৲

ণ্ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দে—

দং রোত ২৬ তারিখের তাগাদার

খুচরা নোট—

১০ কেতা—১০০৲

//১৪

রামদাস নন্দী———

মোঃ বীরনগর———

জমা———৩০০৲

ণ্ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দে—

দং রোত ২৬ তারিখের তাগাদার

খুচরা নোট———

৩০ কেতা———৩০০৲

//১৫

জগচ্চন্দ্র পাল———

মোং আনরপুর———

জমা———৫০৲

ণ্ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দে—

দং রোত ২৬ তারিখের তাগাদার

খুচরা নোট—

৫ কিতা———৫০৲

//১৬

দাং জের- ১৪৯৮৲

খরচ-

জের- -৫০৲

মফস্বল তাগাদা খাতে—

খরচ———৫৵০

মাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দে—

হরিগঞ্জ বীরনগর—

আনরপুর মোকামে তাগাদার—

রাহা খরচ ইত্যাদি—৫৵০

আনামত খাতে———

খরচ———৪৫০৲

মাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দে—

দং গত রোজের—

আমদানী তাগাদার টাকা

নিজ রোজে জমা খরচা

খুচরা নোট—

৪৫ কিতা———৪৫০৲

//২৭

মহম্মদ ইশার্খা———

মোং গোয়াবাগান———

খরচ———৫০০৲

ণ্ডঃ রামশীং জমাদার—

রোক———৫০০৲

//৮

১০০৫।৵০

দাং জের—

জমা—————————

জেঃ——————————১৪৯৮৲

মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক———

মোঃ লালবাজার———

জমা————১৩০০৲

গুঃ ভূপেন্দ্র নাথ দে—

দঃ ৫৩৬ নং ১ কেতা চেকের

ভুক্তান

নিজ রোজে লওয়া হয়—

রোক———৩০০৲

খুচরা নোট—

১০০ কিতা—১০০০৲

———————

১২ ১৩০০৲

খরচ—————————

জের——————————৫৫৫৸০

প্রেমচাঁদ ভগবান দাস———

মোঃ মুরগীহাটা————

খরচ————২০০০৲

গুঃ হনুমান পাঁড়ে—

খুচরা নোট—

২০০ কেতা———২০০০৲

———————

//৯

———————

৩০০৫।৵০

/৭শ্রীশ্রী৺দুর্গা——

সন ১৩১৯।——

ইং ১৯১২।——

/৭শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি

বিতারিখ——২৮শে চৈত্র——

শুক্রবার——ইং ১০ই এপ্রেল——

দিনায়——রোজ——নামা——সেহা—রূপেয়া——

জমা——

/৭শ্রীশ্রী৺কালীমাতা

জমা—

৲১।

কোং নাং তৈল বিক্রয় খাতে—

জমা——৭৭২।৵০

দং নগদ

৫/০ ১০০৲

দং আসামী হার—

মাঃ প্যারীলাল আস

৫/০ ১০০৲

১০/০ ২০০৲

রকম তৈয়ারী খাতে জমা—

খরচা ৩০/৫ ৫৭২৵

৪০/৫ ৭৭২।৵০

//১

৭৭২৸/০

দাং জের

খরচ——

রকম তৈয়ারী খাতে—

খরচ -৭৸/০

দং নগদ——

৫ পীপা তৈল পীপা হইতে

ঢালিয়া কানেস্তারা ১॥০ নং

রকম করতঃ কানেস্তারা

বোঝাই করা হয় তাহার

মজুরী——

মাঃ শিবু মুটে—

২০০ শত টীন—

ফিঃ টীন ৲৫ হিঃ——৩৵০

ঐ ২০০ শত টীন আঁটাই

ফিঃ টীন ৲৭॥০ হিঃ—৪॥৶০

//২৯ ৭৸/০

(দোকর)

৭৸/০

দাং জের-

জমা——————————

জের——————৭৭২৸৵০

বাদাম তৈল বিক্রী খাতে—

জমা———

১৩।০

দং নগদ———

১৶০ ১৩।০

//৩

(দোকর)

কানেস্তারা বিক্রী খাতে—

জমা———৫০৲

দং রকম তৈয়ারী খাতায়—

জমা খরচী—

২০০ টীন——৫০৲

//৪

যদু টীনওয়ালা———

মোঃ নিজবাজার—

জমা———৫০৲

শুঃ খোদ—

টীন ২০০ শত—

ছোট ডবল টীন—

দঃ ।০ হিসাবে—৫০৲

//১১

৮৮৫৸৵০

দাং জের—

খরচ——————————

জের——————৭৸৵০

বাসা খাতে————

খরচ-

দং নগদ———

মাঃ বদন ঠাকুর-

বাজার দীঃ——

//২৩

বাজে খাতে—

খরচ-

দং তামাক ইত্যাদি

নগদ———

।০

//২৪

৯৵০

দাং জের—

জমা—

জের—১৮৫৸/০

বাদাম তৈল বিক্রয় খাতে—

জমা——২৪৸০

দং রকম তৈয়ারী খাতে—

জমা খরচী—

২০/২॥০　২৪৸০

//৩

রকম তৈয়ারী খাতে—

জমা—৮৭০৸৶০

নারিকেল তৈল ও বাদাম তৈল মিশ্রিত করিয়া দেড় নম্বর রকম তৈয়ারী করা হয়। উক্ত মাল ১॥০ নম্বর নাং তৈল খরিদ খাতে জমা খরচী—

২০০ শত টীন—

৫০/০　৮৭০৸৶০

//২৯

১৯৯৭/০

দাং জের—

খরচ—

জের—৯/০

রকম তৈয়ারী খাতে—

খরচ—৮৬৩৵০

দং দেড় নম্বর মিশ্রিত তৈল—

তৈয়ারী করার কারণ—

কানেস্তারা বিক্রী খাতে—

জমা খরচী—

২০০ শত—৫০৲

কোং নাং তৈল বিক্রী খাতে—

জমা খরচী ৩ পিপা—

৩০/০　৫৭০৲

বাদাম তৈল বিক্রী খাতে—

জমা খরচী—

২ পীপা—

২০/০　২৪০৲

তৈল ঘাটতী হয়—

/৭॥০ ইহার মধ্যে—

নাং তৈল /৫　২৷৵০

বাদাম তৈল—

/২॥০　৸০

৫০/০　৮৬৩৵৫

//২৯

৯৮২৶০

দাং জের—

জমা——————————
জের——————১৯৯৭।/০

খরচ——————————
জের——————৯৮২৶০

দেড় নম্বর নাং তৈল খরিদ খাতে—
খরচ————৮৭০৸৶০

দং রকম তৈয়ারী খাতে—
জমা খরচী—
২০০ শত টীন—
৫০/০ মণ—
পড়তায়——
১৭৵১০ হিঃ—৮৭০৸৶০

//৩০

১৯৯৭।/০
দাং জের

১৮৫৩৵০
দাং জের—

জমা	খরচ
জের——১৯৯৭|/০	জের——১৮৫৩৵০
	প্যারীলাল আস—
	মোং—রাধানগর—
	খরচ——১০০৲
	গুঃ থোদ—
	কোং নারিকেল তৈল—
	১০ টীন ৫/০ মণ—
	দঃ ২০৲ হিঃ—১০০৲
১৯৯৭|/০	//১৯
	১৯৫৩৵০

/৭ শ্রীশ্রী৺কালী মাতা—

ভরসা—

সন১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১২ সাল—

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি-

বিতারিখ——২৯ শে চৈত্র——

বৃহস্পতিবার——ইং ১১ইএপ্রেল-

দিনায়——রোজ——নামা——সেহা——রূপেয়া——

জমা——	খরচ-
/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—	বাসা খাতে
জমা—— ৫১	খরচ——১৲
কোং নাং তৈল বিক্রয় খাতে——	দং নগদ——
জমা——১৩৲	মাং বদন ঠাকুর—
দং নগদ——	বাজার দীঃ——১৲
১/০ ২৩৲	
//১	//২৩
দেড় নম্বর নাং তৈল বিক্রী খাতে—	বাজে খাতে——
দং নগদ——জমা——	খরচ——।০
দং আসামী হার——	দং নগদ—
মাঃ ঠাকুরদাস শ্রীমাণি—	পান তামাক দীঃ—।০
৪০ টান ১০/০ ১৮৫৲	
//৩০	//২৪
	১।০
দাং জের— ২০৮৲	দং জের—

জমা——	খরচ——
জের——২০৮৲	জের——১।০

প্যারীলাল আস——	কানেস্তারা খরিদ খাতে——
মোং রাধানগর——	খরচ——১৭॥৶০
জমা——৮০৲	দং নগদ——
গুঃ খোদ—	১০০ শত টীন——১৭॥৶০
রোব——৮০৲	//১৫
//১৯	১৮৸৶০
	দাং জের—
২৮৮৲	
দাং জের—	

জমা	খরচ
জের——২৮৮৲	জের——১৮৸৶৹
	ঠাকুরদাস শ্রীমানী——
	মোং বোলপুর——
	খরচ——১৮৫৲
২০৮৲	গুঃ ই, আই, রেলযোগে—
	১।৹ নম্বর নং তৈল—
	৪৹ টীন ১৹৴৹—
	দং ১৮॥৹ হিঃ——১৮৫৲
	২০৩৸৶৹

শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

ভরসা——

সন ১৩১৮ সাল——

ইং ১৯১২ সাল——

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতার শ্রীচরণ প্রসাদে এই কারবার করিতেছি——

বিতারিখ——৩০শে চৈত্র——

শুক্রবার——ইং ১২ই এপ্রেল——

দিনায়——রোজ——নামা——সেহা রূপেয়া

জমা——

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

জমা——

—— ৫৭।

কোং নাং তৈল বিক্রয় খাতে——

জমা—— ২২১৲

দং নগদ——

১৶০ ২১৲

দং আসামী হাব——

মাঃ গজেন্দ্র লাল কুণ্ডু——

১ পীপা ১০৴০ মোণ——

২০০৲

১১৴০ ২২১৲

//১

২২১৲

দাং জের——

খরচ——

গজেন্দ্রলাল কুণ্ডু——

মোং দেবীনগর——

খরচ——২১৮।৴০

শুঃ আকলু মাজী——

বিঃ উক্ত মাজী মারফৎ——

বরাতী চিঠি——

কোঃ নাং তৈল——

১। ১০৴০ মণ——

দং ২০৲ হিঃ——২০০৲

বাদাম তৈল——

২ টীন ১৶০ মণ——

দং ১২৸০ হিঃ——১২৸০

পীপা ১টী——৫৲

কানেস্তারা ২টী——॥৴০

//২৩ ২১৮।৴০

২১৮।৴০

দাং জের——

জমা——

মাথার তৈল বিক্রয় খাতে—

জমা——২৫৸০

দং নগদ——

১৴০ ১৩৲

দং আসামী হার——

মাঃ গজেন্দ্রলাল কুণ্ডু——

১৴০ ১২৸০

২৴০ ২৫৸০

॥৩

কানেস্তারা বিক্রয় খাতে—

জমা——॥৴০

দং আসামী হার——

মাঃ গজেন্দ্রলাল কুণ্ডু—

২টী ॥৴০

॥৪

২৬৷৴০

দাং জের—

খরচ——

বাসা খাতে——

খরচ——১৲

দং নগদ——

মাঃ বদন ঠাকুর—

দং বাজার——

১৲

॥২৩

বাজে খাতে——

খরচ——৶০

দং তামাক পান ইত্যাদি——

নগদ

॥২৪

কুঞ্জবিহারী দাস দালাল-

মোং নিজবাজার——

খরচ——২৸৵০

শুঃ খোদ

নগদ——২৸৵০

॥৭

৪৴০

দাং জের—

জমা——

ঠাকুর দাস শ্রীমানী——
মোং বোলপুর——
জমা——১৫০৲

গুঃ নিজরোজ রেজেষ্টারী
ডাকযোগে আইসে——
দং বেতি ২৮শে চৈত্র তারিখে লিখিত
মাং ডোমার্শী দাস কিশনচাঁদ——
মোং বোলপুর——
বঃ হরদয়াল হনুমান বকস্——
মোং সিন্দুরিয়া পটী——
৫০৩নং ১ কেতা দর্শনী হুণ্ডীর
টাকা নিজরোজ পাওয়া যায়——
রোব——১৫০৲

//২০

হিসাবানা খাতে——
জমা——১০।৵১৫
দং আসামী হার——
মাং মহম্মদইশা খাঁ——৯।০
মাং যদু টীনওয়ালা——১৵১৫

// ২৬ ১০।৵১৫

১৬০।৵১৫

দাং জের——

খরচ——

মহম্মদ ইশা খাঁ——
মোং গোয়াবাগান——
খরচ——৪২৩॥০
গুঃ রামশীং জমাদার——
খুচরা নোট——
১০ কিতা——১০০৲
রোক——৩১৪।০
হিসাবানা——৯।০

//৮ ৪২৩॥০

যদু টীনওয়ালা——
মোং নিজবাজার——
খরচ——১৫৲
গুঃ খোদ——
রোক——১৩৸৵৫
হিসাবানা——১৵০

//১১ ১৫৲

সিবু সর্দার——
মোং নিজ গদী——
খরচ——১।০
গুঃ খোদ——
নগদ——১।০

//১১

৪৩৯৸০

দাং জের——

জমা——————

পীপা বিক্রী থাতে——

জমা———————৫৲

দং আসামী হার——

মাঃ গজেন্দ্রলাল কুণ্ডু—

১টী ৫৲

//s

দাং জের——

খরচ—

ভানীরাম দালাল————

মোং নিজবাজার———

খরচ———২৫৸৴৫

গুঃ খোদ—

রোক————২৫৸৴৫

//৭

২৫৸৴৫

দাং জের-

জমা

ইঃ জের—২২১৲

ইঃ জের—২৬।/০

ইঃ জের—১৬০৸/১৫

ইঃ জের—৫৲

৪১২।৶/১৫

সাবেক—

দং গত রোজ—

১২৬১॥/০

১৬৭৪।১৪

বাদ খরচ—

৬৮৮/৫

মজুদ—

৯৮৬৶১০

খরচ

ইঃ জের—২১৮।/০

ইঃ জের—৪/০

ইঃ জের—৪৩৯৸০

ইঃ জের—২৫৸৶৫

৬৮৮/৫

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

জয়তী—

সন ১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১২ সাল—

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি—

বিতারিখ —৩১শে চৈত্র—

মঙ্গলবার—ইং ১৩ই এপ্রেল।

দিনায়—রোজ—নামা—সেহা—রূপেয়া

জমা—

বং সরিষার তৈল বিক্রয় খাতা—
১৮৲

বং বাদাম তৈল বিক্রয় খাতে—
৭০৲

বং রামদাস নন্দী—
২৩॥০

বং প্যারীলাল আস—
২০৲

১৩১॥০

সাবেক তহবিল দঃ গত রোজ—
৮৬৶১০

১১১৭॥৶১০

//
৫০

খরচ—

বং বাসা খাতে-
১৲

বং বাজে খাতে—
১০

বং হরশুক দাস ঠাকুর দাস—
৯০০॥১৲১৫

বং বদন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—
১৲

বং হাল খাতা-
২১৩৶১৫

১১১৭॥৶১০

//
৫০

জমা	খরচ
/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—	বাসা খাতে—
জমা——২৲।	খরচ——১৲
	দং নগদ—
শরিষার তৈল বিক্রী খাতে—	মাং বদন ঠাকুর—
জমা——১৮৲	বাজার দীং—
দং নগদ—	১৲
১/০ ১৮৲	
//২	//২৲
বাদাম তৈল বিক্রী খাতে—	
জমা——৭০৲	বাজে খাতে—
দং নগদ—	খরচ——১।০
৫/০ ৭০৲	দং নগদ—
	পান তামাক দীং ১।০
//৩	
রামদাস নন্দী—	//২৪
মোং বীরনগর—	
জমা——২৩॥০	
গুঃ মণি অর্ডার যো'গে—	
রোক——২৩॥০	
//১৫	দং জের-
১১১॥০	
দাং জের—	

জমা——

জের——১১১॥০

প্যারীলাল আগ——

মোং রাধানগর——

জমা——২০৲

গুঃ মণি অর্ডার যোগে—

রোক——২০৲

//১৯

হিসাবানা খাতে——

জমা——১৩।/০

দং আসামী হার——

মাঃ হরসুক দাস ঠাকুর দাস—

১৩।/০

//২৬

ভূপেন্দ্রনাথ দে——

মোঃ নিজবাজার——

জমা——.২৸৵০

দং বর্ত্তমান মাসের

১২ দিনের বেতন মায় জলপানী—

মাসিক ১১'০ হিঃ—৪॥০

//১০ ১২৸৵০

দাং জের— .৫৭।৶০

খরচ——

জের——২।০

হরসুক দাস ঠাকুর দাস——

মোঃ এজরা ষ্ট্রীট——

খরচ——৯১৩৸৶১৫

গুঃ ধনীসিং জমাদার—

খুচরা নোট—

৫০ কিতা ৫০০৲

রোক——৪০০॥৵১৫

(ভকরারী—)

হিসাবানা——১৩।/০

//৬ ৯১৩৸৶১৫

মাহিনা খাতে——

খরচ——১৩॥০

গুঃ ভূপেন্দ্রনাথ দে—৬॥০

মাঃ গনেশচন্দ্র রায়—৬৲

মাঃ বদন ঠাকুর——১৲

//৩১ ১৩॥০

৯২৯॥৶১৫

দাং জের—

জমা———————

জের———————১৫৭॥৶৹

গনেশচন্দ্র রায়———

মোঃ নিজগদী———

জমা———১৮॥/৹

দং বর্ত্তমান মাসের—

১২ দিনের বেতন—

মাসিক ১৫৲ হিঃ—৬৲

দং হিসাবানা———১২॥/৹

//১০ ১৮॥/৹

বদন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়———

মোং নিজগদী———

জমা———৭।৶১৫

দং বর্ত্তমান মাহার—

১২ দিনের বেতন—

মাসিক ৭॥৹ হিঃ—৩৲

দং হিসাবানা———৪।৶১৫

//১০ ৭।৶১৫

১৮৩॥৶১৫

দাং জের—

খরচ———————

জের———————৯২৯॥৶১৫

হিসাবানা খাতে———

খরচ———২৫।৵১৫

দং আসামী হার———

মাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দে—৮।৵৹

মাঃ গনেশচন্দ্র রায়—১২॥/৹

মাঃ বদনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৪।৶১৫

//২৬ ২৫।৵১৫

বদন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়———

মোঃ নিজগদী———

খরচ———১৲

গুঃ খোদ—

রোক্———১৲

//১০

৯৫৬৵১০

দাং জের—

জমা——————————————

জের——————————১৮৩৸৶১৫

কোং নাং তৈল বিক্রয় খাতে—

জমা——————১১৭২।৶১০

মজুত মাল জমা খরচী

৬০৮০॥ ১১৭২।৶১০

——————————

//১

বাদাম তৈল বিক্রয় খাতে—

জমা——————৬১১॥৶১৫

বঃ মজুত মাল জমা খরচী

৪৯৮৭॥ ৬১১॥৶১৫

//৩

শরিষা তৈল বিক্রয় খাতে——————

জমা—————৩১৫৲

বঃ মজুত মাল জমা খরচী

১১/ ৩১৫৲

——————————

//২

——————————

২২৮২৸৶০

দাং জের

খরচ——————————————

জের——————————৯৫৬৵১০

হাল খাতা হিসাবে—

খরচ——————১৭৮৷

বঃ সাল আখিরী বাবদ—

নিজ রোজের গুদাম জাত—

মজুত মাল আগত সনের—

হিসাবে জমা খরচী—

কোঃ নাঃ তৈল-

৬০৮০॥

দঃ ১৯ হিঃ——————

১১৭২।৶১০

বাদাম তৈল-

৩৯৮৭॥

দঃ ১২,৩ হিঃ-

৬১১॥৶১৫

১৭৮৪৶৫

দাং জের পর পৃষ্ঠায়—

২৭৪০৶১৫

দাং জের——

জমা—

জের—২২৮২৸৶০

১॥নং নারিকেল তৈল বিক্রী খাতে—

জমা—৬৯৬৸০

বঃ মজুত মাল জমা খরচী

৪০/০ ৬৯৬৸০

//৩০

পীপা বিক্রয় খাতে—

জমা—১৬১৲

বঃ মজুত মাল জমা খরচী

৩৭ ১৬১৲

//৪

কানাস্তারা বিক্রী খাতে—

জমা—৪৯৲

বঃ মজুত মাল জমা খরচী

১৯৬টী ৪৯৲

//৪

৩১৮৯॥৶০

দাং জের—

খরচ—

জের—২৭৪০।/১৫

হাল খাতা হিসাবে-

খরচ—১৪৩৫॥১৫

শরিষার তৈল—

২১/০ মোণ—

দঃ ১৫৲ হিঃ—

৩১৫৲

১॥নং নাঃ তৈল-

৪০/০ মোন—

দঃ ১৭।৶/১৪ হিঃ-

৬৯৬৸০

পীপা—বড়—

২৯টী—১৪৫৲

ছোট ৮টী—১৬৲

কানাস্তারা—

১৯৬টী—।০ হিঃ ৪৯৲

মজুত তহবিল

রোক— ২০০৲

রেজকী ১২৲

পয়সা— ১৸১৫

১৪৩৫॥১৫

//৩১

৪১৭৫৸৶১০

দাং জের—

জমা—

জের—৩১৮৯৷৶৹০

পীপা খরীদ বিক্রয় খাতে—

জমা—৮৹০

মঃ মুনফা খাতা জমা খরচী

৮৹০

//৪

বাসা খাতে—

জমা—১০৫০

বঃ সাল তামামী নিকাসী—

জমা খরচ—

বঃ মুনফা খাতে—

//২৩

বাজে খাতে—

জমা—৩৮৶০

বঃ সাল তামামী নিকাসী

জমা খরচ—

বঃ মুনফা খাতে—

৩৮৶০

//২৪

৩২০৪৮৴০

দাঃ জের—

খরচ—

জের—৪১৭৫৮৴১০

কোঃ নাঃ তৈল বিক্রয় খরিদ খাতে—

খরচ—১৫৮॥৴১০

বঃ মুনফা খাতা জমা খরচী

১৫৮॥৴১০

//১

শরিষার তৈল বিক্রয় খরিদ খাতে—

খরচ—৩৮৴০

বঃ মুনফা খাতা জমা খরচী—

৩৮৴০

//২

৪৩৭২॥৴০

দাঃ জের—

জমা——————

জের——————৩২০৪৸/০

আওলাত খাতে———

জমা———২১৵০

বঃ সাল তামামী নিকাসী

জমা খরচ———

বঃ মুনফা খাতা—

২২১৵০—

মধ্যে হার হারী হিসাবে ২১৵০

//২৫

পূজা খাতে———

জমা———১৫৲

বঃ সাল তামামী নিকাসী—

জমা খরচী———

বঃ মুনফা খাতা—

১৫৲

//২৬

৩২৪০৸৶০

দাং জের——

খরচ——————

জের——————৪৩৭২॥৵০

বাদাম তৈল বিক্রয় খরিদ খাতে—

খরচ—————১৩৯৵১৫

বঃ মুনফা খাতায় জমা খরচী-

১৩৯৵১৫

//৩

কানাস্তারা বিক্রয় খরিদ খাতে—

খরচ—————৬৸৶০

বঃ মুনফা খাতায় জমা খরচী—

৬৸৶০

//৪

৪৫১৮॥৶১৫

দাং জের—

জমা——————————
জের————————৩২৪০৸৶০

মফঃস্বল তাগাদা খাতে
জমা—————৫।৵০
বঃ সাল তামামী নিকাসী—
জমা খরচ——————
বঃ মুনফা খাতে ৫।৵০

//২৮

মাহিনা খাতে——————————
জমা————১৩॥০
বঃ সাল তামামী নিকাসী
জমা খরচা———
বঃ মুনফা খাতে—
১৩॥০

//৩১

৩২৫৭৸৶০
দাং জের———

খরচ——————————
জের——————৪৫১৮॥৶১৪

১॥ নং নাঃ তৈল বিক্রয় খরিদ খাতে
খরচ—————১০৸৶০
বঃ মুনফা খাতায় জমা খরচা—
১০৸৶০

//৩১

৪৫১৯॥১৫
দাং জের—

জমা————

জের————৩২৫৯৸৵০

—

গোপাল চন্দ্র রায়———

মোঃ নিজ গদী———

জমা————

২৮৩॥৫

বঃ সাল তামামী নিকাসী—

জমা খরচা———

বিঃ খতিয়ান অত্রসনের

মুনফা——২৮৩॥৫

—

//৫

—

৩৫৪৩৵৫

দাং জের—

খরচ————

জের————৪৫২৯॥১৫

মুনফা খাতায়———

খরচ————৩৫৩॥৵৫

বঃ সাল তামামী নিকাসী—

জমা খরচ——

বিঃ খতিয়ান——

৪। পিপা খরিদ হিসাবে——৸০

২৩। বাসা খাতা হিসাবে—১০।৶০

২৪। বাজেখাতা হিসাবে—৩৸৶০

২৫। আওলাত খাতা হিঃ—২১৵০

২৬। পূজা খাতা হিঃ——১৫৲

২৮। মফঃ তাগাদা খাতা হিঃ ৫।৵০

৩১। মাহিনা খাতা হিঃ——১৩॥০

৫। গোপাল চন্দ্র রায় হিসাবে—

২৮৩॥৫

—

৩৫৩॥৵৫

//৩১

—

৪৮৮৩৶০

দাং জের—

জমা	খরচ
জের———৩৫৪৩৷৴৫	জের———৪৮৮৩৶৹

মুনফা খাতে———

জমা———৩৫৩॥৵৫

বঃ সাল তামামী নিকাসী

জমা খরচী—

বিঃ খতিয়ান—

১। কোং নাং তৈল বিক্রি

১৫৮॥৴১০

২। শরিয়া তৈল বিক্রি হিঃ

৩৮৵৹

৩। বাদাম তৈল বিক্রি হিঃ

১৩৯৵১৫

৪। কানাস্তারা বিক্রি হিঃ

৬৸৶৹

৩০। দো নং নাং তৈল বিক্রি হিঃ

১০৸৹

//৩১ ৩৫৩॥৵৫   ৪৮৮৩৶৹

// ৫ঃ০

৩৮৬৯৸৶১০

সাবেক তহবিল দঃ গত রোজের—

৯৮৬৶১০

//ঃ ৪৮৮৩৶৹

৫ঃ০

পূর্ব্বোল্লিখিত জাব্দা জমা খরচের কয়েকটী দ্রষ্টব্য বিষয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত জমা খরচ সমূহের উর্দ্ধাংশে প্রতি তারিখের প্রথম পাতায় ⁄৭শ্রীশ্রী৺কালীমাতা জয়তী হইতে আরম্ভ করিয়া জেলার উপরিস্থ জমা ও খরচ শব্দ পর্য্যন্ত বিষয় সমূহ প্রথম পাতার শিরোনামা এবং অন্যান্য পাতার উর্দ্ধাংশে লিখিত সংক্ষিপ্ত তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া জমা খরচ শব্দের নিম্নলিখিত জের শব্দ পর্য্যন্ত তৎ তৎ পাতার শিরোণামা বলিয়া কথিত হয়।

২০শে চৈত্র তারিখে কোচিন নারিকেল তৈল বিক্রয় খাতে দরুণ নগদ লিখিয়া যে ২॥০ আড়াই মোণ ৫০৲ টাকা জমা করা হইয়াছে ঐরূপ জমা খরচ সমূহ নগদান খরিদ বিক্রয় জমা খরচ। এবং তন্নিম্নে দরুণ আসামীহার লিখিয়া মাফাৎ রাম দুলাল ঘোষ যে ৪⁄০ মোণ ৭৮৲ টাকা জমা করা হইয়াছে ঐরূপ জমা খরচ সমূহ তকরারী খরিদ বিক্রয় জমা খরচ, এই তকরারী খরিদ বিক্রয় ও নগদান খরিদ বিক্রয় একত্রিত করিয়া মোট খরিদ বিক্রয় ঠিক করা হইয়াছে

ঐ তারিখে গোপাল চন্দ্র রায় এর নামে মূল ধনের দরুণ যে ১০০১৲ টাকা জমা করা হইয়াছে এইরূপ জমা খরচ সকল আসামীহার নগদান জমা খরচ।

ঐ তারিখে রাম দয়াল ঘোষের নামে যে ৭৮৲ টাকা খরচ লেখা হইয়াছে ঐরূপ খরচ সমূহ "আসামীহার" দেনা পাওনা" তকরারী খরচ। এবং হরগুরুদাস ঠাকুর দাসের নামে যে ২৪৬৪৸৴১৫ টাকা জমা করা হইয়াছে—ঐরূপ জমা সমূহ আসামীহার দেনা পাওনা তকরারী জমা। ঐ তারিখেই যদু টীন ওয়ালার নামে যে ২৫৲ টাকা জমা করা হইয়াছে তাহাও ঐ শ্রেণীর জমা।

২৫শে চৈত্র তারিখে গোপীলাল দাঁর নামে যে ১৬০০৲ টাকা খরচ

লেখা হইয়াছে, ঐরূপ জমা খরচ সমূহ আসামীহার নগদান তক্‌রারী জমা খরচ।

খরিদ বিক্রয় হিসাবে রাম দয়াল ঘোষ ও হরগুরুদাস ঠাকুর দাম ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের মার্ফৎ দিয়া যে পাল্টা জমা খরচ করা হইয়াছে উহা খরিদ বিক্রয় তক্‌রার প্রণালীর জমা খরচ।

২৮শে চৈত্র তারিখে যে—রকম তৈয়ারী খাতে, কোচীন নারিকেল তৈল বিক্রয় খাতে ও বাদাম তৈল বিক্রয় খাতে পাল্টা পাল্টী জমা খরচ করা হইয়াছে উহা হিসাব তক্‌রার প্রণালীর জমা খরচ।

৩১শে চৈত্র তারিখে হিসাবানা খাতায় ১৩।/• টাকা জমা ও বদন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে ১৲ একটাকা খরচ পর্য্যন্ত লিখিত জমা খরচ সমূহ দৈনিক জমা খরচ।

ইহার মধ্যে যথারীতি আসামীহার দেনা পাওনা তক্‌রারী আসামীহার নগদান এবং নগদ খরিদ বিক্রয় সমূহ অন্যান্য দিবসের ন্যায় লিখিত হইয়াছে বদন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একটাকা খরচ ও হিসাবানা খাতা ১৩।/• আনা জমার পর হইতে বদন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে ৭।৶১৫ জমা ও হিসাবনা খাতার ২৫।৵১৫ খরচ পর্য্যন্ত লিখিত জমা খরচ সমূহ "মাস কাবারী জমা খরচ"। প্রতি মাসের শেষ তারিখে ঐরূপে মাসিক বেতন ও ভাড়া ইত্যাদি জমা খরচ করিয়া লইতে হয়। হিসাবানা জমা খরচ করা না করা বিবেচনা সাপেক্ষ। উক্ত বদন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে ৭।৶১৫ জমা ও হিসাবানা খাতায় ২৫।৵১৫ খরচ হইতে শেষ পর্য্যন্ত লিখিত জমা খরচ সমূহ নিকাসী জমা খরচ। লাভ লোকসান ঠিক করিয়া জমা খরচ করতঃ খাতা মিটাইবার আবশ্যক হইলেই ঐরূপ হিসাব তক্‌রার প্রণালীর জমা খরচ সমূহ লেখা আবশ্যক। কারণ এইরূপ নিকাসী জমা খরচ করিয়াই খতিয়ানের খরিদ বিক্রয় ও খরচের হিসাব সমূহ মিটাইয়া লাভ লোকসান ধার্য্য করতঃ জমা খরচ করা হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত জমা খরচের মধ্যে ২০শে হইতে ২৯শে পর্য্যন্ত একরূপ প্রণালীতে ৩০শে একরূপ প্রণালীতে ও ৩১শে একরূপ প্রণালীতে কৈফিয়ৎ কাটীবার নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্তপ্রণালী সমূহের মধ্যে যিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিবেন তিনি সেই উপায়েই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কৈফিয়ৎ কাটীবেন। এক খাতায় নানা রূপ লিখন প্রণালী অবলম্বন করিলে অপরের তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয়। এবং অধিক সংখ্যক ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে; তবে নূতন জমা খরচ আরম্ভ করিবার সময় আবশ্যক মত পুরাতন প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারা যায়। ২০শে হইতে ২৯শে পর্য্যন্ত তারিখ সমূহেরপ্রণালী অনুসারে কৈফিয়ৎ কাটিলে মজুত তহবিল গণনা করিয়া লিখিবার জন্য একখানি স্বতন্ত্র খাতা রাখা উচিৎ। ৩০শে তারিখের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিলে স্বতন্ত্র খাতা না রাখিলেও চলে। এবং ৩১শে তারিখের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিলে ঐরূপ স্বতন্ত্র খাতা রাখিতে হয় না। এই-রূপ স্বতন্ত্র খাতাকে রোকড় বহি বলে। রোকড় বহি অর্থাৎ নগদ টাকার জমা খরচ করিবার খাতা।

খতিয়ান কাহাকে বলে।

যে খাতায় পৃথক পৃথক হিসাব লিখিবার জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দেশ করতঃ প্রত্যেক দিবসের জাবদা জমা খরচ হইতে প্রত্যেক জমাখরচের তারিখ, দ্রব্য সংখ্যা, এবং পরিমাণ, ও অর্থ সংখ্যা, তুলিয়া যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করা হয়। তাহাকে খতিয়ান বহি বলে।

খতিয়ান লিখন প্রণালী।

খতিয়ান খাতার পাতা সকল ও ভাঁজ করতঃ জেলা করিয়া লইতে হয় এবং প্রত্যেক পাতার উর্দ্ধাংশে ডানকোণে পর পর পত্রাঙ্ক লিখিয়া পাতার

সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিতে হয়। প্রথম পাতাতে ৴৹ পৌন হইতে আরম্ভ করিয়া পনের পাতাতে ৸৶৹ পর্য্যন্ত এবং ষোলর পাতায় ১ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার: পরের সমস্ত পাতাতে ক্রমান্বয়ে ২,৩,৪, ইত্যাদী সংখ্যা পর পর যথা নিয়মে লিখিতে হয়। খতিয়ানের কোন পাতাতে কোন হিসাব লিখিত হইয়াছে সূচীপত্রের সাহায্যে তাহা সহজে জ্ঞাত হইবার জন্যই এবং জাব্দা জমা খরচের সহিত রুজু মোকাবিলা করিবার সুবিধার জন্ত খতিয়ানে এইরূপ পত্রাঙ্ক দেওয়া হয়।

উক্তরূপে পত্রাঙ্ক সমূহ লিখিত হইলে পর প্রথমদিকে ১৫ খানি পাতার মধ্যে আবশ্যকমত দুই তিনখানি বাদ দিয়া তাহার পরবর্ত্তী পাতা কয়খানিতে বর্ণানুক্রমীক সূচী পত্র লিখিতে হয়।

প্রত্যেক জেলার উর্দ্ধাংশে অ, আ, ক, খ, ইত্যাদী বর্ণ সমুহ পৃথকভাবে লিখিয়া এবং প্রত্যেক বর্ণের নিম্নে আবশ্যকমত স্থান ফাঁক রাখিয়া বর্ণানু-ক্রমিক সূচীপত্র লিখিতে হয়।

খতিয়ানের কত সংখ্যক পাতাতে কোন হিসাব লিখিত হইয়াছে তাহা সহজে অবগত হইবার জন্য সূচীপত্র লিখিত হইয়া থাকে। অতএব, জাব্দার সে হিসাব খতিয়ানে তোলা হয়—খতিয়ানের যে সংখ্যক পাতাতে সেই হিসাব লিখিত হয়; তাহার পত্রাঙ্ক সূচীপত্রে উল্লেখ করিয়া রাখা আবশ্যক।

যে হিসাবের যাহা আদ্য অক্ষর যথা (তৈল খরিদ বিক্রয় খাতার আদ্য অক্ষ্যর ত, যুগল কিশোর দের আদ্যাক্ষর য, ইত্যাদি) সূচীপত্রে সেই বর্ণের নিম্নে সেই নাম লিখিতে হয় তাহার পর কোন ও ব্যক্তির হিসাব লিখিত হইলে সেই নামের নিম্নে মোকাম লেখা আবশ্যক এবং সেই হিসাব খতিয়ানের যে পত্রে লিখিত থাকে সূচী পত্রে লিখিত ঐ নামের ডানদিকে সেই সংখ্যা লেখা আবশ্যক যখন যে নামের হিসাব দেখিবার আবশ্যক হয় সেই নামের যাহা আদ্য অক্ষর সেই বর্ণের সূচীপত্র খুঁজিলে ঐ হিসাব কোন পাতায় লিখিত হইয়াছে তাহা অবগত হওয়া যায়। জাব্দার যে হিসাব

খতিয়ানে তোলা হয়। খতিয়ানের যে পত্রে সেই হিসাব লিখিত হয়, তাহার পত্রাঙ্ক জাব্দা বহিতে লিখিত সেই হিসাবের জমা খরচের নিম্নে (।।১,।।২, ।।৩,।।৪,) ইত্যাদী উপায়ে লিখিয়া রাখিতে হয়। জাব্দা বহিতে উক্ত রূপ খতিয়ানের পত্রাঙ্ক দেওয়া থাকিলে জাব্দার লিখিত জমা খরচের সহিত খতিয়ানের হিসাব সমূহের মিল করিয়া ভুল নির্ভুল ঠিক করা সহজ হয়। এই প্রণালীতে খতিয়ানের সহিত জাব্দা জমা খরচ সমূহের যে মিল করা হয় তাহাকে রুজু মোকাবিলা করা বা চলিত কথায় রুজু দেওয়া বলে।

খতিয়ান বহির উদ্দেশ্য।

দৈনিক খরিদ বিক্রয়ের এবং প্রাপ্ত ও প্রদত্ত অর্থের, বস্তুর, ও তাহার মূল্যের, হিসাব জাব্দা বহি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদ্যপি একবারে কিছুদিনের হিসাব এক স্থানে দেখিতে হয়, তবে প্রত্যেক জমা খরচ পৃথক পৃথক ভাবে একত্রিত করা আবশ্যক এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দিবসের জাব্দা জমা খরচ হইতে প্রত্যেক হিসাব স্বতন্ত্র ভাবে তুলিয়া এই খতিয়ান নামক বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রত্যেক হিসাবের বিস্তৃত বিবরণ জাব্দা বহিতে লেখা থাকে। সেই জন্য খতিয়ানে কেবল মাত্র তারিখ এবং দ্রব্য সংখ্যা পরিমাণ ও মূল্য সংখ্যা মাত্র লিখিলেই চলে। জাব্দা বহির যে তারিখের জমা খরচ হইতে খতিয়ান তোলা হয়, খতিয়ানের সেই হিসাবের বাম দিকে সেই তারিখ লিখিয়া তাহার ডান দিকে সংখ্যা, পরিমাণ, ও মূল্য লিখিতে হয়। দ্রব্য সংখ্যাও পরিমাণ আবশ্যকমত লিখিতে হয়, কিন্তু অর্থ সংখ্যা লেখা একান্ত কর্ত্তব্য। কেননা, অর্থ সংখ্যার দ্বারাই লাভ লোকসান ঠিক করা হয়।

লাভ লোক্সান নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, কোন মাল কত টাকার খরিদ হইয়াছে কোন মাল কত টাকার বিক্রয় হইয়াছে। কত টাকার

মাল মজুত আছে এবং নগদ কত টাকা মজুত আছে ও কাহার নিকট কত টাকা পাওয়া যাইবে এবং কাহাকে কত টাকা দিতে হইবে, মোট বিক্রয়ের যোগ ফলের সহিত মজুত মাল জমা খরচ করতঃ উহার মুল্য যোগ করিয়া এবং মোট খরিদের যোগ ফলের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তি বৎসরের মজুত মালের মূল্য জমা খরচ করিয়া যোগ করতঃ তাহা জমার যোগ ফল হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই লাভ এবং ঐ লাভ হইতে খরচের টাকা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নিট মুনফা। এইরূপ দৈনিক লাভ লোকসান জাব্দা বহির জমা খরচ দ্বারা ঠিক করা যাইতে পারে। কিন্তু এককালে কিছুদিনের লাভ লোকসান ঠিক করিবার আবশ্যক হইলে অর্থাৎ দুই পাঁচ মাস কিম্বা এক বৎসরের হিসাব ঠিক করিতে হইলে যত দিনের হিসাব ঠিক করিতে হইবে ততদিনের মধ্যে কোন তারিখে কোন মাল কত টাকার খরিদ এবং বিক্রয় হইয়াছে কোন তারিখে কাহার নিকট কত টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং কাহাকে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে প্রথমতঃ তাহার হিসাব সমস্ত একত্রিত করা আবশ্যক। এইরূপ হিসাব স্থির করিতে হইলে। জাব্দা বহিতে দৈনিক যে সকল জমা খরচ করা হয় সেই সকল জমা খরচ একটী সতন্ত্র বহিতে পৃথক্ ভাবে লিখিয়া একত্রিত করিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য ইহাতে এক পক্ষে যেমন লাভ লোক্সান স্থির করিবার সুবিধা হয়। অপর পক্ষে সেইরূপ কাহার নিকট কত টাকা পাওয়া যাইবে এবং কাহাকে কত টাকা দিতে হইবে, উহা সহজে অবগত হওয়া যায়।

যে হিসাবে যখন যত টাকা পাওয়া যায় যদ্যপি তাহা সেই হিসাবে জমা করিয়া রাখা যায় এবং প্রতিবারের জমার টাকা সমস্ত একস্থানে পর পর লিখিয়া মোট জমা স্থির করা হয় তাহা হইলে ঐ হিসাবের মোট জমার সংখ্যা এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু সেই হিসাবে যখন যত দেওয়া হয় তাহা ঐরূপে লিখিয়া রাখিলে ঐ হিসাবের মোট খরচের সংখ্যা একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে যে হিসাবের মোট জমার সংখ্যা—

মোট খরচের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয়। কারবারে সেই হিসাবের নিকট ঐ জমা খরচের বিয়োগ ফল দেনা সাব্যস্ত হয়।—এবং যে হিসাবে মোট খরচের সংখ্যা মোট জমার সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয়। কারবারের নিকট সেই হিসাব জমার অতিরিক্ত সংখ্যা দেনা হয়। অর্থাৎ ঐ বিয়োগ ফল কারবারের পাওনা হয়। অর্থাৎ কোনও হিসাবে মোট জমার যোগফল মোট খরচের যোগফল অপেক্ষা কম হইলে, জমার যোগ ফল খরচের যোগফল হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে কারবারের সেই হিসাবের নিকট তাহাই পাওনা হয়। অর্থাৎ সেই হিসাব কারবারের নিকট ঐ জমা খরচের বিয়োগ ফল দেনা হয়। সেইরূপ মোট জমার যোগফল মোট খরচের যোগফল অপেক্ষা বেশী হইলে কারবারের দেনা হয় সেই হিসাবের পাওনা হয়; অর্থাৎ যে হিসাবের জমা খরচ সেই হিসাবের পাওনা হয়।

দেনা পাওনা কাহাকে বলে।

দেনা=(দেয়)—কারবার হইতে যে কোন ব্যক্তিকে যাহা দিতে হইবে তাহাই কারবারের দেনা।—এবং যে ব্যক্তির নিকট কারবারের যাহা দেনা সেই ব্যক্তির কারবারের নিকট তাহা পাওনা।

পাওনা—(প্রাপ্য)—কাহারও নিকট হইতে কারবারে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই কারবারের পাওনা। এবং যে ব্যক্তির নিকট কারবারের যাহা পাওনা সেই ব্যক্তি কারবারের নিকট তাহা দেনা।

যে কোন এক ব্যক্তির নামে যাহা জমা হয় তাহাই সেই ব্যক্তির নিকট কারবারের দেনা এবং যে কোনও এক ব্যক্তির নামে যাহা খরচ পড়ে তাহা সেই ব্যক্তির নিকট কারবারের পাওনা হয় বলিয়া বুঝিতে হইবেক।

কেননা, জমা—প্রাপ্তবস্তু যাহা পাওয়া গেল। তাহা যদি নগদ টাকা হয়

তবে তাহার পরিবর্ত্তে মাল দিতে হইবে। আর যদি মাল হয় তাহার মূল্য স্বরূপ টাকা দিতে হইবেক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যাহা দেয় তাহাই দেনা অতএব কারবারের খাতায় জমার টাকা কারবারের দেনা। সেইরূপ কারবারের খাতায় খরচের টাকা কারবারের পাওনা। এইরূপ দেনা ও পাওনার মধ্যে অর্থাৎজমা খরচের মধ্যে যগ্যপি দেনা অর্থাৎ জমা পাওনা অর্থাৎ খরচ অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত সংখ্যা নিট দেনা অর্থাৎ যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক দেয়। সেইরূপ যগ্যপি পাওনা অর্থাৎ খরচ দেনা অর্থাৎ জমা অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত সংখ্যা নিট পাওনা অর্থাৎ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা ঐ অতিরিক্ত সংখ্যা অধিক প্রাপ্য যে হেতু ঐ অতিরিক্ত দেনা পাওনাই যথার্থ দেনা পাওনা বা নিট দেনা পাওনা।

নিট দেনা পাওনা ধার্য্য করিতে হইলে যে হিসাবের নিট দেনা পাওনা ধার্য্য করিতে হইবেক অগ্রে দেখিতে হইবে যে সেই হিসাবের মোট জমার যোগফল বেশী অথবা মোট খরচের যোগফল বেশী; যদি জমার যোগফল বেশী হয়। তাহা হইলে মোট খরচের যোগফল বাদ দিয়া দেনা ধার্য্য করিয়া লওয়া আবশ্যক। এবং যগ্যপি মোট খরচের যোগফল মোট জমার যোগ ফল অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে মোট জমার যোগফল বাদ দিয়া পাওনা ধার্য্য করিয়া লইতে হয়।

হাল খাতার দেনা পাওনা।

হাল খাতায় যে মজুত মালের মূল্য ও মজুত তহবিল খরচ লেখা হয় তাহাও পাওনা কেননা হাল খাতায় খরচ লিখিয়া মাল বিক্রয় খাতায় জমা করা হয় অথচ তাহার মূল্য পাওয়া যায় না যে হেতু তাহা প্রাপ্য বা পাওনা।

কিন্তু পরবর্ত্তি বৎসরের হিসাবে যখন ঐ মাল ও মজুত তহবিল সাবেক

খাতায় জমা করিয়া লওয়া হয় তখন তাহা দেনা ধরিতে পারা যায় না ৷ ণ তাহার মূল্য বাবদ যাহা দেয় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে হয় নগদ দেওয়া হইয়াছে আর না হয় ক্রয় কালে বিক্রেতা বা মহাজনের নামে তাহা দেনা ধরা হইয়াছে উহাকে পুনরায় দেনার স্বরূপ ধরা অনাবশ্যক। এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী সনের হাল খাতার খরচের টাকা পাওনার স্বরূপ পরবর্ত্তী সনের সাবেক খাতার হিসাবে জের আনিয়া সাবেক খাতার হিসাব মিটাইয়া লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী সনের নিট দেনা পাওনা সমূহ পরবর্ত্তী সনের খতিয়ানে জের আনিতে হয় কেননা পরবর্ত্তী সনের হিসাব পূর্ব্ববর্ত্তী সনের হিসাব হইতেই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সনের মজুত মাল ও মজুত তহবিল লইয়াই পরবর্ত্তী সনে কারবার করা হয়। এখন দেখা যাউক এই খতিয়ান হইতে কিরূপ উপায়ে লাভ লোকসান স্থির করা যাইতে পারে। যেমন মোট জমার যোগফল হইতে মোট খরচের যোগফল বাদ দিয়া দেনা পাওনা ঠিক করা হয় তেমনি মোট বিক্রয়ের যোগফল হইতে মোট খরিদের যোগফল বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই লাভ। খরিদের যোগফল যদি বিক্রয়ের যোগফল অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে লোকসান হয়। আর যদি বিক্রয়ের যোগফল খরিদের যোগফল অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে লাভ হয়।

যেমন দেনা—জমা—তেমনি বিক্রয়—দেনা অথবা জমা। আর যেমন খরচ—পাওনা তেমনি খরিদ—পাওনা অথবা খরচ। কেননা বিক্রয় করিলেই তাহার মূল্য গ্রহণ করা হয়—যাহা পাওয়া যায় তাহাই জমা বা দেনা আর খরিদ করিলেই তাহার মূল্য দেওয়া হয় যাহা দেওয়া হয় তাহাই খরচ অথবা পাওনা।

খতিয়ান বহি লিখিবার আদর্শ।

পূর্ব্বে—লিখিত জাবেদা জমা খরচ সমূহের কথিতরূপে খতিয়ান করা যাইতেছে।

প্রত্যেক বর্ণের স্থচীপত্র বিশদরূপে লিখিলে গ্রন্থের কলেবর অকারণ বাড়িয়া যায়। অতএব যে কয়েকটী বর্ণ এস্থলে আবশ্যক তাহাই সন্নিবেশিত করা হইল। মোটের উপর খতিয়ানের স্থচীপত্র করিতে হইলে সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ,—যে সমস্ত বর্ণ কোনও নামের আদ্য অক্ষর হওয়া সম্ভব—তৎসমুদয় লেখা আবশ্যক।

সূচীপত্র।

অ অ অ অ

আ আ আ আ

আওলাত খাতা—২৫

আনামত খাতা—২৭

ক ক ক ক

কোচিন নাং তৈল বিক্রয় খরিদখাতা

কেনাস্তারা খরিদ বিক্রয় খাতা——৪

কুঞ্জ বিহারী দাস দালাল—
মোং নিজবাজার—৭

কেশব লাল দাস——
মোঃ রামপুর—১৩

গ গ গ গ

গোপাল চন্দ্র রায়—
মোঃ নিজগদী—৫

গনেশচন্দ্র রায়—
মোঃ নিজগদী—১০

গোপী লাল দা—
মোঃ হাটখোলা—১৭

গজেন্দ্র লাল কুণ্ডু—
মোঃ দেবীনগর—২১

জ জ জ জ

জগচ্চন্দ্র পাল—
মোঃ আনন্দপুর—১৬

ঠ ঠ ঠ ঠ

ঠাকুর দাস শ্রীমানী—
মোঃ বোলপুর—১০

দ দ দ দ

দেড় নম্বর নাং তৈল খরিদ বিক্রি খাতা—৩০

ন ন ন ন

নন্দ রাম হালদার—
মোঃ হরিগঞ্জ—১৮

প প প প

পিপা খরিদ বিক্রয় খাতা—৪

প্রেমচাঁদ দাস ভগবান দাস—
মোঃ মুরগীহাটা—৯

প্যারী লাল আশ—
মোঃ রাধানগর—১৯

পূজা খাতা—২৬

ব ব ব ব

বাদাম তৈল খরিদ বিক্রয় খাতা—৩
৩

বদন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—
মোঃ নিজগদী—১০

বাসা খাতা—২৩

বাজে খাতা—২১

ভ ভ ভ ভ

ভানিরাম দালাল—
মোঃ নিজবাজার—৭

ভুপেন্দ্র নাথ দে—
মোঃ—নিজগদী—১০

ম ম ম ম

মহম্মদ ইশাখাঁ—
মোঃ গোযাবাগান—৮

মদন মোহন দে—
মোঃ ঈশবপুর—১৮

মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক—
মোঃ লালবাজার—২২

মফঃস্বল তাগাদা খাতা—২৮

মাহিনা খাতা—৩১

য য য য

যদু টীনওয়ালা—
মোঃ নিজবাজার—১১

র র র র

রামদুলাল ঘোষ—
মোঃ দাসপুর—১২

রামদাস নন্দী—
মোঃ বীরনগর—১৫

রকম তৈয়ারী খাতা—২৯

শ শ ষ ষ স স

শরিষার তৈল খরিদ বিক্রয় খাতা—২

শিবু সদ্দার—
মোঃ নিজগদী—১১

হ হ হ হ

হরগুরু দাস ঠাকুর দাস-
মোঃ এজরাষ্ট্রীট—৬

হিসাবানা খাতা—২৬

হাল খাতা—৩১

/৭ শ্রীশ্রী৺কালী মাতা—
ভরসা—
সন১৩১৮ সাল—
ইং ১৯১২ সাল—
হিসাব—কোচিন নারিকেল তৈল খরিদ বিক্রী খাতে। (১)

জমা—
১০ চৈত্র— ৮॥০——১২৮৲
২১ রোজ—১৫॥০——৫০৫৲
২২ রোজ—১১॥৫—— ৪৩২॥৶০
২৩ রোজ—২৫৻০——৫২৫৲
২৪ রোজ—৩৫৻০——৭০০৲
২৫ রোজ—১॥০——৩০৲
২৬ রোজ—১১।০——২২৫৲
২৭ রোজ—১৻০——২১৲
২৮ রোজ—৪০৻৫——৭৭২৷৵
২৯ রোজ—১৻০——২৩৲
৩০ রোজ—১১৻০——২২১৲
৩১ রোজ————
দং মজুতমাল ৬০৸০॥—১১৭২।৶১০

২৪০।০ ৪৭৫৫৷৶১০
//:৫০

খরচ————
২০ চৈত্র—১৪০।০॥——২৬৮৩৵০
২৪ রোজ—১০০৻০——১৯১৩৸০
৩১ রোজ——————*
দং মুনফা————১৫৮॥৻১০

১৪০।০ ৪৭৫৫৶১০
//:৫০

---

*খাতয়ানের এই হিসাবে ১৫৮॥৻১০ মুনফা ধার্য্য হইয়াছে, উহা এই হিসাবে খরচ লিখিয়া মুনফা খাতায় জমা করা হইল। এবং মুনফা খাতা খরচ লিখিয়া কারবারের মালিকের নামে জমা করা হইল। এই সকল পাল্টাপাল্টী জমা খরচ জাবদা বহিতে লিখিয়া পরে যথারীতি খতিয়ান করা হইয়াছে। এই প্রণালীতে মুনফা জমা খরচ করা হয়। ইহা হিসাব তক্রার প্রণালীর জমা খরচ।

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——
জয়তী——
সন ১৩১৮ সাল——
ইং ১৯১২ সাল——

হিসাব—সরিষার তৈল খরিদ বিক্রয় খাতে (২)

জমা-			খরচ-		
২২ চৈত্র	—২১॥০-	-৩৩৯৲	২১ চৈত্র—	-৪০॥০০	-৬১২৲
২৩ রোজ	—১/০-	-১৮৲	২৫ রোজ-	-২০/০	—৩০১৸৵০
২৪ রোজ	—৬/০-	-১০২৲	৩১ রোজ—	——	
২৫ রোজ	—১০/০	——১৬০৲	দং মুনফা—	——	—৩৮৵০
৩১ রোজ	—১/০-	-১৮৲			
দং মজুতমাল	২৯/০	—৩১৫৲		৬০॥০	৯৫২৲
	৬০॥০	৯৫২৲	//:৫০		
//:৫০					

হিসাব—বাদাম তৈল বিক্রয় খরিদ খাতে। (৩)

জমা——			খরচ——		
২৫ রোজ	—১০০/০	——১৩০০৲	২৯ চৈত্র	—২১০/০	——২৪২৭॥০
২৬ রোজ	—২০/০	——২৮০৲	২৬ রোজ	——	——১৸/০
২৭ রোজ	—২/০	——২৭৲	৩১ রোজ	——	
২৮ রোজ	—১/০	——১৩।০	দং মুনফা	——	-১৩৯৵১৫
দফে——				২০০/০	২৫৬৮৷৶
২৮ রোজ	—২০/৭॥	——২৪০৸০	//:৫০		
৩০ রোজ	—২/০	——২৫৸০			
৩১ রোজ	—৫/০	——৭০৲			
দং মজুতমাল	—৯৬৭॥	—৬১১॥৶১৫			
	২০০/	২৫৬৮৷৶১৫			

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

জয়ন্তী—

সন ১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১১ সাল।—

হিসাব—ক্যানাস্তার খরিদ বিক্রয় খাতে। (৪)

জমা——————————

২৮ চৈত্র—২০০——৫০৲

৩০ রোজ—২————॥/০

৩১ রোজ—১৯৬——৪৯৲

দং মজুতমাল—

————————

৩৯৮ ৯৯॥/০

*কমতা——২

————————

৪০০ * ৯৯॥/০

/:৫০

খরচ——————————

২০ চৈত্র—১০০————২৫৲

২৮ রোজ—২০০———৫০৲

২৯ রোজ—১০০———১৭॥৵০

৩১ রোজ——————৬৮৶০

দং মুনফা—

————————

৪০০ ৯৯॥/০

//:৫০

হিসাব—পীপা খরিদ বিক্রয় খাতে।

জমা——————————

৩০ চৈত্র—১টা————৫৲

৩১ রোজ————

দং মজুতমাল—৩৭——১৬১৲

দফে—দং মুনফাঘাটতী—৸০

————————

৩৮ ১৬৬৸০

//:৫০

খরচ——————————

২১ চৈত্র—৮—————১৬৲

২৩ রোজ—২০————১০০৸০

২৭ রোজ—১০————৫০৲

————————

৮ ১৬৬৸০

————————

* যদি কোনও মাল কমতা হয় তবে তাহা জমা খরচ করিয়া সমান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ কমতা মালের মূল্য লোকসান হয়। আবশ্যক মত তাহাও লিখিতে হয়।

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

সন ১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১২ সাল—

হিসাব—গোপাল চন্দ্র রায়। (৫ ,

মোঃ—নিজগদী।

জমা—		খরচ—
২০ চৈত্র	১০০১,	
রোজ	১৫,	
২২ রোজ	৮০০,	
৩১ রোজ		
দং মুনফা	২৮৩॥৫	
	২০৯৯॥৫	

হিসাব—হরগুরু দাস ও ঠাকুর দাস।

মোঃ—এজরা ষ্ট্রীট।

জমা—		খরচ—	
২০ চৈত্র	২৬৬৪৸৶১৫	২০ চৈত্র	৮৫১,
॥৫৩		২২ রোজ	৯০০,
		৩১ রোজ	৯১৩৸৶১৫
			২৬৬৪৸৶১৫
		॥৫৩	

শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

জয়তী—

সন ১৩১৮।—

ইং সন ১৯১২।—

হিসাব—শ্রীভানীরাম দালাল।

মোঃ—নিজবাজার।

জমা		খরচ	
২০ চৈত্র	৮৸৫	৩১ চৈত্র	২৫৸৶৫
২৩ রোজ	১০৸৶০	//ঃ৫০	
২৪ রোজ	৬।০		
	২৫৸৶৫		
//ঃ৫০			

হিসাব—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দালাল

মোঃ—নিজবাজার।

জমা		খরচ	
২১ চৈত্র	২	৩১ চৈত্র	২৸৶০
২৫ রোজ	৸৶০	//ঃ৫০	
	২৸৶০		
//ঃ৫০			

/৭ শ্রীশ্রীকালীমাতা—

ভরসা।——

সন ১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১২ সাল—

হিসাব—মহম্মদ ইশাখাঁ। (৮)

মোঃ—গোয়াবাগান।

জমা——————————খরচ-

২১ চৈত্র—— ৬২৩৷৷০ ২৭ চৈত্র———— ৫০০৲

২৫ রোজ————৩০০৲ ৩০ রোজ————৪২৩৷৷০

৯২৩৷৷০ ৯২৩৷৷০

//ঃ০ ০ //ঃ০

হিসাব—প্রেমচাঁদ দাস ভগবান দাস— (৯

মোঃ—মুরগীহাটা—

জমা——————————খরচ-

২৩ চৈত্র——২৫০০৲ ২৭ চৈত্র——২০০০৲

২৪ রোজ——১৯০০৲ //ঃ

বাদ খরচ—— ২০০০৲

দেনা——— ২৪০০৲

/৭শ্রীশ্রী৺দুর্গা-

ভরসা ——

সন ১৩১৮ ।——

ইং ১৯১২ ।——

হিঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দে———— (১০)

মোং নিজ দোকান———

জমা————————————————খরচ

৩১ চৈত্র——————১২৸৵০

হিঃ শ্রীগণেশচন্দ্র রায়—

মোং নিজ দোকান-

জমা————————————————খরচ-

৩১ চৈত্র——————১৮।।৶০

হিঃ শ্রীবদনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-

মোং নিজ দোকান———

জমা———————————————— খরচ——

৩১ চৈত্র————৭।৶১৫ ৩১ চৈত্র————১৲

বাদ খরচ————১৲ ।/:

দেনা——————————

৬।৶১৫

।৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

জয়ন্তী——

সন ১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১১ সাল—

হিঃ শিবু সর্দ্দার———— (১১)

মোং নিজ দোকান—

জমা		খরচ	
২২ চৈত্র	১।০	৩০ চৈত্র	১।০
		//ঃ০	

হিঃ মধু টীনওয়ালা————

মোং নিজ বাজার-

জমা		খরচ	
১০শে চৈত্র	২৫৲	২৮ চৈত্র	৬০৲
২৮ রোজ	৫০৲	৩০ চৈত্র	১৫৲
	৭৫৲		
//ঃ০		//ঃ০	

হিঃ রামদুলাল ঘোষ-

মোং দাসপুর——

জমা		খরচ	
২০ চৈত্র	৫০৲	২০ চৈত্র	৭৮৲
।		বাদ ওঃ	৫০৲
		বাকী	২৮৲

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

ভরসা——

সন ১৩১৮ সাল——

ইং ১৯১২ সাল——

হিঃ শ্রীকেশবলাল দাস—— (১৩)

মোং রামপুর——

জমা——		খরচ——	
২১ চৈত্র——	১০০৲	২১ চৈত্র——	১৯৬৵০
		বাদ ওঃ——	১০০৲
//ঃ		পাওনা——	৯৬৵০

হিঃ শ্রীনন্দরাম হালদার—— (১৪)

মোং হবিগঞ্জ——

জমা——		খরচ——	
২৩ চৈত্র——	৪০০৲	২২ চৈত্র——	৭১০৸৵০
৭ রোজ——	১০০৲	বাদ ওঃ——	৫০০৲
//ঃ	৫০০৲	পাওনা	২১৮৸৵০

ভরসা—

সন ১৩১৮ সাল-

ইং ১৯১২ সাল-

হিঃ শ্রীরামদাস নন্দী———— (১৫)

গোং বীরনগর———

জমা——————— খরচ———————

২৩ চৈত্র————১০০\ ২৩ চৈত্র————৪১৩॥০

২৭ রো————৩০০\ //ঃ৫০

৩১ রোজ————২৩॥০

//ঃ৫০ ৪২৩॥০

হিঃ শ্রীজগচ্চন্দ্র পাল———— (১৬)

মোং আনারপুর———

জমা——————— খরচ———————

২৪ চৈত্র————২০০\ ২৪ চৈত্র————২৮৬।৵০

২৭ রোজ————৫০\ বাদ ওঃ————২৫০\

//ঃ ২৫০\ পাওনা ৩৬।৵০

হিঃ গোপীলাল দাঁ——— (১৭)

মোং হাটখোলা———

জমা——————— খরচ———————

২৫ চৈত্র————১৩০০\ ২৫ চৈত্র————১৩০০\

/ঃ৫০ //ঃ৫০

/১ শ্রীশ্রীকালীমাতা-
জয়তী।——
সন ১৩১৮ সাল——
ইং ১৯১২ সাল——

হিঃ শ্রীমদনমোহন দে———— (১৮
মোং ইশবপুর——

জমা————	খরচ————
	২৬ চৈত্র————৪৮৫/০

হিঃ শ্রীপ্যারীলাল আশ———— (১৯
মোং রাধানগর——

জমা————	খরচ————
২৯ রোজ————৮০৲	২৮ চৈত্র————১০০৲
৩১ রোজ————২০৲	,:৫০
১০০৲	

হিঃ শ্রীঠাকুরদাস শ্রীমানী———— (২০
মোং রোলপুর——

জমা————	খরচ————
৩০ চৈত্র————১৫০৲	২৯ চৈত্র————১৮৫৲
//:	বাদ ওঃ————১৫০৲
	পাওনা————৩৫৲

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

ভরসা—

সন ১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১২ সাল—

হিঃ শ্রীগজেন্দ্রলাল কুণ্ডু— (২১)

মোং দেবীনগর—

জমা	খরচ
	৩০ চৈত্র——২১৮৸৵০

হিঃ মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক— (২২)

মোং লালবাজার—

জমা	খরচ
২৭ চৈত্র——১৩০০৲	২৫ চৈত্র——১৩০০৲
//:০	//:৫০

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

ভরসা।——

সন ১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১২ সাল—

হিঃ বাসা খাতে— (২৩)

জমা		খরচ	
৩১ চৈত্র	১০।৶০	২০ চৈত্র	৸৵০
//ঃ৫০		২১ রোজ	১৲
		২২ রোজ	১৲
		২৩ রোজ	১/০
		২৪ রোজ	৸৵০
		২৫ রোজ	১৲
		২৬ রোজ	॥৵০
		২৮ রোজ	১৲
		২৯ রোজ	১৲
		৩০ রোজ	১৲
		৩১ রোজ	১৲
			১০৶০

//ঃ৫

/৭শ্রীশ্রী৺দুর্গা——

ভরসা——

সন ১৩১৮।——

ইং ১৯১২।——

হিঃ বাজে খাতা—— (২৪)

জমা	খরচ
৩১ চৈত্র——৩৸৶০	২০ চৈত্র——৶০
//:৹	২১ রোজ——।০
	২২ রোজ——৶০
	২৩ রোজ——।৵০
	৸৶০
	২৪ রোজ——।৵০
	২৫ রোজ——।৶০
	২৬ রোজ——।৶০
	২৮ রোজ——।০
	২॥০
	৩০ রোজ——৶০
	৩১ রোজ——১।০
	৩৸৶০
	//:৹

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

জয়ন্তী—

সন ১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১২ সাল।—

হিঃ আওলাত খাতে— (২৫)

—— খরচ-

৩১ চৈত্র————২১০/০
//:৫০

২০ চৈত্র————১০৫॥৵০
দফে————————৮৫॥০
২২

২২১৵০
বাদ শুঃ————২১৵০
বাকী————২০০৲

হিঃ ৺পূজা খাতে— (২৬)

জমা———————— খরচ——

৩১ চৈত্র————৫৲
//:৫০

২১ চৈত্র- -১৫৲
//:৫০

হিঃ আনামত খাতে— (২৭)

জমা———— খরচ————

২৬ চৈত্র———৪৫০৲
//:৫০

২৭ চৈত্র———৩৫০৲
//:৫০

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা——

ভরসা——

সন ১৩১৮ সাল——

ইং ১৯১২ সাল——

হিঃ মফঃস্বল তাগাদা খাতে— (২৮)

জমা—— খরচ——

৩১ চৈত্র——৫।৵০ ২৭ চৈত্র——৫।৵০

//ঃ৫০ //ঃ৫০

হিঃ রকম তৈয়ারী খাতে— (২৯)

জমা—— খরচ——

২৮ চৈত্র——৮৭০৸৶০ ২৮ চৈত্র——৭৸৵০

//ঃ৫০ দফে——৮৬৩৵০

৮৭০৸৶০

//ঃ৫০

হিঃ দেড় নম্বর নাং তৈল খরিদ বিক্রয় খাতে— (৩০)

জমা—— খরচ——

২৯ চৈত্র——১০/০——১৮৫৲ ২৮ চৈত্র——৫০/০——৮৭০৸৶০

৩১ রোজ——৪০/০——৬৯৬৸০ ৩১ রোজ————১০৸৵০

৫০/০ ৮৮১৸০ ৫০/০ ৮৮১৸০

//ঃ৫০ //ঃ৫০

৺ শ্রীশ্রী৺কালী মাতা—

ভরসা—

সন১৩১৮ সাল—

ইং ১৯১২ সাল—

হিঃ হাল খাতে— (৩১)

জমা——————— খরচ———————

৩১ চৈত্র————৩২১৯৸০

হিঃ মাহিনা খাতে— (৩২)

জমা——————— খরচ———————

৩১ চৈত্র————১৩॥০ ৩১ চৈত্র—— -১৩॥০

//:৫০ //:৫০

হিঃ মুনফা খাতে— (৩২)

জমা——————— খরচ———————

৩১ চৈত্র————৩৫৩॥৵৫ ৩১ চৈত্র————৩৫৩।৵৫

//:৫০ //:৫০

হিসাব মিটাইবার এবং জের লইয়া যাইবার পদ্ধতি।

উল্লিখিত খতিয়ানের খরিদ বিক্রয় খরচ ইত্যাদির হিসাব সমূহ মিটাইয়া জাব্দা বহিতে মুনফা খাতায় জমা খরচ করতঃ পুনঃরায় ঐ জমা খরচ সকল খতিয়ানের অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে এবং মুনফা খাতায় খরিদ বিক্রয় খরচ ইত্যাদি পাল্টা জমা খরচ করিবার পর অন্য একখানি কাগজে জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া ঐ বিয়োগ ফল মুনফা স্বরূপে অধীকারির নামে জমা করতঃ মুনফা খাতায় পাল্টা খরচ লিখিয়া মুনফা খাতার হিসাব মিটাইয়া লওয়া হইয়াছে।

এইরূপ প্রণালীতে খরিদ বিক্রয় খরচ ও তকরারী হিসাব সমূহ মিটাইয়া লইলে খতিয়ানে কেবলমাত্র আসামীহার দেনা পাওনা সমুহ এবং হাল খাতার হিসাব মিটাইতে বাকি থাকে ; পরবর্ত্তী নূতন জমা খরচের খতিয়ানে ঐ সকল হিসাব পত্তন করিয়া (আরম্ভ করিয়া) ঐ সকল দেনা ও পাওনার জের লইয়া যাইতে হয় ; এইরূপে জের লইয়া যাওয়া হইলে ঐ সকল দেনা পাওনার হিসাবে দাখিলা পড়িয়া তাহাও একরূপ মিটিয়া যায় অর্থাৎ ঐ সকল হিসাবে আর কোন টাকা জমা বা খরচ লিখিতে পারা যায় না। যাহা লিখিবার আবশ্যক হয় তাহা পরবর্ত্তী নূতন জমা খরচে লিখিয়া ঐ পরবর্ত্তী জমা খরচের খতিয়ানে যথারীতি খতিয়ান করা হয় পূর্ব্ববর্ত্তী খতিয়ান হইতে যে হিসাবে জের লইয়া যাওয়া হয় সেই হিসাবের নিম্নে পরবর্ত্তী খতিয়ানের যে পাতায় ঐ হিসাব লিখিত হয় সেই পাতায় পত্রাঙ্ক, নিম্নলিখিতরূপে লিখিতে হয়, ইহাকে দাখিলা দেওয়া বলে।

সন ১৩১৮ সালের খতিয়ানের কোন হিসাবের দেনা পাওনার জের সন ১৩১৯ সালের ঐ হিসাবে আনিতে হইলে সন ১৩১৮ সালের হিসাবের নিম্নে একটু বক্র ভাবে,—দাঃ সন ১৩১৯ সালের খাতায়............পাতায় জের,—এইরূপে দাখিলা দেওয়ার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তী খতিয়ানে জের লিখিবার সময় পূর্ব্ববর্ত্তী খতিয়ানের যে পাতা হইতে জের আইসে সেই পাতার পত্রাঙ্ক লিখিয়া তাহার ডানদিকে দেনা পাওনার সংখ্যা লিখিতে হয় ইহাকে দাখিল করা বলে যথা·············· ১৩১৯ সালে যে হিসাবে সন ১৩১৮ সালের খতিয়ান হইতে জের আনা হইল তাহা দেনা হইলে জমার দিকে সন ১৩১৮ সালের খাতার········ পাতার জের ;——এইরূপ দাখিল করা হয়। এবং খরচের দিকে পাওনার দাখিল: লিখিত হয়

হিসাবের ভুল নিভুল স্থিরীকরণ বা রেওয়ার মিল।

উল্লিখিত খতিয়ানের জমা খরচ সমূহ পরস্পর মিল আছে কি না অর্থাৎ যে সংখ্যা জমার দিকে উঠিয়াছে, খরচের দিকেও ঠিক সেই সংখ্যা উঠিয়াছে কি না। বুঝিবার জন্য রেওয়া মিল করিয়া দেখিতে হয় যে দৈনিক জমা খরচের খতিয়ান করা হয় তাহার, নগদ টাকার সংখ্যা ব্যতিরেকে অন্যান্য জমা খরচের সংখ্যা সমূহ তক্রার করিয়া পরস্পর মিল করা হয় এইরূপ ক্ষেত্রে, ঐ সকল তক্রারী জমা খরচের সংখ্যা পরস্পর মিল থাকে।

খতিয়ানে নগদ টাকার সংখ্যা সমূহ জমার দিকে থাকে কেননা নগদ টাকা অর্থাৎ তহবিল দেনা হইতে উৎপন্ন হয় কারণ প্রথমতঃ যে মূলধন জমা করা হয় তাহা অধীকারির নামে কারবারের দেনা থাকে এই দেনা হইতেই মজুত তহবিল টানা হয় অর্থাৎ জমা খরচের, আদান প্রদান বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা জমার দিকে ধরিয়া রাখা হয়। খতিয়ান মিটাইতে হইলে অর্থাৎ খতিয়ানের জমার সংখ্যা ও খরচের সংখ্যা তুল্য করিতে হইলে যে দিবস জমা খরচ মিটান হয় সেই দিবসের নগদ টাকার সংখ্যা অর্থাৎ মজুত তহবিল, কোন একটি নামে খরচ লিখিয়া পাওনা সাব্যস্ত করিলেই চলে। এই জন্যই হিসাব মিটাইবার দিবস মজুত মালের

সহিত মজুত তহবিল ও খরচ লিখিয়া হাল খাতায় পাওনা সাব্যস্ত করতঃ পরবর্ত্তীহিসাবে পাওনার স্বরূপ জের লইয়া যাওয়া হয় পরন্তু এইরূপে নগদ টাকা অর্থাৎ মজুত তহবিল জমা খরচ করতঃ পাওনা সাব্যস্ত করিলে খতিয়ানে যে নগদ টাকার সংখ্যামাত্র গরমিল থাকে তাহার সমানুপাত করা হয় অর্থাৎ জমা খরচ উভয়দিকের সংখ্যাই পরস্পর মিলিয়া যায়।

খতিয়ানের এই যে মিল তাহাকে রেওয়ার মিল বলে এবং এইরূপ মিল আছে কিনা অর্থাৎ হিসাবে কোথাও ভুল হইয়াছে কিনা ;——কেননা ভুল হইলে তাহা গরমিল হইবেই,—দেখিবার জন্য এবং খরিদ বিক্রয় দেনা পাওনা ইত্যাদি এক স্থানে ধরিয়া লাভ লোসকান স্থির করিবার জন্য ঐ সকল হিসাবের সমষ্টি যে একটা স্বতন্ত্র কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয় তাহাকে রেওয়ার ফর্দ্দ বলে।

এস্থলে পূর্ব্ব লিখিত খতিয়ান হইতে রেওয়ার ফর্দ্দ তুলিয়া প্রদর্শিত হইতেছে যথা—

রেওয়া মিল করিবার নিয়ম এবং রুজু মোকাবিলা।

রেওয়ার ফর্দ্দ তোলা হইলে পর ঐ ফর্দ্দের যোগফল সমূহের কৈফিয়ৎ কাটিয়া মিল আছে কিনা দেখিতে হয়।

রেওয়ার কৈফিয়ৎ কাটিবার অর্থাৎ ফর্দ্দের জমা ও খরচের যোগফল সমূহ একুন করিয়া দেখিবার নিয়ম যথা—

মোট বিক্রী অর্থাৎ জমা—৯৪২৩।৫ মোট খরিদ অর্থাৎ খরচ—৯০৭০।৵০
ও ও
মোট দেনা অর্থাৎ জমা—৪২৫৩৸৶১৫ মোট পাওনা—৪৫৩৭।৶০

১৩৬৭৭৶০ ১৩৬০৭৸০
এবং হরবাব খরচ—৬৯।৵০

১৩৬৭৭৶০

এই উভয় যোগ ফলই পরস্পর মিলিয়া গেল। অর্থাৎ রেওয়া মিল হইল যে হেতু লিখিত জমা খরচ সমূহের মধ্যে (জাঁকা ও খতিয়ানে কোথাও ভুল নাই।

মুনফা ঠিক স্থির করা হইয়াছে কিনা তাহাও নিম্ন লিখিত রূপে কৈফিয়ৎ কাটিয়া দেখিতে হয়।

মোট বিক্রয়— ৯৪২৩।৫ মোট খরিদ— ৯০৭০।৵০
বাদ খরিদ দাম খরচ— ৯১৩৯৸০ ও মোট খরচ— ৬৯।৵০

মুনফা—২৮৩।৫ ৯১৩৯৸০

মোট দেনা— ৪২৫৩৸৶১৫ মোট পাওনা— ৪৫৩৭।৶০
বাদ মোট দেনা— ৪২৫৩৸৶১৫

মুনফা—২৮৩।৫

ইহাও মিলিয়া গেল অর্থাৎ মুনফা নির্দ্দেশ করিতে ভুল হয় নাই।

যতক্ষণ রেওয়া মিল না হয় ততক্ষণ হিসাব মিটান অনুচিত পুনঃ পুনঃ রুজু মোকাবিলা করিয়া এবং জমা খরচ পরতল করিয়া ভুল বাহির করতঃ রেওয়া মিলাইয়া জমা খরচ করিতে হয়।

প্রথমতঃ খসড়ার সহিত পাকা জাব্দা বহির রুজু মোকাবিলা করিতে হয় পরে খতিয়ানের সহিত পাকা জাব্দা বহির রুজু মোকাবিলা করিতে হয় এবং সর্ব্বশেষে ফর্দ্দের সহিত খতিয়ানের রুজু মোকাবিলা করিতে হয়।

ঐরূপ রুজু দেওয়াও খতিয়ানের ঠিক যাচাই করাকে এবং জাব্দা বহির কৈফিয়াৎ যাচাই করাকে জমা খরচ পরতল করা বলে।

জাব্দা বহি হইতে দৈনিক লাভ লোকসান দেখিবার প্রণালী।

জাব্দা জমা খরচ হইতে দৈনিক লাভ লোকসান দেখিবার আবশ্যক লে "রোজনিকাশী খতিয়ান" নামক একখানি স্বতন্ত্র খাতা রাখিতে হয় খাতার দৃষ্টে দৈনিক মুনফা জমা খরচ করিলেও করিতে পারা যায়। প দৈনিক মুনফা জমা খরচ করিতে হইলে প্রত্যেক দিনের জমা খরচ মিটাইয়া মুনফা খাতায় হিসাব তক্‌রার করিয়া রাখিলেই চলে। অর্থাৎ যে দিন যাহা মুনফা হয় তাহা মুনফা খাতায় জমা করিয়া খরিদ বিক্রয় হিসাবে খরচ লিখিয়া রাখিতে হয়।

পূর্ব্ব উল্লিখিত জাব্দা জমা খরচের ২০শে ও ২১শে চৈত্র তারিখের রোজ নিকাশী খতিয়ান লিখিয়া উহার কার্য্যপ্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে।

জাবদা বহিতে লিখিত দৈনিক জমা খরচ সমূহ বাছিয়া রোজ নিকাশী খাতায় উল্লিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করতঃ দৈনিক লাভ, লোকসান, দেনা-পাওনা খরিদ বিক্রয় ইত্যাদি স্থির করা যাইতে পারে। ঐ সকল জমা খরচের মধ্যে দেনা, পাওনা, খরচ, খরিদ, বিক্রয় জাবদা বহিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র মজুত মালের হিসাব হয়, খতিয়ান হইতে দেখিতে হয় আর না হয় একখানি স্বতন্ত্র খাতা রাখিতে হয়।

গুদাম বহি কাহাকে বলে ও তাহার লিখন প্রণালী।

"গুদাম বহি"—যাঁহারা দুই চারি রকম মালের খরিদ বিক্রয় করেন তাহারা খতিয়ানের দ্বারা (খতিয়ানে কোচিন তৈল খরিদ বিক্রয় খাতা দেখুন) মালের সংখ্যা অথবা পরিমাণের হিসাব রাখিতে পারেন এবং ইচ্ছামত খতিয়ানে খরিদের পরিমাণ হইতে বিক্রয়ের পরিমাণ বাদ দিয়া মজুত মালের পরিমাণ অবগত হইতে পারেন কিন্তু যাঁহারা বহুপ্রকার মালের এককালে খরিদ-বিক্রয় করেন তাহাদের মালের পরিমাণ অথবা সংখ্যার হিসাব স্বতন্ত্র বহিতে রাখিতে হয়। এই বহিকে "গুদাম বহি" বলে। ইহা খতিয়ানের ন্যায় বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র অনুযায়ী লিখিতে হয়। কেননা বহুপ্রকার মালের মধ্যে কোনও একটী মালের হিসাব দেখিতে হইলে সূচীপত্র ব্যতিরেকে অসুবিধা হয়। ইহাতে প্রত্যেক মালের হিসাব খতিয়ানের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থানে লেখা উচিত।

যদ্যপি একই গুদাম হইতে একই কারবারের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় মাল সরবরাহ করা হয়, তবে "গুদাম বহিতে" সেই কয়টী "রপ্তানীর জেলা" পত্তন করিতে হয়। (এ স্থলে "গুদাম বহি" লিখন প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে।)

একজন কাচের দ্রব্য ব্যবসায়ীর "গুদাম বহির" একটী দ্রব্যের হিসাব রক্ষণ প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। উক্ত ব্যবসায়ীর পাশাপাশী দুইখানি [illegible]নের মাল এক গুদাম হইতে সরবরাহ করা হয়। যথা—

ওজন বহি কি ও তাহা লিখন প্রণালী।

গুদামের প্যাকীং (মোড়াই) বিভাগ পৃথক রাখিতে হয়। এবং প্যাকীং এর হিসাব রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র খাতা রাখিতে হয়। গুদাম বহির কার্য্য পদ্ধতির সুবিধার জন্য ওজন বহি নামক আর একখানি খাতা রাখা আবশ্যক যে সকল দ্রব্য ওজন করিয়া ক্রয় বিক্রয় করা হয় তাহার ওজন প্রথমতঃ এই খাতায় বিশদরূপে লিখিয়া পরে সংক্ষেপে গুদাম বহিতে লিখিতে হয়। যে সকল কারবারের গুদাম বহি রাখিবার আবশ্যক হয় না, সেই সকল কারবারের খসড়া বহির দ্বারা ওজন বহির কার্য্য সম্পাদন করা হয়। ওজন দুই প্রকার। "ভমকা" ও "নিট"।

দ্রব্যের আধার সমেৎ একাধিক দ্রব্য একেবারে ওজন করাকে ভমকা ওজন বলে। যথা—২০ বস্তা চাউল ওজন করিবার সময় প্রত্যেক বারে ৫ বস্তা করিয়া ৪ চারি বারে ২০ বস্তা ওজন করা হইল এবং বস্তা সমেৎ ওজন করা হইল—এইরূপ ওজনকে ভমকা ওজন বলে।

"নিট"—আধারের পরিমাণ বাদ দিয়া প্রতিবার এক একটী করিয়া যাহা ওজন করা হয়, তাহাকে নিট ওজন বলে।—যেমন ২০ বস্তা চাউল ২০ বারে এক এক বস্তা করিয়া ওজন করা হইল। এবং একখানি বস্তার যাহা ওজন তাহা মোট ওজন হইতে বাদ দিয়া লেখা হইল, এইরূপ ওজনকে নিট ওজন বলে। ভমকা ওজনেরও মোটের উপর নিট করিয়া লইতে হয়—জাবদায় নিট পরিমাণ লিখিতে হয়।

"কড়তা"—আধার সমেত কোনও দ্রব্য ওজন করিয়া ঐ ওজন ফল হইতে আধারের ওজন বাদ দিয়া নিট করিতে হয়। দ্রব্যের আধারের ওজনকে কড়তা বলে। যেমন ১ বস্তা চাউলের ওজন হইল, ২/৫ সের এবং বস্তাখানির ওজন /১।০ পোয়া, বস্তায় অন্তর্গত চাউলের ওজন হইবে

২/৫ – /১৷০ = ২/৩৸০ এই ২/৫ সের কড়তা সমেৎ ওজন ইহার মধ্যে কড়তা /১৷০ ; কড়তা বাদে নিট ওজন হইল ২/৩৸০।

পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে গুদাম বহির হিসাব রাখিলে জাবদা বহিতে প্রত্যেক দ্রব্যের খরিদ বিক্রয় হিসাব রাখিবার আবশ্যক হয় না, হরেক রকম মাল বিক্রয় খাতা ও হরেক রকম মাল খরিদ খাতা এইরূপ এক হিসাবেই সকল রকম মালের খরিদ বিক্রয় লিখিতে হয়।

জায় বহি কি ও তাহা লিখন প্রণালী।

"জায় বহি"—খরিদ্দারেরা যে সকল বরাত করেন তাহা প্রথমতঃ একখানি খাতায় ক্রমান্বয়ে তারিখ সমেত সময় মত লিপিবদ্ধ করিতে হয় এবং পরে রপ্তানী দিতে হয়। যে খাতায় এইরূপ খরিদ্দারের বরাত লেখা হয় তাহাকে "জায় বহি" বলে।

জায় বহি লিখন প্রণালী।

শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

জয়তী।

সন ১৩১৮ সাল।

ইং ১৯১২ সাল।

তারিখ—১লা বৈশাখ।

রবিবার—ইং ১৪ই এপ্রেল।

বরাত—	মন্তব্য—	রপ্তানী—
১নং জায়—	১ জ্যেষ্ঠ ডিউ—	পাবনা মোকামে—
রামযাদু গোস্বামী—	//দাং ডিউ বহি	নিজরোক—
মোঃ পাবনা—		চালান—
বেতি ২৯শে চৈত্র তারিখের—		
লিখিত চিঠি অনুযায়ী—		
বড় ঝুন ঝুনা—		
১ গ্রোস—		
মোটর তাস—		
১ গ্রোস—		
গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—	১ জ্যৈষ্ঠ ডিউ—	বেলেঘাটা মোকামে
মোঃ বেলেঘাটা—	//দাং ডিউ বহি	নিজরোক—
গুঃ রামযাদু দালাল—		চালান—
রিমেন্স ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার—		
১ ডজন— দর—১৫৲ হিসাবে		

(দালালের সহি)

শ্রী————

সওদা বহি কি ও তাহা লিখন প্রণালী।

"সওদা বহি"—মহাজনের নিকট মাল খরিদ করিয়া ঐ মাল আমদানী না হওয়া পর্য্যন্ত খরিদের বিবরণ একটী খাতায় লিখিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে সওদা বহি বলে। ইহা ঠিক জায় বহির বিপরীত। সওদা বহি লিখন প্রণালী যথা—

বেনিতী মশলা ও বিলাতী তৈল খরিদ বিক্রয় করেন এইরূপ একব্যক্তির সওদা বহি

তারিখ—১লা বৈশাখ।

রবিবার—ইং ১৪ই এপ্রিল।

আমদানী—	মন্তব্য—	বরাত—
১৫ই বৈশাখ—	ডিউ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ—	১নং জায়—
১নং জায় আমদানী—	//দাঃ ডিউ বহি	মহম্মদ ইউসুফ কোং
		মোঃ আমড়াতলা—
		গুঃ গজরাজ দালাল—
		ইষ্টীমার মঙ্গলা—
		আউতী সওদা—
		জিরে ২০০ বস্তা—
		দর—১৮৲ হিসাবে
		(দালালের সহি)
		শ্রী————

আমদানী—	মন্তব্য—	বরাত—
৩০শে জ্যৈষ্ঠ—	২৮শে জ্যৈষ্ঠ—	
২নং জায়—	ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের মারফৎ হুণ্ডীভুক্তান করা হইল—	২নং জায়—

স্যাণ্ডার্শন এণ্ড সন্স—
মোং লণ্ডন—
গুঃ এণ্ডার্শন এণ্ড কোং
মোঃ ৬নং এজরাষ্ট্রীট
কলিকাতা—
ষ্টীমার মোমবাসা—
আউতী সওদা—
হোয়াইট অয়েল—
৫০০ পিপা—
দর ১১৲ হিসাবে—

(দালালের সহি)
শ্রী ——————

এণ্ডার্শন এণ্ড কোম্পানীর দালাল এস্থলে এণ্ডার্শন এণ্ড কোম্পানীর নাম ও নিচে ব কলম দিয়া সহি করিবেন।

আমদানী——	মন্তব্য——	বরাত——
২রা বৈশাখ—	ডিউ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ—	
৩নং জায়—	//দাঃ ডিউ বহি	৩নং জায়—
		জগচ্চন্দ্র পান—
		মোঃ নিজ বাজার—
		গুঃ গজরাজ দালাল—
		তৈয়ারী সওদা—
		আগামী কল্য আমদানী—
		মরিচ ১০০ বস্তা—
		দর ১৬৲ হিসাবে—
		————————
		(দালালের সহি)
		শ্রী————

ডিউ বহি কি ও তাহা লিখন প্রণালী।

ডিউ ডেট—অর্থাৎ পাওনার দিন, যে দিবস টাকা পাওয়া যায়,—টাকা আদান প্রদান করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়। ইহাকে মুদ্দৎ বা কড়ার বলে। নারিকেল তৈলের দেড় মাস—ডিউয়ের সময়—বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ধারে নারিকেল তৈল খরিদ বিক্রয় করিলে ঐ খরিদ বিক্রয় দিবসের ঠিক দেড় মাস পরে ঐ মালের টাকা দিতে হইবে অথবা পাওয়া যাইবে।

যে মালের যতদিন পরে ডিউ ধার্য্য হয়, ডিউ বহিতে ততদিন পূর্ব্বে তারিখ পত্তন করিয়া লিখিতে হয়। যেমন ১৫ই চৈত্র নারিকেল তৈল ক্রয় করা গেল, ১লা জ্যৈষ্ঠ ইহার ডিউ হইবে। ঐ ১৫ই চৈত্র তারিখেই ডিউ বহির ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখ পত্তন করিয়া ডিউ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

চালান কি ও তাহা লিখন প্রণালী।

চালান—

প্রেরক কর্ত্তৃক, গ্রাহককে যে প্রেরিত মালের লিখিত বিবরণী দেওয়া হয় তাহাকে চালান বলে।

চালান লিখন প্রণালী।

শ্রীশ্রী৺কালীমাতা—

জয়তি।

সন ১৩১৮।—

ইং ১৯১২।—

(প্রেরকের সহি)

চালান নং ১

তারিখ— ২০শে চৈত্র—

খরিদ্দার—

শ্রীরামদুলাল ঘোষ—

মোঃ দাসপুর—

খরচ——৭৴

শুঃ খোদ—

কোং নাঃ তৈল—

৪৴০ মণ—

দঃ ১৯॥০ হিঃ—৭৮

৺ বৃত্তি অথবা অন্যান্য যে কোন কারণে যাহা কিছু খরচ পড়ে চালানে সেই সমুদয় সম্পূর্ণরূপে লিখিয়া দিতে হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত জাবদা জমা খরচের মধ্যে ২০শে চৈত্র তারিখে রামদুলাল ঘোষ নামক যে খরিদ্দার মাল লইয়াছে ঐ মাল প্রেরণ করিয়া

জমা খরচ করতঃ সেই জমা খরচের প্রতিলিপি ঐ ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইল এই চালান দেখিয়া ঐ ব্যক্তি আপনার খাতায় জমা খরচ করিবেক। ইহাই এইরূপ প্রতিলিপি (চালান) দিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

যদ্যপি মাল রেল কিম্বা ষ্টীমারের সাহায্যে প্রেরিত হয়, তবে রেল কিম্বা ষ্টীমারের রসিদের সহিত এই চালান (প্রেরিত মালের জমা খরচের প্রতি-লিপি) খরিদ্দারের নিকট প্রেরণ করিতে হয়। কারণ এই চালানের দ্বারা গ্রাহক দর দাম মালের বিবরণ ইত্যাদি অবগত হইয়া তদনুসারে জমা খরচ করেন। চালান খামের মধ্যে দিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

ভিঃ পিঃ পার্শেলের হিসাব রাখিবার উপায়।

যে সকল কারবারে প্রত্যহ বহুসংখ্যক ভ্যালুপেবল পার্শেল প্রেরণ করিতে হয়। সেই সকল কারবারে ভ্যালুপেবল পার্শেলের হিসাব রাখি-বার জন্য স্বতন্ত্র বহি রাখা আবশ্যক। এই বহিতে প্রত্যেক পার্শেলের ক্রমিক নম্বর দিয়া বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হয়। এবং প্রতিদিনের সমস্ত পার্শেলের মূল্য একুন করতঃ উহা জাবদা বহিতে—ভ্যালুপেবল পার্শেল খাতা—হিসাবে খরচ লিখিতে হয়। যে দিন ভ্যালুপেবলের দরুণ যত টাকা পাওয়া যায় তাহার রসিদ দৃষ্টে ভ্যালুপেবলের হিসাব বহিতে,—লাল কালিতে আদায় লিখিয়া জাবদা বহিতে ভ্যালুপেবল পার্শেলের হিসাবে জমা করিয়া লইতে হয়। * যাহা অনাদায়ী থাকে খতিয়ানে তাহা পাওনার স্বরূপ ধরিতে হয়। লাল কালিতে আদায় লিখিলে কোন কোন পার্শেলের টাকা পাওয়া গেল এবং কোন কোন পার্শেলের টাকা বাকি রহিল তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। যে সকল পার্শেল ফেরৎ আইসে তাহাও মন্তব্যের ঘরে ফেরৎ লিখিয়া জাবদা বহিতে জমা করিয়া লইতে হয়। জাবদা বহিতে,—ভ্যালুপেবল পার্শেল

খাতায়—যাহা খরচ লেখা হয়, হরেক রকম মাল বিক্রয় হিসাবে তাহা তফরার করিয়া লইতে হয়।

যে তারিখে মোট যত টাকার পার্শেল প্রেরিত হয়, তাহার যোগফলের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দিবসের অনাদায়ী টাকার সংখ্যা যোগ করিতে হয় এবং ঐ যোগফল হইতে প্রত্যেক দিনের আদায়ের সংখ্যা বাদ দিয়া অনাদায়ী টাকার সংখ্যা স্থির করিতে হয়।

বিস্তৃত কারবারের হিসাব রাখিবার উপায়।

যে সকল কারবারে বহুসংখ্যক ব্যক্তির সহিত দেনা পাওনা করিতে হয়, সেই সকল কারবারের কার্য্য প্রণালী বিভাগ করিয়া হিসাব রাখা আবশ্যক। কেননা একখানি মাত্র জাবদা বহি ও খতিয়ানের দ্বারা দৈনিক ৩।৪ শত জমা খরচ করিয়া দুই হাজার নামের দেনা, পাওনা, হিসাব রাখা অসম্ভব। যদিও কোন প্রকারে দেনা পাওনার হিসাব রাখা যায় তাহাতে নানারূপ ভুল ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে। বরং একখানি জাবদায় অনেক নামের জমা খরচ করা চলে, কিন্তু একখানি খতিয়ানে বহু সংখ্যক নামের হিসাব রাখা অসম্ভব।

কার্য্য প্রণালীর বিভাগ।—নিম্নলিখিতরূপে বিস্তৃত কারবারের কার্য্য প্রণালী বিভাগ করিয়া লইতে হয়। যথা—

১ম সংবাদ আদান প্রদান বিভাগ। এই বিভাগে জায় বহি ও চিঠি পত্রের নকল বহি এবং চিঠি পত্র লিখিতে হয়।

২য় গুদাম বিভাগ। এই বিভাগে আমদানী রপ্তানী মালের এবং খরিদ বিক্রয়ের হিসাব লিখিতে হয়।

৩য় পার্শ্বেল বিভাগ। এই বিভাগে পার্শ্বেল সংক্রান্ত হিসাব লিখিতে হয়।

৪র্থ রোকড় বিভাগ। এই বিভাগে নগদ টাকার হিসাব লিখিতে হয়।

৫ম হিসাব নিকাশ বিভাগ। এই বিভাগে খতিয়ান লিখিতে হয়।

জাবদা বহিকে নিম্ন লিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করিতে হয়।

১ম রোকড় বহি। ইহাতে কেবলমাত্র নগদ টাকার জমা খরচ সমূহ লিখিত হয়। ইহা রোকড় বিভাগে রাখিতে হয়। জোড় তারিখ ও বিজোড় তারিখ অনুসারে দুই প্রস্থ খাতা রাখা আবশ্যক জোড় তারিখের জমা খরচের হিসাব, নিকাশ, খতিয়ান বিজোড় তারিখে লিখিতে হয়, এবং বিজোড় তারিখের হিসাব জোড় তারিখে লিখিতে হয়।

২য় আমদানী রপ্তানী চালান বহি। এই বহি গুদামে রাখিতে হয়। এবং খরিদ বিক্রয় তক্‌রার করিয়া জোড় বিজোড় অনুসারে, হিসাব নিকাশ খতিয়ান, পর্য্যায়ক্রমে লিখিতে হয়।

৩য় রোজ নিকাশী খতিয়ান। এই বহি হিসাব নিকাশ বিভাগে রাখিতে হয়। ইহাতে হিসাব তক্‌রার প্রণালীর জমা খরচ সমস্ত লিখিয়া দৈনিক দেনা পাওনা লাভ লোকসান ইত্যাদি স্থির করিতে হয়। ইহা দুই প্রস্থ রাখিবার আবশ্যক হয় না ও এই খাতা "খতিয়ান বিভাগ" হইতে অন্য কোন কার্য্যের জন্য কখনও স্থানান্তর করিবার আবশ্যক হয় না।

খতিয়ান লিখন প্রণালী বিভাগ।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র একখানি স্বতন্ত্র খাতায় লিখিয়া আবশ্যকমত ঐ সমুদয় বর্ণের বিভাগ করতঃ পৃথক পৃথক খতিয়ানে পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হয়। অর্থাৎ ৬খানি খতিয়ান রাখিয়া প্রথম খতিয়ানে ক বর্গ (অর্থাৎ ক অবধি ঙ পর্যান্ত আদ্য অক্ষর বিশিষ্ট নাম সমূহ দ্বিতীয় খতিয়ানে চ বর্গ) ইত্যাদি রূপে নাম সমূহ ভাগ করিয়া লইতে হয়। এবং ঐ সকল বিভক্ত খতিয়ানের ক অংশ খতিয়ান খ অংশ খতিয়ান ইত্যাদি নাম দিতে হয়। জোড় বিজোড় খাতা রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, একই খাতায় গুদামের এবং হিসাব নিকাশের কাজ করিতে অসুবিধা হয়। এই জন্য ১—৩—৫ ইত্যাদি বিজোড় তারিখের জন্য বিজোড় খাতা এবং ২—৪—৬ ইত্যাদি জোড় তারিখের জন্য জোড় খাতা রাখা আবশ্যক। বিজোড় তারিখের খাতায় যখন হিসাব নিকাশের কাজ হইবেক জোড় তারিখের খাতায় তখন গুদাম অথবা তহবিলের (রোকড় বিভাগের) কাজ চলিতে পারে। জোড় তারিখের জমা খরচ সমূহ জোড় তারিখের খাতায় এবং বিজোড় তারিখের জমা খরচ সমূহ বিজোড় তারিখের খাতায় লিখিতে হয়। বিজোড় তারিখের খাতায় হিসাব নিকাশ খতিয়ান জোড় তারিখে লিখিতে হয়। এবং জোড় তারিখের খাতার জমা খরচ সমূহের হিসাব নিকাশ খতিয়ান বিজোড় তারিখে লিখিতে হয়।

অর্থাৎ মাসের ১লা তারিখে যে সকল জমা খরচ করিতে হইবে ঐ সকল জমা খরচ আমদানী রপ্তানী চালান বহিতে লিখিতে আরম্ভ করা হইল, এরূপ ক্ষেত্রে যদি ঐ খাতা দুই প্রস্থ না থাকে তাহা হইলে ১লা তারিখের খতিয়ান করিবার সুবিধা হয় না কারণ একই খাতায় একেবারে দুই কাজ চলিতে পারে না সেই জন্য দুই প্রস্থ রাখা আবশ্যক। ১লা তারিখে বিজোড় খাতায় জমা খরচের কাজ চলিতে লাগিল ও জোড় খাতায়

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০শে তারিখের খতিয়ান হিসাব নিকাশ ইত্যাদির কার্য্য চলিতে লাগিল। অতএব দুই প্রস্থ খাতা রাখিলে এক দিন অগ্র পশ্চাৎ করিয়া প্রতি তারিখেই একবারে দুই কাজই ("হিসাব নিকাশ খতিয়ান" ও জমা খরচ লিখন) চলিতে পারে।

এইরূপ কারবারের দৈনিক মজুত মাল স্থির করিবার জন্য "মজুত মাল তেরিজ বহি" নামক আর একখানি খাতা রাখিতে হয়। যে দিবস যে মাল যে পরিমাণ মজুত থাকে গুদাম বহির মজুত মালের ঘর হইতে তাহা এই খাতায় পর পর তুলিয়া দর দাম ঠিক করিয়া লইতে হয়, ইহা মজুত মালের দৈনিক ফর্দ্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে যেহেতু ইহার লিখন প্রণালীও তদ্রূপ (ফর্দ্দের ন্যায়) অর্থাৎ একটা দ্রব্যের নাম লিখিয়া তাহার ডান দিকে ঐ মজুত মালের পরিমাণ এবং ঐ পরিমাণের ডান দিকে ঐ মালের দর এবং দরের ডান দিকে দাম ফেলিতে হয় ও তাহার নিম্নে আর ১টা দ্রব্যের নাম লিখিয়া উল্লিখিত রূপে পরিমাণ দর, দাম ইত্যাদি ফেলিতে হয়। এইরূপ পরপর লিখিতে হয় এবং একটা পাতায় অকুলান হইলে পরবর্ত্তী পাতায় জের লইয়া যাইতে হয়; ইহাই মজুত মালের ফর্দ্দ লিখিবার প্রণালী।

ঐরূপ কারবারে যদ্যপি প্রত্যহ বহু টাকার মাল নগদ বিক্রয় হয় তাহা হইলে নগদ বিক্রয়ের জন্য গুদামের ১টী উপবিভাগ রাখিতে হয়। এই উপবিভাগের হিসাব রাখিবার জন্য "নগদ বিক্রয় চালান" বা রসীদ বহি এবং এক খানি স্বতন্ত্র গুদাম বহি রাখা আবশ্যক।

মূল গুদাম হইতে যখন যে দ্রব্য এই বিভাগে দেওয়া হয় (পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধ ব্যবসায়ীর গুদাম বহির লিখন প্রণালী দেখুন) তখন এই বিভাগের গুদাম বহিতে রপ্তানী লিখিয়া দিতে হয়। নগদ বিক্রয় বিভাগের গুদাম হইতে খরিদ বিক্রয় বাদে দৈনিক যাহা মজুত থাকে, তাহা মূল গুদাম বহিতে আমদানী লিখিয়া লইতে হয় কেননা এক মাল দুই স্থলে মজুত ধরিতে পারা যায় না।

রসীদ বহি ;—যখন যাহা নগদ বিক্রয় হয় তখনই তাহার মূল্য লইয়া এই রসীদ বহিতে কার্বনপেপার দিয়া একবারে দুই খানি রসীদ লিখিয়া একখানি খরিদ্দারকে দিতে হয় এবং একখানি নকল থাকে এই নকল সমূহ দেখিয়া গুদাম বহিতে রপ্তানী লিখিয়া লইতে হয় ;—রুজু মোকাবিলার সুবিধার জন্য রসীদে ক্রমিক নম্বর দিতে হয় এবং কি পরিমাণ কত দাম এই সকল স্পষ্ট করিয়া ইহাতে লিখিতে হয়, এই প্রণালীতে রসীদ লিখিত হইলে এই রসীদের নকল দেখিয়া গুদাম বহি লিখিতে কিম্বা মোট বিক্রয়ের হিসাব ঠিক করিতে অসুবিধা হয় না।

যে দিবস যত টাকা নগদ বিক্রয় হয় রোকড় বিভাগের রোকড় বহিতে "হরেক রকম মাল বিক্রয় খাতায় জমা দং নগদ" বলিয়া তাহা জমা করিয়া লইতে হয়। রোকড় বহিতে এইরূপ জমা করিলে মূল তহবিলও ঠিক থাকে এবং "খতিয়ানে", ও রোজনিকাশী খতিয়ানে" বিক্রয়ের হিসাবেও ভুল হয় না; কারণ এইরূপ কারবারের খতিয়ান ও রোজনিকাশী খতিয়ান জাব্দা বহির এই সকল বিভক্ত অংশ হইতে (আমদানী রপ্তানী চালান বহি ও রোকড় বহি) তুলিয়া লিখিতে হয়।

অংশ খরিদ বিক্রয়ের হিসাব রাখিবার উপায়।

যৌথ কারবারের অংশীদিগের জন্য "অংশ খরিদ বিক্রয় হিসাব বহি" নামক এক খানি খাতাতে অংশ বিক্রয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া অর্থাৎ অংশ ক্রেতার নাম, ধাম, অংশের পরিমাণ ইত্যাদি লিখিয়া ; জাব্দা বহিতে "অংশ বিক্রয় খাতে" প্রত্যেক ক্রেতার "মারফৎ" দিয়া জমা খরচ করিতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক অংশের হিসাব অন্য খাতায় স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া মূল খাতায় একস্থানে সকল অংশের হিসাব রাখিতে হয়।

কোষ ব্যবসায়ের হিসাব রাখিবার রোকড় বহি।

সোনা রূপা জহরতের ব্যবসা, ব্যাকিং (কোষ ব্যবসা) বিমা ইত্যাদি যে সকল কারবারে নগদ টাকা মাত্র খাটাইয়া ব্যবসা করা হয় সেই সকল কারবারের হিসাব রাখিবার জন্য অন্য এক প্রকার রোকড় বহি রাখিতে হয় ইহা জাব্দা বহিরই অনুরূপ কেবলমাত্র খরিদ বিক্রয় তক্রার প্রণালী" বাদ দিয়া "হিসাব তক্রার প্রণালীতেই" সর্ব্বপ্রকার হিসাব ঠিক করিতে হয় এবং ফিরিস্তী কাগজ বাবদে "জাব্দা জমা খরচ" না লিখিয়া "রোকড" রোপেয়া লিখিতে হয়।

জাব্দা বহিতে যেমন মারফৎ "মাঃ" বা বরাবর "বঃ" লিখিয়া খরিদ বিক্রয় তক্রার করিতে হয়, সেইরূপ এই রোকড় বহিতে "জমা খরচী" লিখিয়া হিসাব তক্রার করিতে হয়।

হাতচিটা।

প্রেরক গ্রাহককে যেমন প্রেরিত মালের বিবরণী দেন সেইরূপ কখনও কখনও গ্রাহকের নিকট প্রাপ্তি স্বীকার পত্র লিখাইয়া লয়েন, প্রাপ্তি স্বীকারপত্র লিখাইয়া লইবার জন্য একখানি খাতা রাখিতে হয় এই খাতায় গ্রাহক বা খরিদ্দার আপনার হিসাব স্বতন্ত্র ভাবে লিখিয়া ঐ হিসাবে যখন যে মাল লয়েন তখন তাহার ওজন দর দাম ইত্যাদি খুলিয়া পর পর জমা লিখিয়া দেন এবং যখন যত টাকা দেন তখন পরপর খরচ লিখিয়া দেন, এইরূপ খাতাকে হাত চিটা বলে, ইহাতে /০ এক আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিয়া গ্রাহককে সহি করিতে হয়, ইহা এক প্রকার রসীদ বহি।

হাতচিটা লিখন প্রণালী।

/৭ শ্রীশ্রী৺কালীমাতা

সন ১৩১৮।—

ইং ১৯১২।—

(টিকিট) শ্রীরাম দুলাল ঘোষ— সাং শামপুর—

হিঃ শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়—

মোং ৩৫।৩৬নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট—

কলিকাতা।—

জমা——	খরচ——
তাং ২০শে চৈত্র——	তাং=২০ চৈত্র——
৭৮৲	৫০৲
গুঃ=রাম দুলাল ঘোষ—	গুঃ=রাম দুলাল ঘোষ—
কোং নাং তৈল——	
৪৴০	কোং——
	৫০৲
দঃ ১৯।। হিঃ——	
৭৮৲	
——	——
৭৮৲	৫০৲
বাদ খরচ——	
৫০৲	
দেনা——	
২৮৲	

// দাঃ সন ১৩১৮ সালের

হাতচিটা বহি—

পূর্ব্বোল্লিখিত জাব্দা জমা খরচের মধ্যে ২০.শ চৈত্র তারিখে রাম দুলাল ঘোষ নামক যে খরিদ্দার মাল লইয়াছেন তাঁহার লিখিত হাতচিটা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

খতিয়ানের ন্যায় এই হাতচিটা বহির বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ও পত্রাঙ্ক লিখিয়া রাখিতে হয় ১ খাতায় অনেক খরিদ্দারের হাত চিটা লিখাইয়া লইতে পারা যায়। প্রত্যেক খরিদ্দারের হাতচিটাতে পৃথক পৃথক টিকিট দিতে হয়।

জমা খরচে ব্যবহৃত কয়েকটী বাক্য ও পদের অর্থ।

ফিরিস্তি কাগজ বাবদে জাব্দা জমা খরচ রূপেয়া = অর্থাৎ যথা নিয়মে মুদ্রা জমা খরচ লিখিবার কারণ, খাতাবন্দী কাগজ—

দিনায় রোজনামা সেহা রূপেয়া = অর্থাৎ মুদ্রার দৈনিক হিসাব বিবরণী।

ব তারিখ বা বিতারিখ = তারিখে, দিবসে।

সাল তামামী নিকাশী জমা খরচ = বৎসরের শেষ জমা খরচ বা বৎসরের ফলাফল জমা খরচ।

রোজ নিকাশী খতিয়ান = দৈনিক ফলাফল একত্রী করণ।

নিকাশ = শেষ।

একজায় খতিয়ান = প্রতি—এক স্থানে একত্রীকরণ।

খতিয়ান একজায় = একস্থানে একত্রীকরণ।

জাব্দা = নিয়ম, পদ্ধতি।

তক্রার = পুনরুল্লেখ।

পরতল = অনুসন্ধান।

সেহা = হিসাবান্তর্গত করণ, লিখন।

আমদানী = আনয়ন।

রপ্তানী = প্রেরণ।

জমা = সংগ্রহীত, (বিয়োজন)।

খরচ = প্রদত্ত (বিয়োজ্য)।

বরাবর = সমীপে, নিকটে।

বাব = রকম, (অধ্যায়)

বিমজ্জীম = অনুযায়ী।

কৈফিয়ৎ = মন্তব্য।

রোকড়=কোষ, নগদ।

খতিয়ান=একত্রীকরণ।

জায়=বিষয়ীভূত।

একজায়=এক বিষয়ীভূত।

হরজায়=নানা বিষয়ীভূত।

হর, হরেক=নানা, বহু

রেওয়া=উৎপন্ন হিসাবের শেষ ফল।

চালান=বিবরণী (প্রেরিত বস্তুর বিবরণ প্রেরণ)।

গুজরৎ=দ্বারা, দিয়া

মারফৎ=দ্বারা, দিয়া

দরুণ=হেতু, কারণ।

বাবদ্=যেহেতু, অতএব।

সালতামামী=সম্বাৎসরিক।

ফিরিস্তি=তালিকা বন্দী।

জমুল=একুন, মোট।

রূপেয়া, রুপাইয়া=মুদ্রা।

সওদা=ক্রয়, খরিদ।

বরাত=আদেশ, ফরমাইস, অনুজ্ঞা।

ওয়াদা=নির্দ্দিষ্ট বাক্য, প্রতিজ্ঞা।

মুদ্দৎ=নিরূপিত সময়।

দিনায়=দৈনিক।

রোজনামা=দৈনিক কার্য্যবিবরণী।

দরমাহা=মাসিক বেতন।

হুণ্ডি বরাতচিঠি=টাকা দিবার আদেশ পত্রিকা।

হুণ্ডি, বরাতচিঠি কি ও তাহার উদ্দেশ্য এবং লিখন প্রণালী।

টাকা দিবার জন্য যে আদেশ পত্রিকা দেওয়া হয় তাহাকে হুণ্ডি বা বরাত চিঠি বলে।

ইহা দুই শ্রেণীর, যথা দর্শনী হুণ্ডি ও মুদ্দতী হুণ্ডি। যে হুণ্ডির টাকা হাণ্ড পাইবামাত্র দিতে হয় তাহাকে দর্শনী হুণ্ডি বলে, যে হুণ্ডির টাকা দিবার একটা সময় নির্দ্দেশ করা থাকে তাহাকে মুদ্দতী হুণ্ডি বলে।

জমা খরচ করিবার সময় যে ব্যক্তি হুণ্ডি দেয় তাহার মারফৎ" দিয়া লিখিতে হয় আর যাহাকে দেয় তাহার বরাবর দিয়া লিখিতে হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত জমা খরচের ৩০শে চৈত্র তারিখে, ঠাকুর দাস শ্রীমানীর নামে হুণ্ডির টাকা জমা করা হইয়াছে।

লিখন প্রণালী যথা।

(রামদাস পাত্রকে দিবার জন্য গোপিলাল হাজরা নামক এক ব্যক্তি যদুনাথ পাল নামক অন্য এক ব্যক্তিকে ৫ দিনের মুদ্দতী হুণ্ডি লিখিতেছে।)

বরাতচিঠির নং ৫

/৭শ্রীশ্রী৺কালী মাতা——

জয়তি——

——

স্বাক্ষর—
শ্রীগোপিলাল হাজরা
তাং—৩১।৩।১৩ ইং
সাকিং এঁড়ে
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল——

মোং—গাজিপুর——মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রী গোপিলাল হাজরা মোং ৬৫।৬৬নং ক্যাণিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা কস্য বরাত চিঠি * পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি এতদ্বারা মহাশয়কে অনুজ্ঞা করিতেছি যে আগামী ২৭শে চৈত্র মঙ্গলবার বেলা ৫টার মধ্যে মোকাম গাজিপুর নিবাসি ফতেউল্লা কোম্পানীকে ৫৩৫৷৵০ পাঁচশত পঁয়ত্রিশ টাকা দশ আনা প্রদান করিয়া আমার নামে জমা খরচ করিয়া লইবেন ও এই হুণ্ডি রসীদ যুক্তে ফেরং লইয়া আমাকে সংবাদ দিবেন, ইতি তাং ২২শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার সন ১৩১৮ সাল।

*উল্লিখিত বরাত চিঠির স্থলে দর্শনী হুণ্ডি অথবা মুদ্দতী হুণ্ডি পত্রমিদং লেখা যাইতে পারে।

উক্ত রামদাস পাত্র এই বরাত চিঠির টাকা লইবার সময় এই বরাত চিঠির পৃষ্ঠে ৴০ এক আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিয়া "এই বরাত চিঠির লিখিত বেবাক টাকা পাইলাম" এইরূপ লিখিয়া ঐ ষ্ট্যাম্পের উপর স্বাক্ষর করিয়া দিতে বাধ্য।

মণকষা।

খরিদ করিবে মণ দিয়া যত টাকা
টাকা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সেরের কর লেখা,
আনা প্রতি দুই কড়া গণ্ডায় আট তিল
শুভঙ্কর দাস কহে বুঝহ সুশীল।

অর্থাৎ এক মণের দাম ১৲ টাকা হইলে /১ সেরের দাম ৮ গণ্ডা হয় কারণ ৪০ সেরে মণ আর ৩২০ গণ্ডায় টাকা ৩২০ ÷ ৪০ = ৮ গণ্ডা হয় সেইরূপ /০ আনা মণ হইলে /১ সেরের দাম দুই কড়া এবং ৴১ গণ্ডা মণ হইলে /১ সেরের দাম ৮ তিল হইবে।

সাঙ্কেতিক দাম কষা—

প্রঃ ৩০॥৶০ মণ হইলে ৬।৭।৶০ দাম কত? উঃ ১৯৭৲১৬৶৶০

৩০॥৶০
৬।৭।৶০

১৮০
৩৫০

৬ মণের দাম ১৮৩৫০
।০ সেরের দাম ৭॥৶১০
/৭॥ সেরের দাম ৫।০
।৶১০
৲৭॥

১৯৭৶৭॥
বাদ ৶০ পোয়ার দাম—
/১০॥৶০

১৯৭৲১৬৸৶০

এক মণের দামের সিকি ;—ত্রিশ সিকি সাড়ে সাত টাকা এবং ॥৶০ আনার সিকি ৶১০ পয়সা;—দশ সেরের যাহা দাম হয় সাড়ে সাত সেরের দাম তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ প্রতি টাকায় ৸০ আনা প্রতি আনায় তিন পয়সা এবং প্রতি পয়সায় ৲৩৫০ কড়া হয়।

যত টাকা মন হয় আড়াই সেরের দাম তত আনা হয়, কেন না ১৬ আনায় টাকা ৪০ সেরে মণ; ৪০ ÷ ১৬ = ২½ আড়াই। যত টাকা মণ হয় আধ পোয়ার দাম তত গণ্ডা হয়, কেন না—৩২০ গণ্ডায় টাকা ও ৩২০ আধ পোয়াতে মণ হয়।

টাকা আনা সংখ্যা যত থাকে মনের দামে
আঁকিবে ইলেক ভাই তাহাদের বামে,
ইহাতে যে ফল হয় শুন চমৎকার
ছটাকের দাম হবে অর্দ্ধেক তাহার। ইহার কারণ ঐ।

মাস মাহিনা।

মাস মাহিনা বার যত দিন তার পড়ে কত
টাকা প্রতি দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি
আনা প্রতি দুই কড়া দুই ক্রান্তি।

অর্থাৎ ৩০ দিনে মাস হইলে যাহার মাসিক বেতন ১৲ টাকা তাহার এক দিনের বেতন ৴০॥= দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হয় এবং যাহার মাসিক বেতন ৴০ এক আনা তাহার ১ দিনের বেতন ।= দুই কড়া দুই ক্রান্তি হয়।

বাটাকষা।

শতকরা তঙ্কার বাটা বুঝহ সুশীল
তঙ্কা প্রতি তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল
আনা প্রতি তিন কাক চারি তিল জান
একুন করিয়া বুঝ বাটার প্রমাণ।

অর্থাৎ ১০০৲ টকার বাটা ১৲ এক টাকা হইলে ১৲ টাকার বাটা তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল হয় ১০০৲ টাকার বাটা ৴০ হইলে এক টাকার বাটা তিন কাক চারি তিল হয়।

(সুদকষার নিয়ম বাটাকষার ন্যায়)

মুদ্রা বিনিময় (এক্সচেঞ্জ) কষিবার নিয়ম যথা—

প্রশ্ন। যদি কলিকাতায় ১৲ টাকার বিনিময়ে ইংলণ্ডের ১ শিলিং ৩ পেন্স পাওয়া যায় এবং ইংলণ্ডের ১ পাউণ্ডের বিনিময়ে ফ্রান্সের ২৬ ফ্রাঙ্ক পাওয়া যায় তবে কলিকাতা ও ফ্রান্সের মধ্যে বিনিময়ের হার কত হইবে ?

১৲ টাকা = ১শিঃ ৩ পেঃ অর্থাৎ ১/১৬ পাউণ্ড।

১/১৬ পাঃ × ২৬ = ১৩/৮ ফ্রাঙ্ক বা ১৫/৮ ফ্রাঙ্ক।

উঃ। কলিকাতার ১৲ টাকায় ফ্রান্সের ১৫/৮ ফ্রাঙ্ক।

প্রশ্ন। যদ্যপি ১৲ টাকার বিনিময়ে ১ শিলিং ৩ পেন্স পাওয়া যায় তবে ৫০০৲ টাকার বিনিময়ে কত পাওয়া যাইবে ?

উঃ ১৲ = ১ শিঃ ৩ পেঃ।

অতএব ৫০০৲ × ১ শিঃ ৩০পেঃ বা ৫/৪ শিং = ৫০০ × ৫/৪ = ৬২৫শিলিং বা ৩১ পাউণ্ড ৫ শিলিং ?

এক দেশের মুদ্রার পরিবর্ত্তে অন্য দেশের মুদ্রা কি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে বা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার পদ্ধতিকে বিনিময় (এক্সচেঞ্জ) পদ্ধতি বলে।

একদেশ প্রচলিত যে কোন পরিমিত মুদ্রা দেশান্তর প্রচলিত যে কোন পরিমিত মুদ্রার সমান হইলে তাহাকে বিনিময়ের সমতা বা পার অফ এক্সচেঞ্জ বলা যায়।

একদেশ প্রচলিত কোন নির্দ্দিষ্ট মুদ্রার মূল্য স্বরূপ অন্যদেশ প্রচলিত যে অনির্দ্দিষ্ট পরিমিত মুদ্রা পাওয়া যায় তাহাকে বিনিময়ের হার কহে।

দুই দেশের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় জন্য যে "বরাতচিঠি" ব্যবহৃত হয় তাহাকে বিনিময় পত্র বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বলে।

কোম্পানীর টাকা সিক্কা টাকাতে আনিতে হইলে কোম্পানীর টাকা ১৬ ভাগ করিয়া একভাগ বাদ দিতে হয়। কোম্পানির ১৬৲=সিক্কা ১৫৲।

ডিস্কাউণ্ট=কমতা বাটা (নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে যে টাকা কম করা হয়)

প্রিমিয়ম=বাড়তা বাটা (নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে যে টাকা বেশী হয়)।

উহা বাটা কষার হিসাবে কষিতে হয়।

ডেভিডেণ্ট=যৌথ কারবারের অংশীদিগের মধ্যে যে লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া দিতে হয় তাহাকে ডেভিডেণ্ট বলে। প্রথমতঃ যাহা মুনফা হয় তাহা মূলধনের টাকাপ্রতি অথবা শতকরা কি হিসাবে পড়্‌তা হয় ঠিক করিয়া লইতে হয়। পরে যাহার যত টাকার অংশ তাহাকে তদনুযায়ী ডেভিডেণ্ট বা লভ্যাংশ দিতে হয়।

ওজন=টন, হন্দর, কোয়াটার ইত্যাদি ইংরাজী ওজনকে মণ সের, ছটাক ইত্যাদি বাজার ওজনে পরিণত করিতে হইলে যত হন্দর থাকে, তাহাকে দেড়গুণ করিয়া প্রথমতঃ ফ্যাকৃট্রি ওজনে পরিণত করিতে হয় এবং যত ফ্যাকৃট্রি ওজন হয় তাহাকে ১১ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ বাদ দিতে হয়।

ইং ওজন	বাং ওজন	ইং ওজন	বাং ওজন
১ পাউণ্ড	।৶১৫	১৭ পাউণ্ড	/৮৶১৫
২ „	৷৶১০	১৮ „	/৮॥৶১০
৩ „	১।৶৫	১৯ „	/৯৶৫
৪ „	১৸৶০	২০ „	/৯॥৶০
৫ „	/১৵/১৫	২১ „	।০৶১৫
৬ „	/২৸৵/১০	২২ „	।০॥৶১০
৭ „	/৩৵/১০	২৩ „	।১৶৫
৮ „	/৩৸৵/৫	২৪ „	১॥৶০
৯ „	/৪।/১৫	২৫ „	।২৵/১৫
১০ „	/৪৸/১০	২৬ „	।২॥৵১০
১১ „	/৫।/৫	২৭ „	।৩৵/৫
১২ „	/৫৸/১০০	১ কোয়ার্টার	।৩॥৵/৫
১৩ „	/৬।/০	২ „	॥৭।১০
১৪ „	/৬৸/০	৩ „	৵/০৸৵/১
১৫	/৭।১৫	১ হন্দর	১।৪॥১৫
১৬ „	৸১০		

হঃ—কোঃ		হঃ—কোঃ	
		৫—০	৬৸২॥৶১
১—১	১॥৮৶	৫—১	৭/৬।/১৫
১—২	২/১৸/২॥	৫—২	৭॥০
১—৩	২।৫।৶৫	৫—৩	৭৸৩॥৵/৫
২—০	২॥৯/১০	৬—০	৮/৭।০
২—১	৩/২॥৶১৫	৬—১	৮॥০৸৵/১০
২—২	৩।৬।/১৫	৬—২	৮৸৪॥১৫

ইং ওজন	বাং ওজন	ইং ওজন	বাং ওজন
২—১	৸০	৬—৩	৯/৮৶০
৩—০	৪/৩৷৷৵৫	৭—০	৯৷৷১৸/০
৩—১	৪৷৭'৫	৭—১	৯৸৫৷৶৫
৩—২	৪৸০৸৵১০	৭—২	১০/৯/১০
৩—৩	৫/৪৷৷১৫	৭—৩	১০৷৷২৷৷৶১০
৪—০	৫৷৮৶০	৮—০	১০৸৬৷/১২
৪—১	৫৸১৸/০	৮—১	১১৷০
৪—২	৬/৫৷৶৫	৮—২	১১৷৷৩৷৷৵৫
৪—৩	৬৷৯/১০	৮—৩	১১৸৭৷৫
৯—০	১২৷০৸৵১০	১৩—০	১২৷৷৯/১০
৯—১	১২৷৷৪৷৷১৫	১৩—১	১৮/১৷৷৶১৫
৯—২	৫	১৩—২	১৮৷৬/১৫
৯—৩	১৩.১৸/০	১৩—৩	১৮৸০
১০—০	১৩৷৷৫৷৶৫	১৪—০	১৯/৩৷৷৵৫
১০—১	১৩৸৯/১০	১৪—১	১৯.৭৷১০
১০—২	১৪৷২৷৷৶১৫	১৪—২	১৯৸০৸৵১
১০—৩	১৪৷৷৬৷৵০	১৪—৩	২০/৪৷৷১০
১১—০	১৫/০	১৫—০	২০৷৮৶০
১১—১	১৫৷৩৷৷৵৫	১৫—১	২০৸১৸/৫
১১—২	১৫৷৷৭৷১০	১৫—২	২১/৫৷৶৫
১১—৩	১৬/০৸৵১০	১৫—৩	২১৷৯/১০
১২—০	১৬৷৪৷৷১৫	১৬—০	২১৸২৷৷৶১৫
১২—১	১৬৷৷৮৶০	১৬—১	২২/৬৷/১৫
১২—২	১৭/১৸/০	১৬—২	২২৷৷০

ইং ওজন	বাং ওজন	ইং ওজন	বাং ওজন
১২—৩	১৭।৫।৴৫	১৬—৩	২২৸৩॥৵৫
১৭—০	২৩/৭।১০	২১—০	২৮॥৫।৶৫
১৭—১	২৩॥০৸৵১০	২২—০	৩০/০
১৭—২	২৩৸৪॥১৫	২৩—০	৩১।৪॥১৫
১৭—৩	২৪/৮৶০	২৪—০	৩২॥৯/১০
১৮—০	২৪॥১৸/০	২৫—০	৩৪/৩॥৵৫
১৮—১	২৪৸৫।৶৫	২৬—০	৩৫।৮৶০
১৮—২	২৫/৯/১০	২৭—০	৩৬৸২॥৶১০
১৮—৩	২৫॥২॥৶১৫	২৮—০	৩৮/৭।৫
১৯—০	২৫৸৬।/১৫	২৯—০	৩৯॥১৸/০
১৯—১	২৬।০	৩০—০	৪০৸৬।/১৫
১৯—২	২৬॥৩॥৵৫	৩১—০	৪২।০৸৵১০
১৯—৩	২৬৸৭।৫	৩২—০	৪৩॥৫।৶৫
২০—০	২৭।০৸৵১০	৩৩—০	৪৫/০
২০—১	২৭॥৫॥১৫	৩৪—০	৪৬।৪॥১৫
২০—২	২৭৸৮৵১৫	৩৫—০	৪৭॥৯/১০
২০—৩	২৮।১৸/০	৩৬—০	৪৯/৩॥৵৫
৩৭—০	৫০।৮৶০	৩৮—০	৫১৸২॥৶১৫
৩৯—০	৫৩/৭।১০	৪০—০	৫৪॥১৸/০
৪১—০	৫৫৸৬/১৫	৪২—০	৫৭।০৸৵১০
৪৩—০	৫৮॥৫ ৶৫	৪৪—০	৬০/০
৪৫—০	৬১।৪॥১৫	৪৬—০	৬২॥৯/১০
৪৭—০	৬৪/৩॥৵৫	৪৮—০	৬৫।৮৶০
৪৯—০	৬৬৸২॥৶১০	৫০—০	৬৮/৭।৫

ডজন কষা।

১ ডজন ১৲ টাকা হইলে একটার দাম=৴৬॥= এক আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি। ১ ডজন ৴০ আনা হইলে একটার দাম= ৻১॥= এক গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হয়। ১ ডজন ৻৫ পয়সা হইলে একটার দাম= ৻।= এক কড়া দুই ক্রান্তি হয়।

১৲ ডজন হইলে	১টা—	৴৬॥=	৴০ ডজন হইলে	১টা—	৻১॥=
” ”	২টা—	৵১৩।—	” ”	২টা—	৻৩।—
” ”	৩টা—	।০	” ”	৩টা—	৻৫
” ”	৪টা—	।৴৬॥=	” ”	৪টা—	৻৬॥=
” ”	৫টা—	।৵১৩।—	” ”	৫টা—	৻৮।—
” ”	৬টা—	॥০	” ”	৬টা—	৻১০
” ”	৭টা—	॥৴৬॥=	” ”	৭টা—	৻১১॥=
” ”	৮টা—	॥৵১৩।—	” ”	৮টা—	৻১৩।—
” ”	৯টা—	৸০	” ”	৯টা—	৻১৫
” ”	১০টা—	৸৴৬॥=	” ”	১০টা—	৻১৬॥=
” ”	১১টা—	৸৵১৩।—	” ”	১১টা—	৻১৮।—
৻৫ ডজন হইলে	১টা—	৻।=	৻৫ ডজন হইলে	১টা—	৻।=
” ”	২টা—	৻৸—	” ”	৭টা—	৻২৸=
” ”	৩টা—	৻১।	” ”	৮টা—	৻৩।—
” ”	৪টা—	৻১॥=	” ”	৯টা—	৻৩৸
” ”	৫টা—	২—	” ”	১০টা—	৻৪=
” ”	৬টা—	৻২॥	” ”	১১টা—	৻৪॥—

সমাপ্ত

হুণ্ডি, বরাতচিঠি কি ও তাহার উদ্দেশ্য এবং লিখন প্রণালী।

টাকা দিবার জন্য যে আদেশ পত্রিকা দেওয়া হয় তাহাকে হুণ্ডি বা বরাত চিঠি বলে।

ইহা দুই শ্রেণীর, যথা দর্শনী হুণ্ডি ও মুদ্দতী হুণ্ডি। যে হুণ্ডির টাকা হুণ্ডি পাইবামাত্র দিতে হয় তাহাকে দর্শনী হুণ্ডি বলে, যে হুণ্ডির টাকা দিবার একটা সময় নির্দ্দেশ করা থাকে তাহাকে মুদ্দতী হুণ্ডি বলে।

জমা খরচ করিবার সময় যে ব্যক্তি হুণ্ডি দেয় তাহার মারফৎ” দিয়া লিখিতে হয় আর যাহাকে দেয় তাহার বরাবর দিয়া লিখিতে হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত জমা খরচের ৩০শে চৈত্র তারিখে, ঠাকুর দাস শ্রীমানীর নামে হুণ্ডির টাকা জমা করা হইয়াছে।

লিখন প্রণালী যথা।

(রামদাস পাত্রকে দিবার জন্য গোপিলাল হাজরা নামক এক ব্যক্তি যদুনাথ পাল নামক অন্য এক ব্যক্তিকে ৫ দিনের মুদ্দতী হুণ্ডি লিখিতেছে।)

বরাতচিঠির নং ৫

/৭শ্রীশ্রী৺কালী মাতা——

জয়তি——

স্বাক্ষর—
শ্রীগোপিলাল হাজরা
মোং—৮৫।৬৬ নং
ক্যানিং ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল——

মোং—গাজিপুর——মহাশয় বরাবরেষু——

লিখিতং শ্রী গোপালাল হাজরা মোং ৫৫।৬৬নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা কস্য বরাত চিঠি * পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি এতদ্দ্বারা মহাশয়কে অনুজ্ঞা করিতেছি যে আগামী ২৭শে চৈত্র মঙ্গলবার বেলা ৫টার মধ্যে মোকাম গাজিপুর নিবাসি ফতেউল্লা কোম্পানীকে ৫৩৫।৵০ পাঁচশত পঁয়ত্রিশ টাকা দশ আনা প্রদান করিয়া আমার নামে জমা খরচ করিয়া লইবেন ও এই হুণ্ডি রসীদ যুক্তে ফেরং লইয়া আমাকে সংবাদ দিবেন, ইতি তাং ২২শে চৈত্র বৃহস্পতিবার সন ১৩১৮ সাল।

*উল্লিখিত বরাত চিঠির স্থলে দর্শনী হুণ্ডি অথবা মুদ্দতী হুণ্ডি পত্রমিদং লেখা যাইতে পারে।

উক্ত রামদাস পাত্র এই বরাত চিঠির টাকা লইবার সময় এই বরাত চিঠির পৃষ্ঠে ৴০ এক আনা মুল্যের ষ্ট্যাম্প দিয়া "এই বরাত চিঠির লিখিত বেবাক টাকা পাইলাম" এইরূপ লিখিয়া ঐ ষ্ট্যাম্পের উপর স্বাক্ষর করিয়া দিতে বাধ্য।

মণকষা।

খরিদ করিবে মণ দিয়া যত টাকা
টাকা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সেরের কর লেখা,
আনা প্রতি দুই কড়া গণ্ডার আট তিল
শুভঙ্কর দাস কহে বুঝহ সুশীল।

অর্থাৎ এক মণের দাম ১৲ টাকা হইলে /১ সেরের দাম ৫৮ গণ্ডা হয় কারণ ৪০ সেরে মণ আর ৩২০ গণ্ডায় টাকা ৩২০ ÷ ৪০ = ৮ গণ্ডা হয় সেইরূপ /০ আনা মণ হইলে /১ সেরের দাম দুই কড়া এবং ৫১ গণ্ডা মণ হইলে /১ সেরের দাম ৮ তিল হইবে।

সাঙ্কেতিক দাম কষা—

প্রঃ ৩০॥৵০ মণ হইলে ৬৷৭।৵০ দাম কত? উঃ ১৯৭৲১৬৵৶০

৩০॥৵০
৬৷৭।৵০

১৮০
৩৫০

৬ মণের দাম ১৮৩৫০
।০ সেরের দাম ৭॥৶১০
/৭॥ সেরের দাম ৫।০
।৶১০
৫৭॥

১৯৭৶/৭॥
বাদ ৶০ পোয়ার দাম—
/১০॥৶০

১৯৭৲১৬৸৶০

এক মণের দামের সিকি ;—ত্রিশ সিকি সাড়ে সাত টাকা এবং ॥৶০ আনার সিকি ৵১০ পয়সা;—দশ সেরের যাহা দাম হয় সাড়ে সাত সেরের দাম তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ প্রতি টাকায় ৸০ আনা প্রতি আনায় তিন পয়সা এবং প্রতি পয়সায় ৫৩৫০ কড়া হয়।

যত টাকা মন হয় আড়াই সেরের দাম তত আনা হয়, কেন না ১৬ আনায় টাকা ৪০ সেরে মণ; ৪০÷১৬=২½ আড়াই। যত টাকা মণ হয় আধ পোয়ার দাম তত গণ্ডা হয়, কেন না—৩২০ গণ্ডায় টাকা ও ৩২০ আধ পোয়াতে মণ হয়।

টাকা আনা সংখ্যা যত থাকে মনের দামে
আঁকিবে ইলেক ভাই তাহাদের বামে,
ইহাতে যে ফল হয় শুন চমৎকার
ছটাকের দাম হবে অর্দ্ধেক তাহার। ইহার কারণ ঐ :

মাস মাহিনা।

মাস মাহিনা বার যত দিন তার পড়ে কত
টাকা প্রতি দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি
আনা প্রতি দুই কড়া দুই ক্রান্তি।

অর্থাৎ ৩০ দিনে মাস হইলে যাহার মাসিক বেতন ১্ টাকা তাহার এক দিনের বেতন ৩০॥= দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হয় এবং যাহার মাসিক বেতন /০ এক আনা তাহার ১ দিনের বেতন ।= দুই কড়া দুই ক্রান্তি হয়।

বাটাকষা।

শতকরা তঙ্কার বাটা বুঝহ সুশীল
তঙ্কা প্রতি তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল
আনা প্রতি তিন কাক চারি তিল জান
একুন করিয়া বুঝ বাটার প্রমাণ।

অর্থাৎ ১০০্ টকার বাটা ১্ এক টাকা হইলে ১্ টাকার বাটা তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল হয় ১০০্ টাকার বাটা /০ হইলে এক টাকার বাটা তিন কাক চারি তিল হয়।

(সুদকষার নিয়ম বাটাকষার ন্যায়)

মুদ্রা বিনিময় (এক্সচেঞ্জ) কষিবার নিয়ম যথা—

প্রশ্ন। যদি কলিকাতার ১৲ টাকার বিনিময়ে ইংলণ্ডের ১ শিলিং ৩ পেন্স পাওয়া যায় এবং ইংলণ্ডের ১ পাউণ্ডের বিনিময়ে ফ্রান্সের ২৬ ফ্রাঙ্ক পাওয়া যায় তবে কলিকাতা ও ফ্রান্সের মধ্যে বিনিময়ের হার কত হইবে ?

১৲ টাকা = ১শিঃ ৩ পেঃ অর্থাৎ $\frac{১}{১৬}$ পাউণ্ড।

$\frac{১}{১৬}$ পাঃ × ২৬ = $\frac{১৩}{৮}$ ফ্রাঙ্ক বা $১\frac{৫}{৮}$ ফ্রাঙ্ক।

উঃ। কলিকাতার ১৲ টাকায় ফ্রান্সের $১\frac{৫}{৮}$ ফ্রাঙ্ক।

প্রশ্ন। যদ্যপি ১৲ টাকার বিনিময়ে ১ শিলিং ৩ পেন্স পাওয়া যায় তবে ৫০০ টাকার বিনিময়ে কত পাওয়া যাইবে ?

উঃ ১৲ = ১ শিঃ ৩ পেঃ।

অতএব ৫০০৲ × ১ শিঃ ৩ পেঃ বা $\frac{৫}{৪}$ শিং = ৫০০ × $\frac{৫}{৪}$ = ৬২৫শিলিং বা ৩১ পাউণ্ড ৫ শিলিং ?

এক দেশের মুদ্রা পরিবর্ত্তে অন্য দেশের মুদ্রা কি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে বা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার পদ্ধতিকে বিনিময় (এক্সচেঞ্জ) পদ্ধতি বলে।

একদেশ প্রচলিত যে কোন পরিমিত মুদ্রা দেশান্তর প্রচলিত যে কোন পরিমিত মুদ্রার সমান হইলে তাহাকে বিনিময়ের সমতা বা পার অফ এক্সচেঞ্জ বলা যায়।

একদেশ প্রচলিত কোন নির্দ্দিষ্ট মুদ্রার মূল্য স্বরূপ অন্যদেশ প্রচলিত যে অনির্দ্দিষ্ট পরিমিত মুদ্রা পাওয়া যায় তাহাকে বিনিময়ের হার কহে।

দুই দেশের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় জন্য যে "বরাতচিঠি" ব্যবহৃত হয় তাহাকে বিনিময় পত্র বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বলে।

কোম্পানীর টাকা সিক্কা টাকাতে আনিতে হইলে কোম্পানীর টাকা ১৬ ভাগ করিয়া একভাগ বাদ দিতে হয়। কোম্পানির ১৬৲=সিক্কা ১৫৲।

ডিস্কাউণ্ট=কমতা বাটা (নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে যে টাকা কম করা হয়)

প্রিমিয়ম=বাড়তা বাটা (নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে যে টাকা বেশী হয়)

উহা বাটা কষার হিসাবে কষিতে হয়।

ডেভিডেণ্ট=যৌথ কারবারের অংশীদিগের মধ্যে যে লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া দিতে হয় তাহাকে ডেভিডেণ্ট বলে। প্রথমতঃ যাহা মুনফা হয় তাহা মূলধনের টাকাপ্রতি অথবা শতকরা কি হিসাবে পড়্তা হয় ঠিক করিয়া লইতে হয়। পরে যাহার যত টাকার অংশ তাহাকে তদনুযায়ী ডেভিডেণ্ট বা লভ্যাংশ দিতে হয়।

ওজন=টন, হন্দর, কোয়াটার ইত্যাদি ইংরাজী ওজনকে মণ সের, ছটাক ইত্যাদি বাজার ওজনে পরিণত করিতে হইলে যত হন্দর থাকে, তাহাকে দেড়গুণ করিয়া প্রথমতঃ ফ্যাক্‌ট্রি ওজনে পরিণত করিতে হয় এবং যত ফ্যাক্‌ট্রি ওজন হয় তাহাকে ১১ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ বাদ দিতে হয়।

ইং ওজন	বাং ওজন	ইং ওজন	বাং ওজন
১ পাউণ্ড	।৶১৫	১৭ পাউণ্ড	/৮৶১৫
২ „	৸৶১০	১৮ „	/৮॥৶১০
৩ „	/১।৶৫	১৯ „	/৯৶৫
৪ „	/১৸৶০	২০ „	/৯॥৶০
৫ „	/২।৵১৫	২১ „	।০৶১৫
৬ „	/২৸৵১০	২২ „	।০॥৶১০
৭ „	/৩৵১০	২৩ „	।১৶৫
৮ „	/৩৸৵৫	২৪ „	।১॥৶০
৯ „	/৪।/১৫	২৫ „	।২৵১৫
১০ „	/৪৸/১০	২৬ „	।২॥৵১০
১১ „	/৫।/৫	২৭ „	।৩৵৫
১২ „	/৫৸/১০	১ কোয়াটার	।৩॥৵৫
১৩ „	/৬।/০	২ „	॥৭।১০
১৪ „	/৬৸/০	৩ „	/০৸৵১০
১৫	/৭।১৫	১ হন্দর	১।৪॥১৫
১৬ „	৸১০		

ইঃ--কোঃ		ইঃ--কোঃ	
		৫—০	৬৸২॥৶১০
১—১	১॥৮৶	৫—১	৭/৬।/১৫
১—২	২/১৸/২॥	৫—২	৭॥০
১—৩	২।৫।৶৫	৫—৩	৭৸৩॥৵৫
২—০	২॥৯/১০	৬—০	৮/৭।০
২—১	৩/২॥৶১৫	৬—১	৮॥০৸৵১০
২—২	৩।৬।/১৫	৬—২	৮৸৪॥১৫

ইং ওজন	বাং ওজন	ইং ওজন	বাং ওজন
২—৩	৺৸০	৬—৩	৯/৮৶০
৩—০	৪/৩৷৵৫	৭—০	৯৷৷১৸/০
৩—১	৪।৭৫	৭—১	৯৸৫।৶৫
৩—২	৪৸০৸৵১০	৭—২	১০/৯/১০
৩—৩	৫/৪৷৷১৫	৭—৩	১০৷৷২৷৷৶১০
৪—০	৫।৮৶০	৮—০	১০৸৬।/১৭
৪—১	৫৸১৸/০	৮—১	১১।০
৪—২	৬/৫।৶৫	৮—২	১১৷৷৩৷৷৵৫
৪—৩	৬।৯/১০	৮—৩	১১৸৭।৫
৯—০	১২।০৸৵১০	১৩—০	১১৷৷৯/১০
৯—১	১০৷৷৪৷৷১৫	১৯—১	১৮/২।৶১৫
৯—২	৫	১৯—২	১৮।৬/১৫
৯—৩	১৩।১৸/০	১৯—৩	১৮৸০
১০—০	১৩৷৷৫।৶৫	১৪—০	১৯/৩।৵৫
১০—১	১৩৸৯/১০	১৪—১	১৯৭।১০
১০—২	১৪।২৷৷৶১৫	১৪—২	১৯৸০৸৵১
১০—৩	১৪৷৷৬।৵০	১৪—৩	২০/৪৷৷১০
১১—০	১৫/০	১৫—০	২০।৮৶০
১১—১	১৫।৩৷৷৵৫	১৫—১	২০৸১৸/৫
১১—২	১৫৷৷৭।১০	১৫—২	২১/৫।৶৫
১১—৩	১৬/০৸৵১০	১৫—৩	২১।৯/১০
১২—০	১৬।৪৷৷১৫	১৬—০	২১৸২৷৷৶১০
১২—১	১৬৷৷৮৶০	১৬—১	২২/৬।/১৫
১২—২	১৭/১৸/০	১৬—২	২২৷৷০

ইং ওজন	বাং ওজন	ইং ওজন	বাং ওজন
১২—৩	১৭।৫।৶৫	১৬—৬	২২৸৩৷৵৫
১৭—০	১৩৶৭।১০	২১—০	২৮৷৷৫।৶৫
১৭—১	১৩৷৷০৸৵১০	২২—০	৩০৶০
১৭—২	১৩৸৪৷১৫	২৩—০	৩১।৪।১৫
১৭—৩	২৪৶৮৶০	২৪—০	৩২৷৷৯৶১০
১৮—০	২৪৷১৸৶০	২৫—০	৩৪৶৩৷৵৫
১৮—১	২৪৸৫।৶৫	২৬—০	৩৫।৮৶০
১৮—২	২৫৶৯৶১০	২৭—০	৩৬৸২৷৶১০
১৮—৩	২৫৷৷২।৶১৫	২৮—০	৩৮৶৭।৫
১৯—০	২৫৸৬।৶১৫	২৯—০	৩৯৷৷১৸৶০
১৯—১	২৬।০	৩০—০	৪০৸৬।৶১৫
১৯—২	২৬৷৷৩।৵৫	৩১—০	৪২।০৸৵১০
১৯—৩	২৭।৫	৩২—০	৪৩৷৷৫।৶৫
২০—০	২৭।০৸৵১০	৩৩—০	৪৫৶০
২০—১	২৭৷৷৫৷১৫	৩৪—০	৪৬।৪।১৫
২০—২	২৭৸৮৵১৫	৩৫—০	৪৭৷৷৯৶১০
২০—৩	২৮।১৸৶০	৩৬—০	৪৯৶৩৷৵৫
৩৭—০	৫০।৮৶০	৩৮—০	৫১৸২৷৶১৫
৩৯—০	৫৩৶৭।১০	৪০—০	৫৪৷৷১৸৶০
৪১—০	৫৫৸৬৶১৫	৪২—০	৫৭।০৸৵১০
৪৩—০	৫৮৷৷৫।৶৫	৪৪—০	৬০৶০
৪৫—০	৬১।৪৷১৫	৪৬—০	৬২৷৷৯৶১০
৪৭—০	৬৪৶৩৷৵৫	৪৮—০	৬৫।৮৶০
৪৯—০	৬৬৸২৷৶১০	৫০—০	৬৮৶৭।৫

ডজন কষা।

১ ডজন ১৲ টাকা হইলে একটার দাম=/৬॥= এক আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি। ১ ডজন /০ আনা হইলে একটার দাম= ৲১॥= এক গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হয়। ১ ডজন ৲৫ পয়সা হইলে একটার দাম= ৲।= এক কড়া দুই ক্রান্তি হয়।

১৲ ডজন হইলে	১টা—	/৬॥=	/০ ডজন হইলে	১টা—	৲১॥=
„ „	২টা—	৵১৩।—	„ „	২টা—	৲৩।—
„ „	৩টা—	।০	„ „	৩টা—	৲৫
„ „	৪টা—	।/৬॥=	„ „	৪টা—	৲৬॥=
„ „	৫টা—	।৵১৩।—	„ „	৫টা—	৲৮।—
„ „	৬টা—	॥০	„ „	৬টা—	৲১০
„ „	৭টা—	॥/৬॥=	„ „	৭টা—	৲১১॥=
„ „	৮টা—	॥৵১৩।—	„ „	৮টা—	৲১৩।—
„ „	৯টা—	৸০	„ „	৯টা—	৲১৫
„ „	১০টা—	৸/৬॥=	„ „	১০টা—	৲১৬॥=
„ „	১১টা—	৸৵১৩।—	„ „	১১টা—	৲১৮।—

৲৫ ডজন হইলে	১টা—	৲।=	৲৫ ডজন হইলে	১টা—	৲।=
„ „	২টা—	৲৸—	„ „	৭টা—	৲২৸=
„ „	৩টা—	৲১।	„ „	৮টা—	৲৩।—
„ „	৪টা—	৲১॥=	„ „	৯টা—	৲৩৸
„ „	৫টা—	২—	„ „	১০টা—	৲৪=
„ „	৬টা—	৲২॥	„ „	১১টা—	৲৪॥—

সমাপ্ত।